নবি-জীবনের গল্প

আরিফ আজাদ

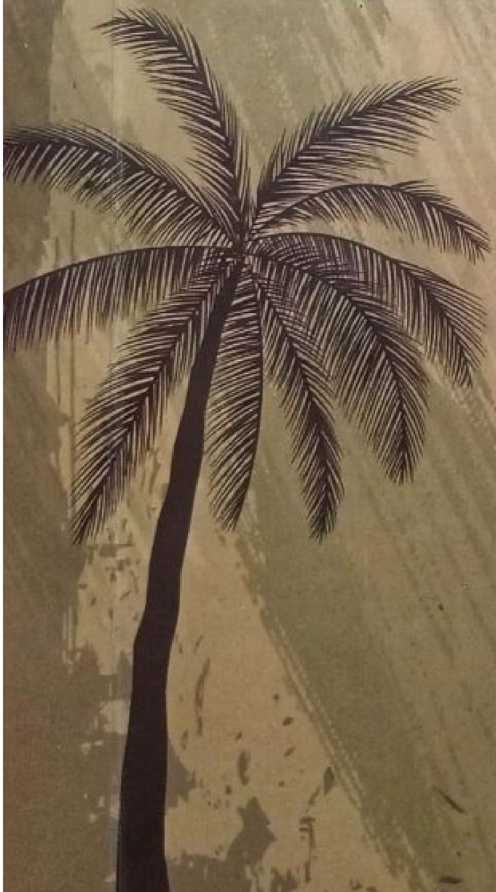

محمد

صلى الله عليه وسلم

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

أمين بنت شاخا

নবি-জীবনের গল্প

আরিফ আজাদ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নবি-জীবনের গল্প

আরিফ আজাদ

প্রথম প্রকাশ

একুশে বইমেলা ২০২১

গ্রন্থস্বত্ব

লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ফটোকপি, মুদ্রণ, বই, ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় প্রকাশ এবং অনুবাদ নিষিদ্ধ। গবেষণা, শিক্ষা বা সচেতনতার উদ্দেশ্য ব্যতীত বইয়ের অংশবিশেষ কোনো ব্যক্তিগত ব্লগ বা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ফাইল ট্রান্সফার ও ই-মেইল অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

মুদ্রণ

স্বরবর্ণ প্রিন্টিং এন্ড প্রেস

১৩৫/১৪৪, ডি.আই.টি এক্সটেনশন রোড, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

ফোন : ০১৪০৯-৩০৪০৫০

একমাত্র পরিবেশক

মহাকাল

৩৮, কনকর্ড এম্পোরিয়াম, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, কাটাবন, ঢাকা-১২০৫

ISBN: 978-984-95489-8-0

Published by Somokalin Prokashon Limited, Dhaka, Bangladesh

Price : Tk. 221.00 US $10.00 only.

সমকালীন প্রকাশন

১১/১, ইসলামি টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোনঃ ০১৪০৯-৮০০-৯০০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘিরে ফ্রান্স সরকারের ধৃষ্টতা এবং নগ্ন আচরণের বিরুদ্ধে এই উম্মাহ সকলরব প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলো। যারা চক্রান্ত করে এই উম্মাহকে নবি-জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে এটা আমার লিখিত প্রতিবাদ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রকাশকের কথা

কিছুদিন আগের কথা। ঘটা করে ফ্রান্স সরকার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন করে উস্কে দিতে শুরু করলো সারা দুনিয়ার মুসলিমদেরকে। জীবনের চাইতেও যে মানুষটিকে বেশি ভালোবাসে এই উম্মাহ এবং যিনি সেই ভালোবাসা পাওয়ার পূর্ণ হকদার—তার ব্যাপারে এমন নিন্দামন্দ সত্যিই বেদনাদায়ক! ফ্রান্স-সহ তাদের সহযোগীদের এই কূটকৌশল যদিও বা নতুন কিছু নয়, তবু এমন ন্যক্কারজনক ঘটনা নিঃসন্দেহে সকল ধর্মপ্রাণ মুসলিমের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছে।

ফ্রান্সের এই চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের বিপরীতে তীব্র হুংকার দিয়ে গর্জে ওঠে মুসলিম সম্প্রদায়। 'বয়কট ফ্রান্স' এবং 'বয়কট ফ্রান্স প্রোডাক্টস'-এর স্লোগান তারা ছড়িয়ে দেয় সারা দুনিয়ায়। পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্ত থেকে মুসলিমরা দলে দলে যোগ দেয় সেই আহ্বানে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান নিয়ে কটূক্তি করায় এই যে আমাদের দারুণ এক প্রতিক্রিয়া—এটা নিঃসন্দেহে ঈমানের একটি বহিঃপ্রকাশ। তবে দুঃখ এবং আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, ফ্রান্স ইস্যুতে আমরা যেভাবে আমাদের নবিপ্রেম প্রদর্শন করেছি, সেভাবে নবিপ্রেম যদি আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেও দেখাতে পারতাম, নববি জীবনকে যদি ধারণ করতে পারতাম আমাদের যাপিত জীবনে, নবিজির আদর্শকে যদি বাস্তবায়ন করা যেতো জীবনের অলিতে-গলিতে, তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের দরজা আমাদের জন্য উন্মুখ হয়ে যেতো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কিন্তু কী আফসোস! নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসৃত পথ এবং পদ্ধতিকে বাদ দিয়ে আমরা থিতু হয়েছি পশ্চিমা মত এবং পথে, যার গোঁড়া প্রোথিত রয়েছে নবিজিকে নিয়ে নানান সময়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা ওই ফ্রান্স কলোনিতে। আমরা ফ্রান্সের পণ্য হয়তো বর্জন করেছি, কিন্তু মন ও মগজে তাদের যে বিষাক্ত বীজ বয়ে বেড়াচ্ছি প্রতিনিয়ত, তা বর্জনের কথা কোনোদিনও কি চিন্তা করেছি?

তাহলে সত্যিকার মুক্তি কীসে?

সত্যিকার মুক্তি আসলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের মাঝে। মহামানবের সেই মহাজীবনকে নিজের ভেতরে ধারণ করতে পারার মাঝেই নিহিত প্রভূত কল্যাণ! ফ্রান্সের পণ্যের বিপরীতে বিকল্প পণ্য হয়তো দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া যাবে এবং তা অঢেল ও গুণে-মানেও সেরা, কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন অনুসরণ ব্যতিরেকে আমাদের সামনে অন্যকোনো পথ খোলা নেই। আমরা কেবল তারই দেখানো পথ অনুসরণ করে পৌঁছাতে পারবো আমাদের পরম আকাঙ্ক্ষিত মানজিল—জান্নাতে।

আমাদের ধারণা, নবি-জীবন কেবল নবিজিকে ভালোবাসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তা কিন্তু সত্য নয়। নবিজির জন্য ভালোবাসা তখনই পূর্ণতা পাবে যখন আমরা নিজেদের মধ্যে নবিজির সুন্নাহকে, তার জীবনকে ধারণ করতে পারব। সত্যিকারের মুক্তি তো সে পথে, যে পথে পদচিহ্ন রেখে গিয়েছেন জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষটি।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জীবনে সর্বদা, সর্বাবস্থায় প্রাসঙ্গিক। ভোরে ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমুতে যাওয়া পর্যন্ত—সবখানেই আছে নবিজির বাতলে দেওয়া পদ্ধতি। সুতরাং, নবি-জীবনকে স্রেফ মুখের ভালোবাসায় বন্দী করে ফেললে তা নিরেট বোকামি বৈ কিছু নয়।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনুষঙ্গগুলোতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতোভাবে যে প্রাসঙ্গিক তা তুলে ধরবার একটি প্রয়াসের নাম *নবি-জীবনের গল্প*। আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মাঝে, আমাদের প্রতিদিনকার লেনদেনে, মেলামেশায়, ওঠা-বসায় নবিজি কী দারুণভাবে যে মুখর হয়ে ওঠেন তা এই বইটির মুখ্য আলোচনা। যদিও এটা নবি-জীবনের বিবরণীমূলক কোনো জীবনীগ্রন্থ নয়, তবু এখানে উঠে এসেছে প্রিয় নবিজির জীবনে ঘটে যাওয়া এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ভীষণভাবে অনুপস্থিত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জীবনের খুঁটিনাটি প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের কী করা উচিত, কীরূপ হওয়া উচিত আমাদের প্রতিক্রিয়া—তার চমৎকার একটি চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন জনপ্রিয় লেখক আরিফ আজাদ। গৎবাঁধা ধারায় ঘটনাপ্রবাহগুলোকে বর্ণনার বদলে লেখক আশ্রয় নিয়েছেন গল্পের। লেখক তার নিপুণ গল্পশৈলীর সাথে সেই সময়কার চিত্র এঁকে তাতে মাখিয়ে দিয়েছেন আধুনিকতার রং। ফলে *নবি-জীবনের গল্প* যেমন দলিল হয়ে উঠেছে চৌদ্দ শ' বছর আগের সেই আদিম সময়ের, তেমনিভাবে তা প্রামাণ্যচিত্র হয়ে উঠেছে বর্তমান কালেরও।

পাঠককে লেখার মাঝে মজিয়ে রাখার ব্যাপারে লেখক আরিফ আজাদের মুন্সিয়ানা সুবিদিত। নবি-জীবনের গল্পেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। এখানেও তিনি দুর্বার, দুরন্ত। গল্পের ঢঙে তিনি এঁকে গিয়েছেন এমন এক উপাখ্যান যা পাঠককে দাঁড় করিয়ে দেবে এক ঐশী আয়নার সম্মুখে। সেই ঐশী আয়নার নাম—মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

লেখকের জন্য আমাদের দুআ এবং শুভকামনা। আল্লাহ যেন তার কাজে বারাকাহ দান করেন। তার কলম যেন হয়ে ওঠে আরো গতিময়। বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের শ্রমকেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কবুল করে নিন। আমিন।

প্রকাশক

সমকালীন প্রকাশন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

লেখকের কথা

একটা পবিত্র, শুভ্র আর স্বপ্নময় জীবনের উপাখ্যান হলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী তথা সীরাহ। আমাদের ধারণা—কেবল মসৃণ, সহজ আর সাবলীল জীবন হলেই বুঝি তাকে স্বপ্নময় জীবন বলে। এটা কিন্তু মোটেও সত্য নয়। স্বপ্নময় জীবনের অর্থই হলো হাজারো বাধা, হাজারো প্রতিবন্ধকতা, ঘরের ও বাইরের শত্রুতা-সহ সকল প্রতিকূলতাকে ডিঙিয়ে একটা সফল এবং কর্মময় জীবনের স্বাক্ষর রেখে যাওয়া।

স্বপ্নময়, সফল ও সার্থক জীবনের এই যদি হয় সংজ্ঞা, পৃথিবীর যেকেউ তখন অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোটা জীবনটাই এমনই এক জীবনের অনুপম উদাহরণ। সবিস্ময়ে তিনি সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করেছেন। নিজ হাতে তিনি ঘর সাজিয়েছেন। পরের দুয়ারে ছুটে যেতেও কখনো তিনি ক্লান্তি অনুভব করেননি।

তিনি সম্ভাবনাকে রূপ দিয়েছেন বাস্তবতায়, শত্রুতাকে হয় ভালোবাসা দিয়ে জয় করেছেন, নয়তো মহাবীরের মতো সেটা ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন। তিনি জয় করেছেন হৃদয়, শীতল করেছেন অন্তর, জুড়িয়েছেন চোখ আর ভরিয়েছেন বুক। তিনি অনুপম, অনন্য, অনতিক্রম্য!

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধরণির বুকে এমন এক মানবাত্মা, যাকে রাব্বুল আলামিন বাছাই করেছেন গোটা মানবজাতির জন্য। যিনি বয়ে এনেছেন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দয়াময়ের অশেষ করুণার ফল্গুধারা। যিনি খরস্রোতা নদীতে তুলেছেন তীরভাঙা ঢেউ, মৃত পত্রপল্লবে যিনি এঁকে দিয়েছেন সবুজের আল্পনা। তৃষিত নগরীর বুকে তিনি যেন শ্রাবণের অবিরল বৃষ্টিধারা। অতলান্ত অন্ধকারে তিনি নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল আলোকের সন্ধান।

সীরাতের পরতে পরতে, ইতিহাসের পাতায় পাতায় স্বর্ণাক্ষরে খোদাই করা আছে এই মহামানবের জীবনী। তার শারীরিক গড়ন থেকে শুরু করে জীবন গঠনের দিকনির্দেশনাবলি—সবকিছুই স্বমহিমায় আমাদের সামনে উপস্থিত। কখনো তিনি আমাদের সামনে সফল একজন রাষ্ট্রনায়ক, কখনো বা যুদ্ধের তেজস্বী সেনাপতি! কখনো তিনি অনুপম শিক্ষকের ভূমিকায়, আবার কখনো তিনি হাস্যমুখর এক স্বামী। একই সাথে তিনি আদর্শবান পিতা এবং দরদি বন্ধু। সর্বত্র তার সে কী অবাধ বিচরণ!

আমরা সীরাহ তথা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী অধ্যয়ন করি ঠিকই, কিন্তু তা হতে প্রাপ্ত মর্মার্থকে যাপিত জীবনের অনুষঙ্গ বানাতে কেন জানি নিদারুণভাবে ব্যর্থ হই। আমাদের এই ব্যর্থতার কারণ খুঁজতে গিয়ে মনে হলো—সীরাহগুলোতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনীকে কেবল জীবনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। সেটাকে যদি মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে দেওয়া যেতো, নবি-জীবনের প্রতিটি ঘটনার সাথে, প্রতিটা অনুষঙ্গের সাথে আমাদের ভাবনার জন্য যদি কিছু বরাদ্দ থাকতো, তাহলে সীরাহগুলো থেকে জীবনের পাঠোদ্ধার করা আমাদের জন্য ততোধিক সহজ হয়ে যেতো।

বইয়ের পাতায় নবিজির টুকরো জীবন এবং সেই সাথে আমাদের জন্য দুটো বাড়তি লাইন যেখানে নবি-জীবনের এই ঘটনা, এই অনুষঙ্গ একান্তভাবে আমাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলবে, আমাকে শেখাবে জীবনের ধারাপাত—এমন একটা স্বপ্নকে সামনে রেখেই লিখতে শুরু করেছিলাম নবি-জীবনের গল্প ।

সীরাহ থেকে তুলে আনা টুকরো টুকরো নবি-জীবনের গল্প, সাথে সেই গল্পের ভেতর থেকে কুড়িয়ে আনা আলো এবং সেই আলোতে নিজেকে প্রশ্নবিদ্ধ করা, কখনো ঝালাই করা, আবার কখনো বা উদ্বুদ্ধ করতে করতে এগিয়েছে বইটি।

প্রসঙ্গত, এটা পূর্ণাঙ্গ সীরাহ নয়। সীরাহ থেকে নেওয়া কিছু ঘটনাকে স্রেফ নিজের মতো করে তুলে ধরবার এক দুঃসাহসী প্রয়াস! দুঃসাহসী এ কারণে—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী নিয়ে কাজ করবার জন্য আমি অধম যে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বড়োই অযোগ্য! আল্লাহ যেন আমার এই অযোগ্যতাকে যোগ্যতায় নিয়ে যান এবং আমার ভুলগুলোকে ক্ষমা করে দেন।

বইটি লিখবার পেছনে আমার আরও একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। যারা সীরাহ পড়তে ইচ্ছুক নন কিংবা কখনো কোনো সীরাহ পড়েননি, এই বইটা পড়ে তারা যদি দারুণভাবে উজ্জীবিত হন এবং বইটা যদি তাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাহ পড়া পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়, তাহলেই এই অধমের কাজটা সার্থক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। সীরাহ থেকে জীবনের পাঠোদ্ধারে যদি এই বই কাউকে একটুও সাহায্য করে, তার বিনিময়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন আমাকে নবিজির শাফায়াত নসিব করেন।

মানুষ ভুল করে। আর ভুল করি বলেই আমরা মানুষ। এই বইতে ভুলত্রুটি, বানান অসংগতি এবং তথ্য-বিভ্রাট থেকে যাওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়, যদিও সেসব ব্যাপারে আমার সর্বোচ্চ সতর্কতা ছিলো। এমন ভুলের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বপ্রথম পাঠকের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি এবং যেকোনো প্রকারের সংশোধনী পেলে নিজেকে ধন্য মনে করবো। আল্লাহ যেন আমাদেরকে সরল পথে অবিচল রাখেন, আমিন।

আরিফ আজাদ

arifazad.bd@outlook.com

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সূচিপত্র

এইসব ভালোবাসা মিছে নয় ১৩

ঘরের নবি, পরের নবি ২০

কাবার চাবি ৩১

সংসারের স্বরলিপি ৪৩

তার জন্যেও দুআ ৪৮

আপসহীন ৫২

মানুষের জন্য ভালোবাসা ৫৭

নিজের খাবার বিলিয়ে দেবো ৬৪

ইকরিমার জন্যে ৬৮

সম্ভাবনার খোঁজে ৭২

স্বীকৃতির আনন্দে ৭৮

যা কিছু আছে, সবই... ৮১

সংশোধনের সারকথা ৮৭

বিপর্যয়ের দিনে ৯২

ভৃত্যের সাথে আলাপন ৯৯

তিনি এক অনুপম স্বামী ১০৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শোকের সাগরে দাঁড়িয়ে ১০৭
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই ১১০
অপমানের জবাবে ১১৮
শুভ্র আলোর প্রথম প্রহর ১২৬
ফাতিমার জন্যে ভালোবাসা ১৩৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এইসব ভালোবাসা মিছে নয়

সেই চৌদ্দ শ' বছর আগেকার সময়। চারপাশে বংশ, গোষ্ঠী আর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। যার বংশ যতো সমৃদ্ধ, যতো মর্যাদাসম্পন্ন, নেতৃত্ব আর অহংকারের বড়াই তার ততো বেশি। বংশমর্যাদার প্রতাপ আর ক্ষমতার জোর সেখানে এতো বেশি প্রগাঢ় ছিলো যে, নীচু বংশের কিংবা অপ্রসিদ্ধ বংশের কারো সাথে সেই সময়ে সম্পর্ক পাতানোটা ছিলো রীতিমতো মানহানিকর ব্যাপার! এমন একটা সময়ে, এমন একটা সমাজে যদি কারো বংশের নাম-নিশানাও না পাওয়া যায়? যদি না-ই জানা যায় সে কোন বংশের, কিংবা অজ্ঞাত থেকে যায় তার বংশ পরম্পরা—তার ব্যাপারে সমাজের চাহনি আর আচরণ তখন কেমন হবে, তা কি অনুমেয় নয়?

হ্যাঁ, এমন একজন সাহাবি হলেন জুলাইবিব রাযিয়াল্লাহু আনহু। অন্য অনেক সাহাবির মতন তিনি খুব বেশি আলোচিত নন। জুলাইবিব শব্দের অর্থ হলো—যিনি বেশ খাটো।[১] তার শারীরিক গড়ন স্বাভাবিকের তুলনায় খাটো হওয়াতে তার নামই হয়ে যায় জুলাইবিব। কেবল খাটোই নন, তার গায়ের রং ছিলো কুচকুচে কালো। একে তো বংশ পরম্পরা অজানা, তার ওপর আবার খাটো আর কালচে গাত্রবর্ণ।

---

[১] جليبيب (জুলাইবিব) শব্দটি جلباب (জিলবাব)-এর তাসগির। جلباب অর্থ—কামিজ, ওড়না, বোরকা, বড়ো চাদর ইত্যাদি। (*আল-কামুসুল মুহিত* : পৃষ্ঠা : ৮৮) সুতরাং جليبيب শব্দটির অর্থ দাঁড়াবে—ছোটো কামিজ, ছোটো ওড়না, ছোটো বোরকা বা ছোটো চাদর। বইটিতে জুলাইবিবের অর্থ রাখা হয়েছে, যিনি বেশ খাটো। তবে এ অর্থটি আভিধানিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এখানে ভাবার্থ হিসেবে বলা যেতে পারে, ছোটো পোশাক।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সব মিলিয়ে ওই সমাজের সাধারণ লোকদের কাছে তিনি যে অবহেলিত আর উপেক্ষিত থাকবেন, তা বলাই বাহুল্য।

বিয়ের ব্যাপারে জুলাইবিব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কেউই পছন্দ করতো না। বংশমর্যাদা নেই, কালচে গায়ের রং, কৃশকায় শরীর, এমন একজন লোকের সাথে ওই সমাজে কেউ মেয়ে বিয়ে দেবে, তা কি কল্পনা করা যায়? কিন্তু জুলাইবিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর যে বড্ড সংসার পাতানোর শখ। একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর, একটা ছোট্ট সংসার, তাতে আলো করে আসবে একঝাঁক তারকা। সেই তারাদের ঝিকিমিকি আলোয়, সেই পাখিদের কিচিরমিচির কলরবে ভরে উঠবে উঠোন—এমন স্বপ্ন কে না দেখে দুনিয়ায়? জুলাইবিব রাযিয়াল্লাহু আনহুও দেখেছিলেন। কিন্তু সমাজ যে বড্ড নিষ্ঠুর! এখানে হৃদয়ের পবিত্রতার চেয়ে বাহ্যিক সৌন্দর্য আর মনুষ্যত্বের চেয়ে বড়ো করে দেখা হয় বংশমর্যাদা।

একদিন, এক প্রশস্ত বিকেলে, খুব মন খারাপ করে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন জুলাইবিব রাযিয়াল্লাহু আনহু। এই একটা মানুষের কাছে এসেই তিনি শান্তি পান। দুদণ্ড সুখ-দুঃখের কথা বলতে পারেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত এই তল্লাটে জুলাইবিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর আর কোনো বন্ধু নেই। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে বসে, ওই আদিগন্ত নীল আকাশের দিকে অপলক তাকিয়ে রইলেন তিনি।

নবিজি আঁচ করতে পারলেন জুলাইবিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর মর্মযাতনা। অন্তরের গহিনে সংসার পাতানোর যে অদম্য ইচ্ছে তার, সেই ইচ্ছে থেকেই যে এমন হাহাকার করা প্রশ্নের আবির্ভাব, তা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধরে ফেললেন। তিনি বললেন, 'জুলাইবিব, আমি কি তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করবো?'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিয়ের ব্যবস্থা করবেন জুলাইবিবের! যার ধুলো লেগে ধন্য হয়েছে গোটা ধরণি, যাকে রাব্বুল আলামিন বাছাই করেছেন জগতের রহমত হিশেবে, যার অঙ্গুলি হেলনে দু-টুকরো হয়ে যায় দূর আকাশের চাঁদ, সেই মানুষটা জুলাইবিবের বিয়ের বন্দোবস্ত করবেন, এটা কি স্বপ্নেরও অতীত নয়? জুলাইবিব, যাকে সমাজের মানুষ পছন্দ করে না, যার নেই কোনো বংশীয় মর্যাদা কিংবা ক্ষমতার উৎস, ঠিক তার জন্যে নিজেকে অন্যের দুয়ারে নিয়ে যাবেন স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তা কি ঘোর লাগা মধুর কোনো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

স্বপ্নের চাইতেও বেশি কিছু নয়? কিন্তু ইনি যে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সর্বশ্রেষ্ঠ নবি হয়ে এসেও যিনি মিশে যান মাটির সাথে। সবচাইতে সম্ভ্রান্ত বংশের হয়েও যার কাছে বংশমর্যাদার কানাকড়ি মূল্য নেই।

নবিজির কথা শুনে আনন্দে নেচে উঠলো জুলাইবিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর মন। এরচেয়ে স্বস্তিদায়ক কোনো কথা জুলাইবিব রাযিয়াল্লাহু আনহু কি এর আগে কখনো শুনেছিলেন? এরচেয়ে তৃপ্তিদায়ক কোনো আশার আলো কখনো কি তার সামনে প্রতিভাত হয়েছিলো? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকলেন জুলাইবিব রাযিয়াল্লাহু আনহু। তার চোখেমুখে মুগ্ধতার অপার বিস্ময়!

ঠিক ঠিক নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুলাইবিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিয়ের তোড়জোড় আরম্ভ করলেন। এক আনসারি সাহাবিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি তোমার কন্যাকে বিয়ে দিতে চাও?'

জগতের সবচাইতে সেরা মানুষটা জানতে চাইছেন তার মেয়ের বিয়ের কথা, আনসারি সাহাবি তো আনন্দে আত্মহারা! তিনি ভাবলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিজের জন্যই প্রস্তাব রেখেছেন। আর এমন একটা প্রস্তাব ফিরিয়ে দেবে, এত বড়ো দুর্ভাগা তিনি নন। আনন্দের আতিশয্যে উৎফুল্ল হয়ে আনসারি সাহাবি বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার কাছে কন্যা বিয়ে দিতে পারবো, এর চাইতে মহাসৌভাগ্যের ব্যাপার আমার জন্য আর কী হতে পারে?'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'না, আমি আমার জন্যে বলিনি।'

একটু থতমত খেলেন যেন আনসারি সাহাবি। বললেন, 'তাহলে, ইয়া রাসুলাল্লাহ?'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'জুলাইবিবের জন্য।'

জুলাইবিব! তাকে কে না চেনে? দেখতে অসুন্দর, কৃশকায় শরীর, বংশমর্যাদাহীন এই মানুষটাকে চেনে না, এমন মানুষ এই তল্লাটে দেখা মেলা ভার! তার কিছুই নেই। এই কিছু না থাকাটাই যেন সবার কাছে তাকে অধিক পরিচিত করে তুলেছে। সেই জুলাইবিবের জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মেয়ের প্রস্তাব রাখলেন? কিন্তু ইনি যে স্বয়ং আল্লাহর রাসুল! তার মুখের ওপর 'না' বলে প্রত্যাখ্যান করবে, এমনটা তো চিন্তাও করা যায় না। আনসারি সাহাবি বললেন,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আমার স্ত্রীর সাথে একটু পরামর্শ করতে চাই। আপনি আমাকে দয়া করে একটু সময় দিন।'

স্ত্রীর কাছে এসে আনসারি সাহাবি বললেন, 'শুনছো, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কন্যাকে বিয়ের জন্য চাইছেন।'

এই কথা শুনে আনসারি সাহাবির স্ত্রীর চেহারা ঝলমল করে উঠলো! এ যেন মেঘ না চাইতেই অবিরাম ধারার বর্ষণ! খুশিতে যেন তার চোখ দিয়ে পানি এসে যায়! বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! এটা তো ভারি আনন্দের সংবাদ! নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কন্যাকে বিয়ে করবেন, এ তো মহাখুশির ব্যাপার।'

আনসারি সাহাবি বললেন, 'না, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জন্য প্রস্তাব করেননি।'

'তাহলে?'

'তিনি জুলাইবিবের জন্য চেয়েছেন আমাদের কন্যাকে।'

মুহূর্তে যেন আকাশ ভেঙে পড়ে কন্যার মায়ের মাথায়! এটা কীভাবে সম্ভব? জুলাইবিব, যার কোনো বংশমর্যাদা নেই, যে দেখতে অসুন্দর, কৃশকায়, এমন লোকের কাছে কীভাবে কন্যা বিয়ে দেওয়া যায়? ভদ্রমহিলা তার অভিমত ব্যক্ত করে বললেন, 'নবিজিকে বলুন, জুলাইবিবের কাছে আমরা আমাদের কন্যাকে বিয়ে দিতে পারবো না।'

স্ত্রীর অভিমত শুনে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্যে ঘরের বাইরে পা বাড়ালেন আনসারি সাহাবি। হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে একটি কোমল অথচ দৃঢ় কণ্ঠস্বর ভেসে এলো বাতাসে।

'আব্বা।'

থমকে দাঁড়ালেন আনসারি সাহাবি। এই ডাক তার চেনা, এই কণ্ঠ তার অতি পরিচিত। তার কন্যা, যার জন্যে বিবাহের পয়গাম পাঠিয়েছেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, এ যে তারই গলা। তিনি জবাবে বললেন, 'বলো, আমার কন্যা।'

মেয়েটি বিনীত গলায় বললো, 'আমার বিয়ের ব্যাপারেই কি কথা হচ্ছিলো?'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

'হ্যাঁ।'

'কোথাকার প্রস্তাব?'

'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠিয়েছেন। তিনি তোমাকে জুলাইবিবের জন্য প্রস্তাব করেছেন।'

বিস্ময়ের সাথে মেয়েটি বলে উঠলো, 'সুবহানাল্লাহ। আপনাদের কী মত এতে?'

'তোমার আম্মা রাজি হননি। জুলাইবিবের সাথে তোমার আম্মা তোমাকে বিয়ে দিতে কিছুতেই ইচ্ছুক নন। এই সংবাদ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেওয়ার জন্যই আমি তার কাছে যাচ্ছি।'

মেয়েটি বললো, 'আব্বা, কার প্রস্তাব আপনারা ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছেন, সে ব্যাপারে আপনাদের কোনো ধারণা আছে? আল্লাহর রাসুলের পাঠানো প্রস্তাবকে আপনারা অপছন্দ করছেন কীভাবে? আপনারা কি কুরআনের এই আয়াত শোনেননি, যেখানে বলা হচ্ছে, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো বিষয়ের ফয়সালা দিলে, কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর জন্য সে বিষয়ে তাদের কোনো (ভিন্ন সিদ্ধান্তের) ইখতিয়ার সংগত নয়। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্য হয়, সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হয়।'[১]

আব্বা, নবিজির পাঠানো প্রস্তাবের ব্যাপারে আমার কোনোই দ্বিমত নেই। তিনি নিশ্চয় আমার জন্য অকল্যাণকর কোনোকিছু চাইবেন না। আমি সন্তুষ্ট চিত্তে এই প্রস্তাবে রাজি আছি। আপনি দয়া করে আমাকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে চলুন এবং তাকে বলুন তিনি যেন আমার বিয়ের ব্যবস্থা করেন।'

এই মহীয়সী নারী, যার সাহস, সততা আর সত্যিকার আল্লাহ ভীতির কাছে সেদিন পরাজিত হয়েছিলো বংশমর্যাদার গৌরব। যার দৃঢ়তার কাছে ভেঙে পড়েছিলো বাহ্যিক সৌন্দর্যের দেয়াল। দুরন্ত সাহসের এই রমণীর সাথেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুলাইবিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিয়ে দেন।

---

[১] সুরা আহযাব, আয়াত : ৩৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

একটা সংসার পাতানোর যে অদম্য অথচ অসম্ভব স্বপ্ন বুকে লালন করেছিলেন জুলাইবিব রাযিয়াল্লাহু আনহু, সেই স্বপ্নটাকে পূর্ণমাত্রা দিতে সর্বাগ্রে এগিয়ে এসেছিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। জাতপাত নেই বলে যাকে ব্রাত্য করে রাখা হয়েছিলো পুরো সমাজে, তার সাথে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কী অটুট দোস্তি! দেখতে অসুন্দর আর কৃশকায় বলে সকলের কাছে যে লোকটা উপেক্ষিত, তার সাথে নবিজির কী সুন্দর মাখামাখি! এই না হলে তিনি রাহমাতুল্লিল আলামিন! মাটি আর মানুষের সাথে একাকার হয়ে যাওয়ার এই যে অনন্য ক্ষমতা—এটাই কি সবার চেয়ে তাকে আলাদা করে মেলে ধরেনি?

বিয়ে হলো। সংসার হলো। এরপর একদিন ডাক এলো জিহাদের। শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মুখ লড়াই। যুদ্ধের জন্য রণসাজে সজ্জিত মুসলিম বাহিনী। প্রস্তুত জুলাইবিব রাযিয়াল্লাহু আনহুও। ময়দানে, নির্ধারিত সময়েই শুরু হলো শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখি যুদ্ধ। মরছে শত্রু, শাহাদাতের অমিয় পেয়ালা পান করছে মুসলিম যোদ্ধারাও। একপর্যায়ে অবসান হলো সবকিছুর। স্থবিরতার ছায়া নেমে এলো রণাঙ্গনে।

এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে শত্রুপক্ষ আর মুসলিম বাহিনীর অনেকের লাশ। নিজ নিজ আপনজন, আত্মীয়-স্বজনদের খুঁজে নিচ্ছে অনেকেই। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমরা কাকে কাকে হারিয়েছো?'

তারা বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা অমুক অমুককে হারিয়েছি।'

তিনি আরেকদল সাহাবির উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমরা কাকে কাকে হারিয়েছো?'

তারা বললেন, 'আমরা অমুক অমুককে হারিয়েছি, ইয়া রাসুলাল্লাহ।'

তখন বিষণ্ণ চেহারায় নবিজি বললেন, 'আমি হারিয়েছি আমার জুলাইবিবকে।'

চারদিকে খোঁজা শুরু হলো। কোথায় আছে জুলাইবিব? খুঁজতে খুঁজতে একটা কূপের কাছে পাওয়া গেলো জুলাইবিবের দেহ। শাহাদাতের পেয়ালা পান করে, অনন্ত জীবনের পানে উড়াল দিয়েছেন এই মহান সাহাবি। অশ্রুভরা নয়নে নবিজি সাল্লাল্লাহু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুলাইবিবের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নিশ্চয় আমি জুলাইবিবের জন্য, আর জুলাইবিব আমার জন্য।'

নবিজি তার লাশটি নিজের কাঁধে উঠিয়ে নিলেন। এরপর তাকে নিজ হাতে শুইয়ে দিলেন কবরে।[১]

বংশমর্যাদা নেই, কৃষ্ণকায় গাত্রবর্ণ আর কৃশকায় দেহের জন্য যে জুলাইবিব সমাজের সর্বত্র অবহেলিত আর উপেক্ষিত হয়ে ছিলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার কী অপার মর্যাদা! যার কথা শুনলে সকলে ভ্রুকুঞ্চিত করতো, তার জন্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুকের ভেতর থেকে উজাড় করে দিয়েছেন কী অসামান্য ভালোবাসা! এই যে নিরেট বাস্তব আর স্বার্থহীন ভালোবাসা—এই ভালোবাসা তো এমন মহামানবের হৃদয়ের গহিন থেকেই উৎসারিত হওয়া সম্ভব। জানি, এইসব ভালোবাসা মিছে নয়।

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ২৪৭২; *মুসনাদু আহমাদ* : ১২৩৯৩, ১৯৭৮৪, ১৯৮১০; *সিফাতুস সাফওয়া*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৮২-২৮৩; *আল-ইসতিআব*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৭২-২৭৩, জীবনী নং : ৩৫৮; *উসদুল গাবাহ*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৫৫০, জীবনী নং : ৭৭২; *আল-ইসাবাহ*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৬০০-৬০১, জীবনী নং : ১১৮২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ঘরের নবি, পরের নবি

মক্কা বিজয়ের আগের ঘটনা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার চৌদ্দশত সাহাবি-সমেত মদিনা থেকে উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওনা করলেন। অনেকদিন পর নবিজি একেবারে সদলবলে নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে যাচ্ছেন। অনেক বছর পরে মক্কার তৃষিত জনপদ আবার পেতে যাচ্ছে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদধূলি। শুধু নবিজিই নন, অনেক সাহাবি, যারা একদিন তিরস্কৃত হয়েছিলেন নিজেদের জনপদে, প্রবল পরাক্রমে যাদেরকে উৎখাত করা হয়েছিলো, যারা একদিন পেছনে রেখে এসেছিলেন আত্মার সকল সম্পর্ক, ছিন্ন করেছিলেন বংশীয় সকল বন্ধন—তারাও আজ ফিরে যাচ্ছেন তাদের পিতৃভূমিতে। আল্লাহর পবিত্র ঘর তাওয়াফের সুযোগ এবং জন্মভূমির জন্য নাড়ির অপার্থিব টান—দুটোর সম্মিলিত আনন্দে যেন মাতোয়ারা সকলের মন।

সবকিছু ঠিকঠাকমতোই এগুচ্ছিলো। কিন্তু মাঝপথে বাদ সাধলো মক্কার কাফিরেরা। তারা ভাবলো—মুহাম্মাদ যদি কোনোভাবে একবার মক্কায় ঢুকে পড়ে, তাহলে তাকে নতুন করে উচ্ছেদ করা হয়তো আর কখনোই সম্ভব হবে না। সেখানে হয়তো তার সঙ্গীসাথীদের নিয়ে গড়ে তুলবেন নতুন কোনো সৈন্যবাহিনী যা দ্বারা তিনি মক্কা দখল করে ছাড়বেন।

এহেন শঙ্কা থেকে মক্কার কাফিরেরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবিদের দলটাকে মক্কায় ঢুকতে না দেওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করলো। তারা মাঝপথে মুসলিমদের পথ অবরোধ করে বসলো এবং তাদের পক্ষ থেকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জানানো হলো যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তারা কোনোভাবেই মক্কায় ঢুকতে দেবে না। এর জন্য যা করতে হয় করবে।

সাহাবিদের নিয়ে নবিজি তখন হুদাইবিয়া নামক মরুভূমির একটি উপকণ্ঠে অবস্থান করছিলেন। মক্কার কাফিরদের পক্ষ থেকে বাধাগ্রস্ত হয়ে তিনি সেখানেই আপাতত যাত্রা বিরতি টানলেন। তাঁবু টেনে নিলেন সকলের বিশ্রামের জন্য।

সাহাবিদের মধ্য থেকে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় পাঠানোর জন্য মনস্থির করলেন। শত্রু শিবিরে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো এই—মক্কায় যেসকল সম্ভ্রান্ত বংশ রয়েছে, উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু তেমন একটা বংশের প্রতিনিধি। তার ওপর উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাবসায়িক সম্পর্ক এবং অন্য অনেক কারণে মক্কার লোকেরা তখনও তাকে সম্মানের চোখে দেখতো। এমন বিপদসংকুল শত্রুর ডেরায় পা রাখার জন্যে তাই উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর চাইতে উপযুক্ত কেউ তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে ছিলো না।

উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য করে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'উসমান, কুরাইশদের বলবে যে, তাদের সাথে কোনো ধরনের যুদ্ধ করার অভিপ্রায় নিয়ে আমরা আসিনি। আল্লাহর ঘর তাওয়াফই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাওয়াফ শেষ করেই আমরা পুনরায় মদিনায় ফিরে যাবো।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পেয়ে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

দিনের পর দিন পার হয়, কিন্তু ভালোমন্দ কোনো সংবাদ-সমেত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর আর ফিরে আসা হয় না। অপেক্ষার প্রহর দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। সবাই উন্মুখ হয়ে তার জন্য পথ চেয়ে বসে থাকে। উসমান ফিরবেন এবং সাথে বহন করবেন একটা সুসংবাদ। মুসলিমদের উমরা করতে দেওয়ার ব্যাপারে মক্কার মুশরিকদের দ্বিমত নেই কোনো—এমন একটা আনন্দ-সংবাদের জন্য অপেক্ষায় সকলে।

কিন্তু একদিন মুসলিম শিবিরে একটা খবর চাউর হলো জোরেশোরে—উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কুরাইশরা হত্যা করেছে। খবরটা শুনে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসম্ভব রেগে গেলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সাল্লামের প্রিয়তম সাহাবিকে কুরাইশরা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে—এই সংবাদ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করে দিলো। তিনি এ অন্যায় হত্যার কঠিন বদলা নেওয়ার সংকল্প করলেন। গর্জে উঠলেন তিনি এবং সকল সাহাবিকে একত্র করে বললেন, 'উসমানকে অন্যায়ভাবে হত্যার যথাযথ বদলা নেওয়া হবে। যুদ্ধের মাধ্যমে একটা বিহিত না করে আমরা ময়দান ছাড়ছি না।'

সাথে কোনো যুদ্ধাস্ত্র নেই, কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহ্বানে মুসলিম শিবিরের সকলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তারা একে একে বাইয়াত গ্রহণ করতে লাগলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে। আসন্ন যুদ্ধের ফায়সালা যা-ই হোক, তাদের প্রিয়তম সাথীকে হত্যা করে যে ধৃষ্টতা মক্কার মুশরিকেরা দেখিয়েছে, তার উপযুক্ত জবাব না দিলে তারা শান্তি পাবে না।

বাইয়াত-পর্ব একেবারে শেষ পর্যায়ে, হঠাৎ সকলে লক্ষ করলো, অদূরে ঘোড়ায় আরোহণ করা একটা ছায়ামূর্তি ক্রমশই দৃশ্যমান হচ্ছে। সকলের সনির্বন্ধ নজর তখন ওই আগন্তুকের দিকেই নিবদ্ধ। ছায়ামূর্তি যতো নিকটবর্তী হচ্ছে, উত্তেজনা যেন ততোই বাড়তে লাগলো মুসলিম শিবিরে। আস্তে আস্তে ছায়ামূর্তিটা মুসলিমদের তাঁবুর একেবারে নিকটে চলে এলে সকলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো! এ যে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু! কী আশ্চর্য, যার হত্যার প্রতিশোধ নিতে মুসলিমরা প্রায় বেরিয়েই পড়েছিলো, সেই মানুষটা জলজ্যান্ত এখন তাদের সম্মুখে উপবিষ্ট! তবে কি একটা গুজবের ধোঁকায় পড়তে যাচ্ছিলো মুসলিম বাহিনী?

সে যা-হোক, উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর বেঁচে ফিরে আসাটা মুসলিম শিবিরে খুশির বন্যা বইয়ে দিলো। যাকে হারানোর ব্যথায় তারা কাতর হয়ে পড়েছিলো, তার অপ্রত্যাশিত আগমনে তাই তারা যারপরনাই আনন্দিত।

কিন্তু কুরাইশদের কাছ থেকে কোনো ভালো সংবাদ বহন করে আনেননি উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি জানালেন, কুরাইশেরা তাদের দাবিতে একাট্টা। অহংকারের দর্প চূর্ণ করে তারা কোনোভাবেই মুসলিমদের উমরা করার জন্য মক্কায় ঢুকতে দিতে রাজি নয়। দরকারে তারা যুদ্ধেও জড়াবে।

বিনা বাধায় তারা মুসলিমদের মক্কায় যখন প্রবেশ করতেই দেবে না, সম্মুখ সমরে জড়ানো ছাড়া তখন আর উপায় কী? যুদ্ধের প্রস্তুতি থেকে সরে এলেন না নবিজি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। রণসাজে সজ্জিত সকল সাহাবিকে তিনি আসন্ন যুদ্ধের ব্যাপারে আরও উদ্দীপ্ত করে তুলতে লাগলেন। এবার যুদ্ধই হবে শান্তির সমাধান।

মুসলিমরা যুদ্ধ-প্রস্তুতি থেকে বিরত হয়নি, বরং সদলবলে মক্কা আক্রমণের জন্য এগুচ্ছে—এমন সংবাদে মাথায় যেন বাজ পড়লো মক্কার মুশরিকদের। তারা ধারণা করেছিলো গোঁ ধরে মুসলিমদের যাত্রা ঠেকিয়ে দেওয়া যাবে। নিজেদের জায়গায় অবিচল থাকলেই বুঝি পিছু হটবে মুহাম্মাদের বাহিনী। কিন্তু ঘটনা যখন হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়ালো, মুসলিমরা যখন বিপুল বিক্রমে মক্কা আক্রমণের বাসনা নিয়ে আগাতে প্রস্তুত—মুশরিক শিবিরে তখন হানা দিয়েছে ভয়ের দারুণ বিভীষিকা! মুসলিম শিবিরে যখন বেজে উঠলো যুদ্ধের দামামা, তখন ভীত-শঙ্কিত হয়ে পড়লো মক্কার হর্তাকর্তারা। পূর্ব-অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়—যুদ্ধের ময়দানে মুসলিমেরা যে কতোটা নির্ভীক আর দুঃসাহসী, তা কুরাইশদের চাইতে ভালো আর কেউ জানে না। সুতরাং, যেকোনো প্রকারেই হোক, আসন্ন যুদ্ধটাকে থামাতে হবে।

যুদ্ধ থামানোর এখন একটাই পন্থা—মুসলিমদের সাথে একটা সমঝোতা চুক্তিতে চলে যাওয়া। কুরাইশেরা সে পথেই অগ্রসর হলো। তাদের পক্ষ থেকে একজন দূত নিযুক্ত করে তাকে পাঠানো হলো মুসলিমদের কাছে। সেবার কুরাইশেরা যে সন্ধিচুক্তি তৈরি করেছিলো, সেই সন্ধিচুক্তিতে তারা খুব স্পষ্ট করেই লিখেছিলো, মুসলিমরা এ বছর কোনো অবস্থাতেই উমরা করার জন্য মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। তারা যেখানে অবস্থান করছে সেখান থেকে সদলবলে তাদেরকে মদিনায় ফেরত যেতে হবে। তবে হ্যাঁ, আগামী বছর মুসলিমরা উমরা করার জন্যে মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে। তখন তাদেরকে কুরাইশদের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার বাধা দেওয়া হবে না।

কুরাইশদের এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি ভাবলেন—যেহেতু যুদ্ধ করার জন্য প্রকৃতভাবে মুসলিমরা এখানে আসেনি, তাই এই মুহূর্তে যুদ্ধ না করে ফিরে যাওয়াটাই হবে অধিকতর কল্যাণের। কারণ, ব্যক্তিগত সুরক্ষার তাগিদে কোষবদ্ধ কিছু তলোয়ার ছাড়া যুদ্ধ করার মতো আর কোনো অস্ত্রই তাদের হাতে মজুদ নেই। একে তো অস্ত্র সংকট, দ্বিতীয়ত যুদ্ধপ্রস্তুতি বলতে ঠিক যা বোঝায়, তার শূন্যতা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঠিক করলেন যুদ্ধ না করে তিনি বরং ফিরেই যাবেন। তিনি আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুকে একটা সন্ধিপত্র তৈরির আদেশ দিলেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সন্ধিপত্র তৈরির কাজে লেগে গেলেন আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু। একেবারে শুরুতেই তিনি লিখলেন, 'আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরফ থেকে কুরাইশদের প্রতি...।'

'আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরফ থেকে কুরাইশদের প্রতি'—এমন স্বীকৃতি মেনে নেওয়া কুরাইশদের পক্ষে আদৌ কি সম্ভব? মুশরিকেরা প্রাণ থাকতে এই স্বীকৃতি মানতে নারাজ। তারা মানলোও না। কুরাইশ-শিবির থেকে আপত্তি এলো। তারা বললো, 'আমরা তো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবি বলে স্বীকার করি না। যেখানে তাকে আমরা নবি হিশেবেই মানি না, সেখানে চুক্তিতে তাকে নবি হিশেবে স্বীকৃতি দেওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।'

কুরাইশদের দ্বিমতকে আমলে নিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সন্ধিনামাটা এই মুহূর্তে তার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই, নবি হিশেবে স্বীকৃতি দেওয়া না-দেওয়ার দোহাই দিয়ে কুরাইশরা এই সন্ধিনামা থেকে দূরে সরে যাক—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা চাননি।

তিনি আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে বললেন, আলি, যেখানে 'আল্লাহর রাসুল' শব্দ দুটি, সেগুলো কেটে দাও। সেখানে লেখো, 'আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদের তরফ থেকে...।'

'আল্লাহর রাসুল' শব্দদ্বয় সন্ধিনামার কাগজ থেকে মুছে দেবেন—এমন ধৃষ্টতা কীভাবে করবেন আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু? হৃদয়ের প্রতিটা বন্দরে যার স্বীকৃতি টানানো, শরীরের শিরা-উপশিরায় যিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসুল হিশেবে প্রতিষ্ঠিত, সেই মানুষটার স্বীকৃতি নিজ হাতে কাগজ থেকে মুছে দেওয়ার দুঃসাহস কি আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু করতে পারেন?

না, তিনি পারেননি। প্রাণ থাকতে এই কাজ তাকে দিয়ে হবে না। সম্ভবত এই প্রথম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো আদেশের বিপরীতে তাকে 'না' বলতে হচ্ছে। ভীষণ বিষণ্ণ চেহারা নিয়ে তিনি বিনীত গলায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, 'আমাকে ক্ষমা করুন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি আল্লাহর রাসুল—এটা হৃদয়ের সবটুকু দিয়ে বিশ্বাস করি এবং আমৃত্যু তা-ই করবো। যে মর্যাদা আপনাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দান করেছেন, সেই মর্যাদার স্বীকৃতি আলি হাত দিয়ে কর্তন করবে—এমন ধৃষ্টতা দেখাতে আমাকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অনুরোধ করবেন না।'

আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুর ভালোবাসা আর বিশ্বাসের শক্তিটুকু অনুধাবন করতে পারলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'এই শব্দগুলো কোথায় লেখা আছে আমাকে একটু দেখাও। আমি নিজ হাতে তা মুছে দিচ্ছি।'

যেহেতু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লেখা পড়তে জানতেন না, সুতরাং সন্ধিনামা থেকে নিজের নাম মুছতে হলে কেউ একজনকে তা দেখিয়ে দিতে হবে। আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শব্দদ্বয় দেখিয়ে দিলে তিনি নিজ হাতে তা মুছে দেন।

সেদিন মুসলিম এবং কুরাইশদের মাঝে স্বাক্ষরিত হলো ঐতিহাসিক হুদাইবিয়ার সন্ধি।

চুক্তির কাজ সম্পন্ন হলো। চুক্তির শর্ত মোতাবেক মুসলিমদের এবার ঘরে ফিরতে হবে। তারা এ বছর উমরা করতে পারবে না। অনেক বছর পরে নিজেদের মাতৃভূমি, আল্লাহর ঘর তাওয়াফের একেবারে কাছাকাছি এসেও বিফল মনোরথে ফিরে যেতে হচ্ছে—এই বেদনা অনেক সাহাবিকে আহত করলো। এই স্বপ্নটাকে ঘিরে তাদের কতো জল্পনা-কল্পনা ছিলো! কতো সাধ আর অভিলাষ ছিলো! লাব্বাইক শব্দে কাবা প্রাঙ্গণ মুখরিত করার লালিত স্বপ্নকে আরও প্রলম্বিত হতে দেখে স্বাভাবিকভাবেই তাদের সকলের মন খারাপ।

যদিও নবিজি সকলের মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন, কিন্তু আপাতত ফিরে যাওয়া ছাড়া ভিন্ন কোনো পথ যে সামনে খোলা নেই তার। হয়তো সাময়িক বেদনায় আহত হৃদয়, কিন্তু ভবিষ্যতের বড়ো অর্জনের জন্য এই বেদনাকে আকণ্ঠ পান করা ব্যতীত উপায় কী? কাবার উপকণ্ঠে এসে কাবা তাওয়াফ করতে না পারার বেদনা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও কী কম!

সবাইকে উদ্দেশ্য করে নবিজি বললেন, 'সন্ধির শর্ত অনুযায়ী আমরা এ বছর উমরা করতে পারবো না। আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে মদিনায়। যদিও উমরা না সেরেই আমরা ফেরত যাচ্ছি, তারপরও আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসা কুরবানির পশু জবাই থেকে শুরু করে উমরার যাবতীয় করণীয় আমরা এখানেই, এই হুদাইবিয়ার প্রান্তরে সম্পন্ন করে যাবো।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উমরার যাবতীয় করণীয় বলতে পশু কুরবানি দেওয়া আর নিজেদের মাথার চুল কামিয়ে ফেলা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের আহ্বান করলেন যেন সবাই সাথে করে আনা নিজ নিজ পশু জবাই দিয়ে দেয় এবং নিজেদের চুল কামিয়ে ফেলে।

তবে, ঘটনার আকস্মিকতায় সাহাবিরা সেদিন এতোটাই বিমূঢ় আর বেদনাহত ছিলেন যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহ্বানে ত্বরিত সাড়া দিতে তারা ব্যর্থ হলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার, দুইবার করে বেশ কয়েকবার তাদের বললেন পশু কুরবানি এবং চুল কামাতে, কিন্তু মুসলিম শিবিরে তা পালনের তেমন কোনো আগ্রহ পরিলক্ষিত হলো না।

সেই সফরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহাও কাফেলার সাথী ছিলেন। সাহাবিদের বিমূঢ় বিহ্বল অবস্থা বুঝতে পেরে নবিজি নিজের তাঁবুতে ফিরে ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলেন স্ত্রী উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে। সাহাবিরা যে অধিক মনঃকষ্টে তার আদেশ মানতে পারছে না, তাও জানালেন। সাহাবিদের এমন অদ্ভুত আচরণে নবিজি নিজেও খানিকটা বিস্মিত! তিনি বুঝতেই পারছিলেন না, এমন পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দেবেন।

তিনি উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, 'কী করা যায় বলো তো?'

উম্মু সালামা বললেন, 'একটা কাজ করা যেতে পারে। পশু কুরবানি কিংবা চুল কামাইয়ের ব্যাপারে তাদের আর কোনোকিছুই বলার দরকার নেই। আপনি বরং নিজের পশুটাকে কুরবানি দিন এবং মাথাটাও কামিয়ে ফেলুন। আমার মনে হচ্ছে—আপনাকে কাজ দুটো করতে দেখলে সাহাবিরাও সদলবলে সেগুলো করতে উদ্বুদ্ধ হবে এবং তারা উৎসাহের সাথেই সেগুলো করবে।'

উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহার পরামর্শটা বেশ মনে ধরলো নবিজির। তিনি স্ত্রীর কথামতো তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলেন। কাউকে আর কোনোকিছু না বলে নিজের পশুটাকে নিজেই কুরবানি দিয়ে দিলেন এবং চুল কামাতে বসে গেলেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পশু কুরবানি এবং নিজের মাথা কামাতে দেখে যেন সম্বিৎ ফিরে পেলো সাহাবিরা। কী একটা ঘোরের মধ্যেই যেন তারা ডুবে ছিলো এতোক্ষণ! ঠিক কী কারণে যে সাধারণ চিন্তার বিরুদ্ধে গিয়ে তারা ক্ষণিকের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ পালনে অনীহা দেখালো তা তারা নিজেরাও জানে না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু করবার আদেশ দেবেন আর তা করা হবে না, তাকে কোনোকিছু করতে দেখবেন কিন্তু নিজেরা তা করবেন না—এমনটা তো তাদের কল্পনারও অতীত!

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখাদেখি, মুসলিম শিবিরের সকলে হুড়মুড় করে নিজেদের পশুগুলোকে কুরবানি দিয়ে দিলো এবং নিজেদের মাথা কামাতেও লেগে গেলো। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, সেদিন মাথা কামাতে গিয়ে অনেক সাহাবি মাথায় ক্ষুর পর্যন্ত লাগিয়ে দেয়।[১]

নবি-জীবনের এই ঘটনা থেকে মোটাদাগে তিনটে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের শেখার আছে। অনেক বছর অপেক্ষার পরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের নিয়ে উমরা করতে বের হন। সেই যাত্রা কুরাইশেরা পথিমধ্যে ভেস্তে দিলে, নবিজি খুব সাবধানতার সাথে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেও তা যখন শেষ অবধি সন্ধিচুক্তির দিকে মোড় নেয়, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে চুক্তি করতে রাজি হয়ে যান। আবার, ওই সন্ধিচুক্তিতে কুরাইশেরা 'আল্লাহর রাসুল' শব্দদ্বয় রাখতে আপত্তি জানালে তাতেও দ্বিধাহীন চিত্তে সায় দিয়ে দেন তিনি। একবার কল্পনা করুন তো—আল্লাহর প্রেরিত একজন রাসুল, যার ওপরে নাযিল হয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, সেই তিনি নিজের হাতে একটি দ্বিপক্ষীয় চুক্তিনামা থেকে আল্লাহপ্রদত্ত স্বীকৃতিটুকু মুছে দিয়েছেন! আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু যে কাজ করার সাহস পাননি, কতো অবলীলায় সেই কাজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করে দেখিয়েছেন!

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক গোত্র, এমন একটা সমাজ থেকে উঠে এসেছিলেন যেখানে সামাজিক মর্যাদার বিষয়ে সকলের নিরন্তর আগ্রহ। সমাজে কেউ একটু প্রতিপত্তি অর্জন করলেই, কারো ধন-সম্পদের পরিমাণ একটু বাড়লেই মানুষগুলো মোড়ল সাজার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। মানুষ তাকে বাহবা দেবে, দেখলে

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৪১৭৮, ৪১৮০,; *সহিহ মুসলিম* : ১৭৮৩-১৭৮৫; *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭; পৃষ্ঠা : ৪৪০-৪৬০; *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, ইবনু হিশাম, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৩০৮-৩২২; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ১২৬-১২৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

হাত তালি দেবে, সসম্মানে উঠে দাঁড়াবে, তার নাম শুনলে অন্যেরা ভয়ে থিরথির করে কাঁপবে—ওই সমাজে এমন চিন্তাগুলোই ছিলো স্বাভাবিক।

কিন্তু এমন একটা সমাজে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একেবারেই ব্যতিক্রম! 'আল্লাহর রাসুল' উপাধি কোনো মানুষের দেওয়া স্বীকৃতির নাম নয়। সমাজের কোনো গোত্রপ্রধান, কোনো মোড়ল কিংবা প্রভাবশালী নেতার কাছ থেকে পাওয়া স্বীকৃতিও নয় এটা। এই স্বীকৃতি দানের মালিক খোদ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। এই স্বীকৃতিকে মুহূর্তে মুছে দিতে হলে এক প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী হতে হয়, যে হৃদয়ে ক্ষমতার দাম্ভিকতা নেই, তার বদলে আছে মাটির মানুষ হয়ে থাকার অনন্য অভিলাষ! আকাশের মালিকের কাছে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো মাটির মানুষ হয়েই থাকতে চাইতেন। মাটির আয়নায় যারা নিজেদের দেখতে পায়, অন্যের চোখে বড়ো হওয়ার বাসনা তাদের থাকতেই পারে না।

প্রশ্ন থেকে যায়, নিজ হাতে 'আল্লাহর রাসুল' শব্দদ্বয় মুছে দেওয়ার মতন কাজটি নবিজি সেদিন কেন করেছিলেন? আলি রাযিয়াল্লাহু যে কাজ করতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন, যে কাজ সাহাবিদের মনোবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, সে কাজ করতে কোন জিনিসটা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উৎসাহিত করেছিলো? মোটাদাগে তা ছিলো উম্মাহর স্বার্থ।

নবিজি হুদাইবিয়ার প্রান্তরে দাঁড়িয়ে সেদিন অনুভব করেছিলেন—কুরাইশদের সাথে এমন একটা সন্ধি জরুরি যা মুসলিমদের জন্য মক্কায় প্রবেশের অবাধ সুযোগ তৈরি করবে। যে সন্ধি মুসলিমদের জন্য ঢাল হিশেবে কাজ করবে এবং মদিনার সাথে মক্কার তৈরি হবে একটা নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ। ইসলামের সামগ্রিক প্রচার এবং প্রসারের তাগিদেই এমন একটা সন্ধি হওয়া ভীষণ দরকারি। উম্মাহর বৃহত্তর কল্যাণের সামনে নবিজি নিজের স্বীকৃতি কিংবা সাহাবিদের সাময়িক মন খারাপকে বড়ো করে দেখেননি। একজন সত্যিকার নেতার যেমন আবেগ থাকবে, তেমনি বিবেকের জায়গাতেও তাকে পোক্ত হতে হবে দারুণভাবে। নবি-জীবনের অনেক ঘটনায় আমরা তার আবেগঘন অনুভূতির অপূর্ব সব বর্ণনা দেখতে পাই, কিন্তু হুদাইবিয়ার সন্ধিতে আমাদের সামনে উপস্থিত ভিন্ন মেজাজের মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সেদিন তার কাছে আবেগ নয়, বাস্তবতার মূল্যই সর্বাধিক। একজন সত্যিকার দূরদর্শী নেতাকে এমনই হতে হয়। তাকে বুঝতে হয় কখন আবেগকে আর কখন বিবেককে প্রাধান্য দিতে হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কুরাইশদের সাথে হওয়া ওই সন্ধিচুক্তি দেখলে মনে হতে পারে যে, সন্ধির সকল শর্ত বুঝি মুশরিকদের অনুকূলে! কিন্তু, উমরা না করে ফেরত যাওয়া এবং 'আপাত প্রতিকূলে' থাকা শর্তগুলো মেনে নিয়ে সন্ধিপত্র করাটা যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিলো সেই স্বীকৃতি আমরা কুরআন থেকেই পাই। স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই সন্ধিকে কুরআনে উল্লেখ করেছেন 'স্পষ্ট বিজয়' বলে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ত্যাগ এবং সিদ্ধান্ত থেকে আমরা যা শিখতে পারি তা হলো—দ্বীনের পথে হাঁটতে গিয়ে যখন ব্যক্তিস্বার্থ আর দ্বীনের স্বার্থ মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে, আমরা যেন তখন দ্বীনের স্বার্থটাকেই সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিই।

এই ঘটনায় সবচেয়ে বিস্ময়কর যা তা হলো—একেবারে নিরস্ত্র, কোনো যুদ্ধপ্রস্তুতি ব্যতীতই কেবল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামমের একটা আহ্বান গোটা মুসলিম শিবিরকে কুরাইশদের বিরুদ্ধে এক অসম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলো। কুরাইশদের শক্তি, সামর্থ্য এবং অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতা কোনো অংশেই কম ছিলো না। মদিনা থেকে বহু দূরের প্রান্তরে এসে, সশস্ত্র শত্রুর বিরুদ্ধে একেবারে নিরস্ত্র অবস্থায় যুদ্ধে জড়াতে গেলে যে সাহস, যে শক্তি, যে আনুগত্য এবং সর্বোপরি আল্লাহর ওপর যে পরিমাণ তাওয়াক্কুল দরকার, তা সাহাবিরা সেদিন সফলতার সাথে প্রদর্শন করেছিলেন। জান বাজি রেখে কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়বার মতো এক অসীম সাহসের পরিচয় সেদিন তারা দিয়েছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসকে। একজন নেতার একটা আহ্বানে এমন নিরস্ত্র অবস্থায়, শত্রুর ডেরায় ঢুকে শত্রু মোকাবিলার যে প্রতিজ্ঞা নেওয়ার দৃশ্য, তা রূপকথাতেও বেমানান লাগতে পারে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের সেভাবেই গড়ে নিয়েছিলেন। নেতা হিশেবে যে চমৎকার গুণাবলির অধিকারী হলে অনুসারীরা নেতার কথায় আগুনে ঝাঁপ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে তার ষোলকলা পূর্ণ ছিলো। কোনো রূপকথা কিংবা অতিলৌকিক গল্প নয় এটা, একেবারে নিরেট বাস্তব জীবনের সত্য ইতিহাস।

আরও যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা এই ঘটনা থেকে শিখতে পারি তা হলো—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিন্তা এবং পরামর্শ গ্রহণের উদারতা। খেয়াল

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

করে দেখুন, যখন সাহাবিরা নবিজির কথায় কর্ণপাত করছিলেন না, তখন তিনি দৌড়ে তার স্ত্রী উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে ছুটে গেলেন। তার কাছে পরিস্থিতি বর্ণনা করে পরামর্শ চাইলেন এবং তার পরামর্শ মেনে কাজও করলেন।

আমরা যারা পরিবারের হর্তাকর্তা আছি, আমরা অনেক সময় ভাবি, আমাদের ঘরের মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোতে মতামত দেওয়ার যোগ্য নয়। আমাদের ধারণা, তাদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করা মানে কেবল সময়ের অপচয়। কিন্তু এটা আদৌ ঠিক নয়। জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ যে মানুষ, তিনিও পরামর্শের জন্য স্ত্রীর কাছে ছুটে গিয়েছেন। স্ত্রীর কাছে সংকোচ না রেখে পরিস্থিতি বর্ণনা করে পরামর্শ চেয়েছেন এবং স্ত্রীর পরামর্শকে গুরুত্ব দিয়ে সে মোতাবেক কাজও করেছেন। জীবনের চলতি পথে আমাদেরও কি উচিত নয় সেই মহামানবের পদাঙ্ক অনুসরণ করা? আমাদের চারপাশ এবং চারপাশের মানুষগুলোকে সেভাবে মূল্যায়ন করা কি দরকার নয় যেভাবে মূল্যায়ন করেছেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম?

সাংসারিক জীবন হোক কিংবা কর্মজীবন—স্ত্রীদের সাথে শলাপরামর্শ করতে আমরা সংকোচ করবো না, এই শিক্ষাটাও নবি-জীবনের এই ঘটনা আমাদের শিখিয়ে যায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কাবার চাবি

সূর্যের সোনালি আভা বিধৌত ঝলমলে এক ভোর। ইসলামের একেবারে শুরুর দিকের সময়। মক্কার কুরাইশদের কাছে একত্ববাদের বার্তা প্রচার করে বেড়াচ্ছেন একজন মানুষ—মুহাম্মদ ইবনু আব্দিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি যে কথাগুলো বলছেন তা বেশ অদ্ভুত এবং নতুন। এমন কথা মক্কাবাসী এর আগে কোনোদিন শোনেনি। তার দাবি—মক্কার লোকেরা এতোদিন, এ যাবৎ যে সকল ইলাহের উপাসনা করে এসেছে তারা সকলেই মিথ্যা। তাদের নেই কোনো ক্ষমতা, নেই কোনো শক্তি। না তারা কিছু শুনতে পায়, না কিছু দেখতে পায়। জড় পদার্থের তৈরি কতক মূর্তি ব্যতীত তারা আর কিছুই নয়। সত্যিকার ইলাহ হলেন একজন—আল্লাহ। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁর নেই কোনো অংশীদার। তিনি অনন্ত, অদ্বিতীয়, অসীম।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রচারিত এই ধর্ম মক্কার লোকেদের কাছে যতোই উদ্ভট আর অবান্তর মনে হোক, তাকে 'মিথ্যাবাদী' বলে ছুড়ে ফেলে দিতে তাদেরকে অন্তত দুবার ভাবতে হচ্ছে।

তাদের কাছে বিশ্বস্ততার এক পরম প্রতীক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তারা তাকে কোনোদিন মিথ্যে কথা বলতে দেখেনি। দেখেনি যুলুম কিংবা অবিচারে কখনো শরিক হতে। দেখেনি কারো আমানতের খিয়ানত করতে। তিনি ছিলেন অসহায়ের সহায়, দুর্বলের শক্তি। এতো চমৎকার মানবিক গুণের পূর্ণ বিকাশ যার মাঝে—তাকে কীভাবে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা যায়?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কিন্তু মাঝে মাঝে সত্যের চাইতে অহমিকা বড়ো হয়ে দাঁড়ায়। কখনো কখনো বংশীয় গৌরবের কাছে পদানত হয় বাস্তবতা। এখানেও তা-ই হলো—মক্কার লোকগুলো চরম ঘৃণা আর জিঘাংসাভরে প্রত্যাখ্যান করলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। তাদের মাঝে সৎ এবং সত্যের প্রতীক হয়ে থাকা মানুষটাকে একসময় 'মিথ্যুক' উপাধি দিয়ে তারা অপদস্থ করে ছাড়লো। জাদুকর, গণক, কবি এবং উন্মাদ-সহ হেন কোনো শব্দ বাদ যায়নি যা ব্যবহার করে তারা তাকে অপমান করেনি। পূর্বপুরুষদের ধর্মমত এবং আনীত বিশ্বাসে তারা এতোটাই অন্ধ ছিলো যে, সম্মুখে উপস্থিত ঐশী আলোকে তারা বিভ্রম আর বিকৃতি ভেবে বাতিল করেছে। গা থেকে বংশীয় গৌরবের পোশাক খুলে সত্য ধর্মে অবগাহন করার সাহস তাদের ছিলো না। তাদের দম্ভ আর অহমিকার চুড়োয় তারা অনড়-অটল।

তবে, মেঘের আড়ালেও লুকিয়ে থাকে একফালি সূর্যরশ্মি। ঘন আঁধারের মাঝেও বিদ্যুৎ চমকায়। একটা জনপদের সবাই যে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তা কিন্তু নয়। ফলে দেখা গেলো, মক্কার বংশীয় এবং নেতৃস্থানীয় লোকেরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেও, ওই জনপদের মজলুম, দরিদ্র আর অসহায় মানুষেরা তাকে গ্রহণ করতে শুরু করেছে। এই মানুষগুলোর সামনে ন্যায়নীতি আর সাম্যের এক মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠছেন তিনি। ইসলাম পৌঁছে যাচ্ছে তাদের মর্মমূলে। একত্ববাদের আহ্বান আন্দোলন তুলছে তাদের শিরা-উপশিরায়। তাদের সামনে ক্রমেই প্রসারিত হতে শুরু করেছে হিদায়াতের পথ। তারা বুঝতে পারলো, যে জঞ্জাল আর নিপীড়নের শিকলে আজ তারা বন্দী, কেবল ইসলামই পারে সেই শিকল ভেঙে তাদের মুক্ত করতে। প্রচলিত সমাজ তাদের যে অধিকার হরণ করেছে, সেই অধিকার ফিরিয়ে দিতে পারে শুধুই ইসলাম। শুধু কি তা-ই? অন্তরের গহিনে মাবুদের কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়ার যে অনিঃশেষ আকাঙ্ক্ষা, সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার যাবতীয় রসদের সন্ধান তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রচারিত ধর্মের মাঝেই খুঁজে পেয়েছে। যাদের কোনো কিছুই আর অবশিষ্ট নেই, হারাবার আর ভয় কী তাদের? সুতরাং, 'চলো এগোই' বলে এই লোকগুলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত দ্বীনে আসতে শুরু করে দিলো। তারা যাত্রা আরম্ভ করলো এক আলোর পথ ধরে, যে আলোর উন্মেষ ঘটেছিলো হেরা গুহায়।

এই গুটিকতক মানুষকে সাথে নিয়েই, ভয়ডরহীন এই মানুষটা প্রতিদিন বেরিয়ে যেতেন দ্বীন প্রচারের কাজে। মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বোঝাতে চাইতেন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তাওহিদের মর্মবাণী। যেই ভুল আর ভ্রান্তির মাঝে নিমজ্জিত গোটা জাতি, সেই ভুলের গহ্বর থেকে তাদের টেনে তুলতে কতো ঐকান্তিক চেষ্টাই না তিনি করতেন! বলতেন, 'হে আমার জাতি! আদ্যোপান্ত ভুলের মাঝে তোমরা ডুবে আছো। তোমরা যাদের উপাসনা করো, তারা যে নির্জীব, নিশ্চল বস্তুপিণ্ড বৈ কিছু নয়, তা কি তোমরা বুঝতে পারো না? তারা না তোমাদের কথা শুনতে পারে, না তোমাদের কোনো কিছু দেখতে পারে। কোনো কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ সাধনের ক্ষমতা তাদের নেই। আমার কওম! তোমরা আমার কথা শোনো। আমি তোমাদের আল-আমিন, যাকে তোমরা আজীবন সত্যবাদী হিশেবে পেয়ে এসেছো। আমি তোমাদের এমন এক ইলাহ, এমন এক মাবুদের দিকে আহ্বান করছি যিনি এই আসমান-জমিনের একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁর নেই কোনো অংশীদার। তিনি অনন্ত, অসীম। তিনিই তোমাদের সত্যিকার সৃষ্টিকর্তা। পরম মমতায় তিনিই তোমাদের লালনপালন করেন। তোমাদের উপাসনা পাওয়ার একমাত্র দাবিদার তিনিই।'

একদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'ওহে লোকসম্প্রদায়, আমি আজ তোমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাই। আমি আজ এমন এক কথা তোমাদের শোনাবো—যা তোমরা ইতঃপূর্বে কখনো শোনোনি।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডাক শুনে দলে দলে লোকেরা ছুটে এলো। তারা খুব ভালোমতোই জানে—কোনো অহেতুক কাজে অবশ্যই মুহাম্মাদ তাদের ডাকবে না। ডাকটা যখন মুহাম্মাদের, বিষয়টা তখন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

লোকেরা দলে দলে পাহাড়ের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো। উপস্থিত জনতার স্রোতকে লক্ষ করে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়, আমি যদি বলি এই পাহাড়ের অপর পাশে একদল শত্রু তোমাদের আক্রমণ করার জন্যে ওত পেতে আছে, তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে?'

সকলে সমস্বরে বলে উঠলো, 'আলবত বিশ্বাস করবো। কারণ, আমরা জানি তুমি কখনোই মিথ্যা কথা বলতে পারো না।'

তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তাহলে শোনো, আজ আমি তোমাদের এই বিপদের চেয়েও ঘোরতর এক বিপদের সংবাদ দিচ্ছি। আমি আসমান-জমিনের অধিপতির কাছ থেকে প্রেরিত একজন রাসুল। আমি তোমাদের বলছি,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তোমরা যেসকল উপাসকের উপাসনা করছো, তারা সকলে মিথ্যা। জড়পিণ্ড ব্যতীত তারা আর কিছুই নয়। সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে, তোমরা মহামহিম আল্লাহর উপাসনা করো, যিনি এক এবং অদ্বিতীয়, যার কোনো শরীক নেই। তোমাদের এসব ইলাহ, যাদের উপাসনায় তোমরা নিজেদের ব্যতিব্যস্ত রেখেছো, তারা তোমাদের জাহান্নামের লেলিহান আগুনের শিখায় নিক্ষিপ্ত করবে। এই দিগ্‌ভ্রান্ত, বিপর্যয়-মুখর জীবনের বদলে আমি তোমাদের এমন এক জীবনের দিকে আহ্বান করছি যা অনন্ত সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের। এই জীবন বিশ্বচরাচরের রবের প্রেরিত, প্রদর্শিত জীবন। আসো, সেই জীবনে তোমরা অবগাহন করো।'

সেদিন মক্কার লোকেরা একেবারে অদ্ভুত আচরণ করলো! এতোদিন ধরে যাকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করে এসেছে তারা, আজ তাওহিদের বাণী তুলে ধরায় সেই লোকগুলোই মুহূর্তে বদলে ফেললো তাদের চেহারা। তারা বললো, 'মুহাম্মাদ, ধ্বংস হও তুমি! তুমি কি সকাল সকাল এই প্যাঁচাল পাড়ার জন্যই আমাদের এখানে একত্র করেছো?'[১]

সেদিন থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তার কওমের বিরোধ আরও স্পষ্ট, আরও জটিল হয়ে উঠলো। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নেমে এলো অকথ্য, অবর্ণনীয় নির্যাতন। যারাই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দলে ভিড়ছিলো, তাদের ওপর খড়গহস্ত হয়ে উঠল কুরাইশেরা। নির্মম সব অত্যাচারে অতিষ্ঠ করে দিলো তাদের জীবন!

তবুও দমে যাননি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাওহিদের ঝান্ডা উঁচু করে ধরার যে অদম্য নেশায় বিভোর তিনি, তা থেকে কখনো এক মুহূর্তও নিবৃত্ত করেননি নিজেকে।

জান এবং মালের সংকট জেনেও, জীবনের চরম ঝুঁকি মাথায় নিয়ে অনেক সত্যান্বেষী আত্মা সত্যকে গ্রহণ করা থেকে বিরত হয়নি। যাদের চোখের তারায় অনন্ত জীবনের স্বপ্ন, যাদের বুকের গভীরে শাহাদাতের তামান্না, তারা যে ক্ষণিকের ঝড়ঝাপ্টায় ভড়কাবে না—এই তো স্বাভাবিক। তারাও ভড়কায়নি। শত বাধা এবং বিপত্তির পাহাড় ঠেলে তারা ভিড় জমাতে শুরু করেছে একত্ববাদের বলয়ে। আস্তে

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৪৭৭০, ৪৯৭১; *সহিহ মুসলিম* : ২০৮; *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ৬৫৫০; *মুসনাদু আহমাদ* : ২৮০১; *জামি তিরমিযি* : ৩৩৬৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আস্তে ভারী হতে শুরু করেছে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দল। চারদিক থেকে কৌতূহলী হয়ে মানুষেরা আসতে শুরু করেছে তার মজলিসে। ঐশী প্রত্যাদেশের আহ্বান যাদের হৃদয়ে দাগ কেটে যায়, যাদের অন্তরে প্রশান্তি এনে দেয়, সেই সকল মানুষ সমাজের সকল তিরস্কার, সকল রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে আশ্রয় নিতে শুরু করে একত্ববাদের আঙিনায়। তারা জীবনের বিনিময়ে কিনে নেয় অনন্ত আখিরাত। এভাবে ধীরে ধীরে সমাজের প্রায় সকল স্তরের মানুষে দীর্ঘ হয় একত্ববাদের মিছিল।

পবিত্র কাবার ভেতরে তখন কুরাইশদের স্থাপন করা অসংখ্য মূর্তি। এই মূর্তিগুলোকে ঘিরে কুরাইশদের রয়েছে অগাধ ভক্তি-বিশ্বাস। নবি ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এবং ইসমাইল আলাইহিস সালাম কর্তৃক নির্মিত আল্লাহর এই পবিত্র ঘরখানা আজ লাত-উযযাদের মূর্তিতে ভর্তি—এই দৃশ্য নবিজির হৃদয়কে ভারী করে তুলতো। যেখানে রোপিত হয়েছে তাওহিদের বীজ, সেখানেই আজ শিরকের আখড়া। যে মিনার থেকে ভেসে আসতো একত্ববাদের আহ্বান, সেখানে এখন শুধু মূর্তিপূজার উলুধ্বনি। এমন বিষাদময় দৃশ্য তখন মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া আর উপায় কী!

কাবার একচ্ছত্র মালিকানা তখনও কুরাইশদের দখলে। কাবাকে ঘিরে চর্চা হতো তাদের যাবতীয় ধর্মীয় আচারাদি। আর কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশের চাবি ছিলো যার কাছে, তার নাম উসমান ইবনু তালহা। তখনও তিনি আগাগোড়া একজন মুশরিক। লাত, উযযা আর নানান কিসিমের দেবদেবীর উপাসনা করা এক লোক।

একদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুব করে কাবার ভেতরে ঢুকতে ইচ্ছে হলো। ঠিক সেই জায়গায় যেখানে আল্লাহর স্মরণে মশগুল থাকতেন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম। যেখান থেকে তাওহিদের আহ্বান ছড়িয়ে দিতেন ইসমাইল আলাইহিস সালাম। সেই কাবা, যার আঙিনাজুড়ে ছড়িয়ে আছে আমাদের পিতা আদম আলাইহিস সালামের স্মৃতি।

এক সকালে নবিজি কাবা চত্বরে এলেন। সেখানে উপস্থিত ছিলো উসমান ইবনু তালহাও। কাবার চাবি সংরক্ষণের দায়িত্ব যেহেতু তার কাঁধে ন্যস্ত, ভেতরে ঢুকতে হলে তার কাছ থেকে চাবি চেয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই কোনো। নবিজি উসমান ইবনু তালহার কাছে এসে, তার চোখে চোখ রেখে বললেন, 'চাবিটা দিন। আমি ভেতরে ঢুকবো।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নবিজির এমন দুঃসাহস দেখে রাগে-ক্ষোভে উসমান ইবনু তালহার ফেটে পড়ার উপক্রম। চেহারায় তার ক্ষোভের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে যেন! নবিজির দিকে তীর্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'মুহাম্মাদ, তুমি কী বললে?'

উসমান ইবনু তালহা যতোখানি উদ্বিগ্ন আর অশান্ত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ততোধিক শান্ত এবং মোলায়েম গলায় বললেন, 'আপনার হাতে থাকা কাবার চাবিটা দরকার ছিলো। আমি একটু কাবার ভেতরে প্রবেশ করতে চাচ্ছি। চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই। আপনার চাবি আপনার কাছে আমি অবশ্যই ফিরিয়ে দিয়ে যাবো।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সততা এবং আমানতদারিতা সর্বত্র সুবিদিত। তিনি যখন কাবার চাবি পুনরায় উসমান ইবনু তালহার কাছে ফিরিয়ে দেবেন বলেছেন, তখন যেকোনো মূল্যেই তিনি সেই কথা রাখবেন—এ ব্যাপারে উসমান ইবনু তালহার মনেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবু শত্রু যতোই সৎ আর ভালো মানুষ হোক, দিনশেষে সে তো শত্রুই। তাই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শান্ত চেহারা, মোলায়েম স্বর এবং সততার সনদও উসমান ইবনু তালহার মন গলাতে পারেনি। তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, 'তুমি তো সেই লোক যে এই কাবার উপাসকদের মিথ্যা বলে বেড়াচ্ছো। তুমি তো সে, যে তার নিজের পিতৃধর্ম ত্যাগ করেছো। কাবার ভেতরে ঢুকবার দুঃসাহস কীভাবে করলে তুমি? তুমি ভাবলে কী করে যে, চাওয়ামাত্রই কাবার চাবি আমি তোমার হাতে পুরে দেবো? কখনোই নয়। আমি তালহার পুত্র উসমান। আমার শরীরে যতোক্ষণ প্রাণ আছে, ততোক্ষণ এই কাবার ভেতরে তোমাকে আমি ঢুকতে দেবো না।'

উসমান ইবনু তালহার এমন দৃঢ় প্রত্যাখ্যানে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাগলেন না। কোনো উচ্চবাচ্যও করেননি সেদিন। বেশ বিনীত এবং নম্র গলায় বললেন, 'ঠিক আছে। আজ আপনি আমায় কাবার ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছেন না বলে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আমি হাপিত্যেশও করবো না। আজ আমি চলে যাচ্ছি বিফল মনোরথে। তবে একটা কথা বলে রাখি, পবিত্র কাবার যে চাবি আজ আপনার হাতে রয়েছে, আমার রব যদি চান কোনো একদিন সেটা আমার হাতে শোভা পাবে। এবং ওইদিন আমি যাকে ইচ্ছে এই চাবির মালিকানা বুঝিয়ে দেবো।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন দৃঢ়-প্রত্যয়ী মনোভাব দেখে উসমান ইবনু তালহা বেশ কটাক্ষ আর বিদ্রূপের সুরেই বললেন, 'তাই নাকি! তাহলে আমার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কথাটাও মন দিয়ে শুনে রাখো মুহাম্মাদ। তুমি যে দিনের স্বপ্ন দেখছো, সেই দিনটা কখনোই আসবে না। আর যদি সেই দিনটা আসেও, আজ আমি বলে দিচ্ছি, কোনো কুরাইশ সেদিন আর জীবিত থাকবে না।'

এবার হেসে ফেললেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। চলে যেতে যেতে বললেন, 'সেই দিনটা অবশ্যই আসবে এবং কুরাইশেরাও বেঁচে থাকবে। সেদিন তাদেরকে বরং ইসলাম দিয়ে সম্মানিত করা হবে।'

এরপর কেটে গেছে অনেকগুলো বছর। অনেক চড়াই-উতরাই পার করে, অনেক ত্যাগ আর সাধনার পর, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মক্কা বিজয়ের সফলতা দান করলেন। যে মাতৃভূমি থেকে তাকে তিরস্কৃত করা হয়েছিলো একদিন, যে শেকড় থেকে একদিন তাকে সমূলে উচ্ছেদ করা হয়েছিলো, সেই জনপদে রাজার বেশে তিনি প্রবেশ করলেন। যে ভূমিতে তাকে অবাঞ্ছিত করা হয়েছিলো, আজ সেখানে তার রাজকীয় প্রত্যাবর্তন! নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদাগুলো সত্য।

মক্কা বিজয় করে, কাবা চত্বরে হাজির হয়ে তিনি কাবার চাবি খুঁজতে লাগলেন। তাকে বলা হলো, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! এই চাবি উসমান ইবনু তালহার হাতে আছে। সুদীর্ঘকাল ধরে কাবার চাবি সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করে আসছে তার বংশ।'

নবিজি আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, 'আলি, তুমি গিয়ে উসমান ইবনু তালহার কাছ থেকে চাবি নিয়ে এসো।'

এদিকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বিপুল বিক্রমে মক্কা বিজয় করে ফেলেছেন, সেই সংবাদ পৌঁছে গেছে উসমান ইবনু তালহার কাছেও। তিনি বুঝতে পারলেন, মুহাম্মাদ যখন মক্কায় নতুন করে পা রেখেছে, তখন নিশ্চিতভাবেই কাবার চাবির খোঁজ সে করবেই। কিন্তু চাবি তাকে কোনোভাবেই দেওয়া যাবে না।'

কিন্তু আজ তো মক্কাবাসীরা পরাজিত। আজ তাদের শত্রুপক্ষ মুসলিম বাহিনীই বিজয়ী। শক্তিতে, সাহসে তারা আজ অপরাজেয়। আজ উসমান ইবনু তালহা বড়োই বিপর্যস্ত! অবস্থা বেশ সঙ্গিন দেখে তিনি লুকিয়ে রইলেন কাবার হাতিমে। তিনি ভাবলেন, হাতিমে লুকিয়ে থাকলে কেউ আর তাকে দেখতে পাবে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু এসে চারদিকে খুঁজতে লাগলো উসমান ইবনু তালহাকে। কিন্তু কী আশ্চর্য, কোথাও উসমানের টিকিটা পর্যন্ত নেই! তন্নতন্ন করে সবদিকে খোঁজার পরে বিফল মনোরথে আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু কাবার হাতিমে একবার খুঁজে দেখার কথা ভাবলেন। বলা যায় না, লোকটা যদি সেখানে ঘাঁপটি মেরে থাকে!

তা-ই হলো। কাবার হাতিমে চড়ে বসতেই আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু দেখলেন উসমান ইবনু তালহা সেখানে কুঁকড়ে আছেন। ভীষণ ভীত-শঙ্কিত। আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেখে তিনি ভূত দেখার মতোই চমকে উঠলেন।

আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘দিন, চাবিটা এবার ভালোয় ভালোয় দিয়ে দিন।’

ভীত কিন্তু বিহ্বল নয় উসমান ইবনু তালহা। পরাজিত হলেও, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তার জাতশত্রুতার কথা তিনি ভুলবেন কী করে? তাছাড়া, একদিন কাবা প্রাঙ্গণে নবিজি কাবার চাবি চাওয়াতে তাকে যেভাবে অপমান-অপদস্থ করেছিলেন তিনি, স্মৃতিপটে তা এখনো দগদগে। শত্রুর হাতে এভাবে চাবি হাতছাড়া করবেন—এতোটা অপ্রকৃতিস্থ তিনি এখনো হননি।

গম্ভীর গলায় তিনি বললেন, ‘চাবি অবশ্যই দেবো না। তোমার যা মন চায় করো, আলি।’

বেশ শক্ত জোয়ান আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাবি নিতে বলেছেন আর তিনি খালি হাতে ফেরত যাবেন—এমনটা তো কল্পনাও করা যায় না। উসমান ইবনু তালহা চাবি দেবেন না, আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুও চাবি ছাড়া যাবেন না। সুতরাং, লড়াই একটা আসন্ন। বিনা যুদ্ধে নাহি দেবো ছাড় সুচাগ্র মেদিনী!

জোয়ান পুরুষ আলির সাথে পেরে উঠলেন না উসমান ইবনু তালহা। তিনি নিমিষেই, অনেকটা ছোঁ মেরেই তার হাত থেকে চাবির গোছা ছিনিয়ে নিয়ে হাঁটা আরম্ভ করলেন। পরাজিত হয়ে শত্রুর পদযাত্রার দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া উসমান ইবনু তালহা আর কী করতে পারেন?

কাবার চাবি হাতে পেলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এই সেই চাবি যা দ্বারা খোলা হয় এক পবিত্র ঘরের দরজা। একদিন, এই চাবি না পাওয়ায় কাবায়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ঢোকার ইচ্ছেটাকে জলাঞ্জলি দিয়ে মন খারাপ করে ফিরতে হয়েছিলো তাকে। সেই চাবিটাই আজ তার হস্তগত। আজ কেউ নেই কোথাও যে নবিজিকে কাবায় ঢুকতে নিষেধ করতে পারে। আজ তিনি স্বাধীন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবার ভেতরে ঢুকে দু-রাকাত সালাত আদায় করলেন। সালাত পড়ে বাইরে এলে, আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু তার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তখন মক্কায় যারা হজ করতে আসতো, তাদের পানি পান করানোর দায়িত্ব ছিলো নবিজির চাচা আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাঁধে। এতোদিন পর মুসলিমরা মক্কা জয় করেছে, কাবার একচ্ছত্র মালিকানা মুসলিমদের হতে যাচ্ছে, তাই আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ভাবলেন, হাজিদের পানি পান করানোর পাশাপাশি কাবার দরজা খোলার দায়িত্বটাও যদি পাই, কতোই না সৌভাগ্যের হবে সেটা!

আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! কাবার চাবি সংরক্ষণের দায়িত্বটা কি আমাকে দেওয়া যায়? যদি দেন, তাহলে হাজিদের পানি পান করানোর পাশাপাশি আরেকটি মহান দায়িত্ব পালন করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারতাম।'

ওই মুহূর্তেই, আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি নিয়ে হাজির হলেন জিবরিল আলাইহিস সালাম। সেদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল হলো সুরা আন-নিসার ৫৮ নম্বর আয়াত, যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন—

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারকে ফিরিয়ে দিতে। আর তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচারকার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।'[১]

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আজকের আগে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আর কখনো আমি এই আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনিনি।'

আয়াতটা নাযিল হয়েছে কাবার চাবিকেন্দ্রিক ঘটনার জেরে।[২] আব্বাস রাযিয়াল্লাহু

---

[১] সুরা নিসা, আয়াত : ৫৮

[২] এটা কিছু মুফাসসিরের মত। তবে ইমাম তাবারি রাহিমাহুল্লাহ-সহ অধিকাংশ মুফাসসিরের মত হলো,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কাবার চাবি চেয়ে বসলে, জিবরিল আলাইহিস সালাম এই আয়াত নিয়ে হাজির হন। ওই অবস্থায় কাবার চাবির মূল মালিক ছিলেন উসমান ইবনু তালহা। হোক তিনি মুশরিক তখনো। হোক তিনি ইসলামের ঘোরতর শত্রু। তবুও, তার হাত থেকে দায়িত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার অধিকার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিতে চাননি। তাই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে কাবার চাবি হস্তান্তর করার আগেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওহির মাধ্যমে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিলেন যে, চাবিটা যেন তার প্রকৃত মালিক বরাবর, অর্থাৎ, উসমান ইবনু তালহার কাছেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

এই আয়াত নাযিল হলে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যাপারটা নিয়ে আর বিন্দুমাত্র ভাবেননি। আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে বললেন যেন তিনি কাবার চাবি পুনরায় উসমান ইবনু তালহার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসেন।

আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু উসমান ইবনু তালহার কাছে এলেন। তিনি খুব লজ্জিত এবং অনুতপ্ত। একটু আগেই এই লোকটার সাথে তার ধস্তাধস্তি হয়েছে। অনেকটা ছিনিয়ে তার কাছ থেকে চাবি নিয়ে গিয়েছিলেন। এখন আবার সেই চাবির গোছা হাতে নিয়ে তার কাছেই কিনা ফিরতে হলো।

আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু সসংকোচে বললেন, 'চাবিটা জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছি বলে দুঃখিত, কিন্তু আপনি গোঁ ধরায় এটা করা ছাড়া আমার সামনে আর কোনো উপায় ছিলো না। এই নিন আপনার চাবি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করেছেন আপনার চাবি আপনার হাতে ফেরত দিতে।'

ঘটনার আকস্মিকতায় চমকে গেলেন উসমান ইবনু তালহা। এমনটা তো হওয়ার কথা ছিলো না। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবার চাবি ফেরত পাঠালো কীভাবে! তার মনে পড়ে গেলো বহু আগের এক স্মৃতি। সেই দিনটার কথা যেদিন কাবার ভেতরে প্রবেশের জন্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে চাবি চেয়েছিলেন, কিন্তু সেদিন তিনি তাকে অগ্রাহ্য করেছিলেন। আজ সেই পরম কাঙ্ক্ষিত বস্তুটা পাওয়ার পরেও সেটা অবলীলায় ফেরত পাঠিয়ে দেওয়াটা

আয়াতটি নাযিল হয়েছে ব্যাপকভাবে সকল দায়িত্বশীল ও শাসকদের উদ্দেশ্যে, যেন তারা সর্বদা ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে এবং সঠিকভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করে। তথ্যসূত্র—*তাফসিরুত তাবারি*, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ৪৯২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কোনোমতেই তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

উসমান ইবনু তালহাকে বিভ্রান্ত বিচলিত দেখতে পেয়ে আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হওয়া আয়াতটি তিলাওয়াত করে শোনালেন। আয়াতটি শুনেই মনের সকল প্রশ্ন, সকল জিজ্ঞাসা এবং সন্দেহ উবে গেলো তার। তিনি ভাবলেন, অদৃশ্য এক সত্তার আদেশে এতো পুরোনো প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারে, পুরোনো বেদনা ভুলে গিয়ে শত্রুর হাতে ফেরত পাঠাতে পারে পবিত্র কাবার চাবি, সে যে সত্যিকার অর্থেই মহান আর তার ধর্মটাই যে সত্য, তা বুঝতে উসমান ইবনু তালহাকে আর বেগ পেতে হলো না।

উসমান ইবনু তালহা ছুটে এলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে। সেই পুরোনো শত্রুর সম্মুখে আজ তিনি দণ্ডায়মান যাকে একদিন অপমান অপদস্থ করে কাবা চত্বর থেকে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। একদিন যাকে তিনি প্রবল ঘৃণা আর জিঘাংসায় কাবার অভ্যন্তরে ঢুকতে দেননি। সেই শত্রুর কাছেই আজ তার ছুটে আসা যাকে 'ধর্মচ্যুত' ভেবে একদিন তারা মাতৃভূমি ছাড়তে বাধ্য করেছিলো। আজ সেই মানুষটার সামনে এসে অবনত চিত্তে দাঁড়িয়ে আছেন উসমান ইবনু তালহা। আজ তিনি নিরুত্তর, নিশ্চুপ।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসমান ইবনু তালহার দিকে তাকালেন। তার চাহনিতে প্রতিশোধের কোনো চিহ্ন নেই। অতীতের অপমান নিবারণের কোনো দগদগে শিখার স্ফুরণও তাতে প্রকাশ পায়নি। ঘৃণার বদলে ঘৃণা নয়, জিঘাংসার বিপরীতে জিঘাংসা নয়, নবিজির চেহারাজুড়ে মায়া, ভালোবাসা এবং আন্তরিকতার এক অপূর্ব সম্মিলন।

সেই ভালোবাসার গভীরতা টের পেলেন উসমান ইবনু তালহাও। ভালোবাসার এমন টান তাকে ঝুঁকে পড়তে বাধ্য করলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে। অশ্রু টলোমলো চোখে তিনি বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি আল্লাহর প্রেরিত রাসুল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। আর, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা এবং রাসুল।'[১]

---

[১] *আল-মুজামুল কাবির,* তাবারানি : ১১২৩৪; *তারিখু আসবাহান,* খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৯৮; *আল-*

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

একদিন তাচ্ছিল্যভরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। কেবল তাড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, যদি কোনোদিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিজয় নিশ্চিত হয়, সেদিন মক্কার সকলে মিলে আত্মাহুতি দেওয়ার কথাও মুখ ফুটে বলেছিলেন। এমন কঠিন হৃদয়ের মানুষটাও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোমল আচরণের কাছে পরাজিত হলেন। ভালোবাসা পেতে হলে যে ভালোবাসা বিলাতে হয়।

শত্রুকে বন্ধু বানাবার সামান্য সুযোগও যদি আমাদের সামনে থাকে, আমাদের উচিত সেটা কাজে লাগানো। যদি একটা পথভোলা, দিগ্‌ভ্রান্ত আত্মাকেও ফিরিয়ে আনা যায় হিদায়াতের পথে, সেটা হবে আমাদের জীবনের অন্যতম পাওনা। মানুষ ভুল করে, কিন্তু ভুলটাকে ভুল দিয়ে নয়, সেটাকে সংশোধন করতে হয় ভালোবাসা দিয়ে। আমাদের সাথে কেউ যদি অন্যায়-অবিচার করে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়ার সুযোগ যদি থাকে, যদি তাকে ক্ষমা করে দিলে আমার তেমন কোনো ক্ষতি না হয়, তাহলে আমাদের উচিত তাকে ক্ষমা করে দেওয়া। নবি-জীবন মোটাদাগে আমাদের এটাই শিখিয়ে দেয়। মাওলানা তারিক জামিল হাফিজাহুল্লাহ দারুণ বলেছেন, ‘ঘৃণা তো ছড়িয়েই আছে, চলো আমরা ভালোবাসা ছড়াই।’

ইসতিআব, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৭১২; *আল-ইসাবাহ*, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ২৯৯; *তাফসিরুত তাবারি*, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ৪৯১-৪৯২

উল্লেখ্য যে, কিছু কিছু সিরাতের কিতাবে ঘটনা এভাবেই বর্ণিত হয়েছে যে, উসমান ইবনু তালহা মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তবে কোনো কোনো মত অনুসারে উসমান ইবনু তালহা মক্কা বিজয়ের দিন নয়; বরং তার পূর্বেই হুদাইবিয়ার সন্ধির পর খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ও আমর ইবনুল আসের সাথে একত্রে সফর করে মদিনায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তথ্যসূত্র—*আল-ইসাবাহ ফি তাময়িজিস সাহাবা*, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ৩৭৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সংসারের স্বরলিপি

একদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, 'আয়িশা, একটা কথা বলি?'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটা কথা বলবেন, তার জন্যে আবার অনুমতির কী আছে? তাছাড়া, নবিজির সাথে কথা বলতে চাইবে না—এমন দুর্ভাগা আর কে হতে পারে এই ধরার মাঝে?

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'জি, অবশ্যই বলুন।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হেসে বললেন, 'আমি কিন্তু বুঝতে পারি তুমি কখন আমার ওপর অভিমান করে থাকো!'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনে বিস্মিত হলেন আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা! তিনি যা শুনেছেন তা যদিও বা সত্য, কিন্তু এই সত্যের এমন অকপট স্বীকারোক্তি, তা-ও এমন একজন মানুষের মুখ থেকে পাওয়া যিনি গোটা বিশ্বজাহানের জন্য রহমতের ফল্গুধারা বয়ে এনেছেন—তাতে কি বিস্মিত না হয়ে উপায় আছে?

বিস্ময়ের রেশটুকু চেহারায় ধরে রেখে আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'কীভাবে বুঝতে পারেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ?'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এবার নড়েচড়ে বসলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বিস্ময়ের ব্যাপারটা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গোপন থাকলো না। প্রিয়তমা স্ত্রীকে এমন চমকিত, এমন পুলকিত হতে দেখে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আপ্লুত হলেন।

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কৌতূহল মেটাতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আয়িশা, যখন তুমি আমার ওপর অভিমান করে থাকো, তখন আমার সাথে কথা বলার সময় তুমি বলো, "ইবরাহিমের রবের কসম।" আর যখন তুমি আনন্দে থাকো, তোমার মন-মর্জি ফুরফুরে থাকে, তখন তুমি কথা বলো এভাবে, "মুহাম্মাদের রবের কসম।" দুই অবস্থায় তোমার এই যে দুই রকম শব্দচয়ন, এ থেকে আমি বুঝতে পারি, অভিমান করে থাকলে তুমি আমার নাম নেওয়ার বদলে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের নাম নাও। আর তোমার অভিমানের রেশ কেটে গেলে ইবরাহিমের স্থলে তুমি আমার নাম উচ্চারণ করো। তোমার অভিমান আর পুলকের অবস্থা এই দুটো ব্যাপার থেকে বুঝে ফেলা যায়।'[১]

অন্য আরেকদিনের ঘটনা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সদ্যই বিয়ে হয়েছে। আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তখন শারীরিকভাবে হালকা-পাতলা গড়নের ছিলেন। একদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হাঁটতে বের হলে আবদারের সুরে তিনি বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আসুন আমরা দৌড়পাল্লা দিই।'

এই বয়সে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৌড়পাল্লা দেবেন, তা কেমন দেখায়? কিন্তু প্রিয়তমা স্ত্রীর এমন আবদারে অসম্মতি জানাতে পারে এমন স্বামী নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নন। এ বয়সে ভারী শরীর নিয়ে দৌড়াতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটু কষ্টই হয়ে যাবে, তবু আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার আবদারে রাজি হয়ে গেলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি স্মিত হেসে বললেন, 'চলো তবে...।'

দৌড়পাল্লা সম্পন্ন হলো এবং হালকা-পাতলা গড়নের আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বেশ ভালোভাবেই হারিয়ে দিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৫২২৮, ৬০৭৮; *সহিহ মুসলিম* : ২৪৩৯; *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ৪৩৩১, ৭১১২; *মুসনাদু আহমাদ* : ২৪০১২, ২৪৩১৮, ২৫৭৭৯; *আল-আদাবুল মুফরাদ* : ৪০৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নবিজিকে হারিয়ে দিতে পেরে আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার চোখেমুখে সে কী বাঁধ-ভাঙা খুশি! হেরে গিয়ে নবিজিও সবিশেষ আনন্দিত। হেরে যাওয়ার দুঃখে নয়, স্ত্রীর বিজয়ের আনন্দে আপ্লুত তিনি!

এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সংসার জীবনের অনেকগুলো সময় অতিবাহিত হলো। একদা যে কিশোরী নবিজির সংসারে স্ত্রী হয়ে প্রবেশ করেছিলেন, আজ তার জীবন পরিপূর্ণভাবে বিকশিত।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আরেকদিন হাঁটতে বের হয়েছেন আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা। এবার তিনি আর আগের মতো আর হালকা দেহের অধিকারী নন, বরং আগের তুলনায় অনেকটাই ভারী হয়েছে তার শরীর। ইতঃপূর্বে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হাঁটতে বের হয়ে দৌড়-প্রতিযোগিতা করার কথা ততোদিনে বেমালুম ভুলে গিয়েছেন তিনি। কিন্তু আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যতোই ভুলে যান না কেন, নবিজি সেদিনের স্মৃতিকে একটুও ভোলেননি। ভোলেননি ওইদিন আয়িশার কাছে হেরে যাওয়ার কথা, জেতার আনন্দে আটখানা হওয়া কিশোরী আয়িশার হাস্যোজ্জ্বল মুখচ্ছবি এখনও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্মৃতিপটে অমলিন।

বহু পূর্বের সেদিনকার সেই স্মৃতি রোমন্থন করে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবার বললেন, 'আয়িশা, চলো আমরা আজ দৌড়পাল্লা দিই।'

যতোই বয়স ও শরীর বাড়ুক না কেন, আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার চঞ্চলা মন তো আর কোথাও বন্ধক রেখে দেননি। সুতরাং, নবিজির পক্ষ থেকে দৌড়ের প্রস্তাব পেয়ে তিনি উৎফুল্লই হলেন বলা চলে। সাত-পাঁচ না ভেবে বললেন, 'হ্যাঁ, দেওয়াই যায়।'

সম্পন্ন হলো দৌড়পাল্লা, কিন্তু এবারের ফলাফল একেবারে ভিন্ন। গতবার বেশ ভালোভাবেই জিতেছিলেন আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা, কিন্তু এবার তাকে পরাস্ত করে দিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এবারের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী আল্লাহর রাসুল!

দৌড় শেষে ভীষণ ক্লান্তিতে হাঁপাতে থাকা আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে এলেন নবিজি। দুজনের মুখেই ক্লান্তি আর আনন্দের ছাপ। মুখে হাসি জিইয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রেখে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, 'আয়িশা, হয়ে গেলো তো বদলা?'[১]

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মনে পড়ে গেলো বহু আগের এক স্মৃতিময় দিনের কথা। একদিন এমন এক প্রতিযোগিতায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরাস্ত করেছিলেন তিনি। সেই দিনের বদলাটাই আজ উসুল করে নিলেন নবিজি! এ যেন এক মধুময় প্রতিশোধ! ওই স্মৃতিটা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু এমন ছোট্ট একটা ব্যাপার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মনে রেখেছেন এবং আরও সুন্দরতর করে সেটা যে তাকে মনেও করিয়েছেন—ব্যাপারটা আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে দারুণভাবে পুলকিত করে গেলো! জীবনের হাজারো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির মাঝে আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার এতো ছোট্ট একটা স্মৃতিকে নবিজি পরম যত্নে আগলে রেখেছেন হৃদয়ে—ব্যাপারটা তাকে আন্দোলিত না করে পারে?

তিনি একাধারে একজন নবি, একজন রাষ্ট্রনায়ক, সমাজ-সংস্কারক, চিন্তক এবং একজন সেনাপতি। তাকে ভাবতে হয় গোটা দুনিয়া নিয়ে। শামে কতোজন সৈন্য যাবে, কোন সাহাবির নেতৃত্বে মিশরে কাফেলা পৌঁছবে, সিরিয়ার প্রশাসনিক অবস্থা নিরীক্ষণ, মদিনার অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আবিসিনিয়ায় কুরআন শিক্ষা দিতে কোন সাহাবিকে নিয়োগ দেওয়া যায়, দামেশক থেকে আসা বিশাল কাফেলা সামলাবে কে—ইত্যাদি কতো হাজার ধরনের কাজ নিয়ে প্রাত্যহিক মাথা ঘামাতে হয়। এসবের বাইরে পড়ে আছে নিজের গোটা ব্যক্তিজীবনটাই। আমরা জানি, ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক-উন্নয়নে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমান পর্যায়ের মানুষ দুনিয়াতে না কখনো কেউ ছিলো, আর না ভবিষ্যতে আসবে। ব্যক্তিজীবন আর রাষ্ট্রজীবন—এই দ্বিমুখী জীবনের ব্যস্ততা কাটিয়ে, 'স্ত্রী কখন অভিমান করে বসছে'—সেদিকেও ছিলো নবিজির সতর্ক খেয়াল। দৌড়-প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়ার স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়ে স্ত্রীকে চমকে দিতেও তিনি ভোলেন না।

সফল রাষ্ট্রনায়ক, সফল সংস্কারকের পাশাপাশি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন একজন সফল কর্তা। গৃহের বাইরে তিনি যেমন দাপুটে, গৃহের

---

[১] *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ৪৬৯১; *মুসনাদু আহমাদ* : ২৪১১৮, ২৪১১৯, ২৬২৭৭; *সুনানু আবি দাউদ* : ২৫৭৮; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৯৭৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অভ্যন্তরেও তার রয়েছে দুর্দান্ত পদচারণা। স্ত্রীদের সাথে স্বামীসুলভ আচরণ করা থেকে নিজেকে তিনি গুটিয়ে নেননি। তিনি তাদের আবদার পূরণ করেছেন, মূল্যায়ন করেছেন তাদের আবেগকে। নিরেট স্বামীর জায়গা থেকে স্ত্রীর যতোখানি অধিকার দেওয়া উচিত, স্ত্রীদের তা কানায় কানায় দিয়েছিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

স্ত্রীদের অধিকারের বেলায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এতো সতর্ক খেয়াল ছিলো যে, জীবনের শেষ কয়েকটা দিন আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার গৃহে কাটানোর শখ জাগলে, নবিজি অন্য সকল স্ত্রীর কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নিয়েছিলেন। অন্য সকলে নবিজিকে অনুমতি দেওয়ার পরেই জীবনের শেষ সময়টা আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরে পার করার জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে স্থায়ী হন।

আল্লাহর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইচ্ছে করলে এই অনুমতির তোয়াক্কা না করলেও পারতেন। যেখানে, যে স্ত্রীর ঘরে ইচ্ছে চাইলেই তিনি থাকতে পারতেন। তাকে বাধা দেবে, হুঁশিয়ার করবে—মানবকুলে এমন দুঃসাহস কার আছে? কিন্তু এতো এতো ক্ষমতা, মর্যাদা ও সম্মান থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনো সেগুলোর অপব্যবহার করেননি। হোক না তিনি আল্লাহর নবি, হোক না তিনি রাষ্ট্রপ্রধান, এক স্ত্রীর ঘরে থাকতে হলে অন্য স্ত্রীরা যদি সামান্য মন খারাপও করে, এই মন খারাপটাকেও তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন।

তিনি রাহমাতুল্লিল আলামিন! সফলভাবে দুনিয়া সামলানোর মাঝেও, ঘরনির চেহারার আবহ দেখলে তিনি তার মনের অবস্থা বুঝে ফেলতেন। মজার স্মৃতি রোমন্থন করে তিনি চমকে দিতেন স্ত্রীকে। স্ত্রীর অধিকারের বিষয়েও তিনি সমান সতর্ক।

ধুলোর সাধারণ পৃথিবী ধারণ করেছিলো কী এক অসাধারণ মানবচরিত্র! ...

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তার জন্যেও দুআ

আল্লাহর রাসুল হিশেবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মপ্রকাশের পর, তাওহিদের বাণী প্রচারের প্রারম্ভকাল থেকেই আবু জাহলের[১] চাইতে বড়ো কোনো শত্রুর মুখোমুখি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো হননি। হেন কোনো অত্যাচার নেই যা আবু জাহল নবিজির ওপর করেনি। লাঞ্ছনা, অপমান, অপদস্ত তো ছিলোই, শারীরিক আর মানসিকভাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবচেয়ে বেশি আঘাত করা ব্যক্তি ছিলো এই আবু জাহল।

সাহাবিদের ওপরও অকথ্য, নির্মম আর পাশবিক অত্যাচার নেমে এসেছিলো এই আবু জাহলের ইশারায়। একত্ববাদের বাণী প্রচার যখন থেকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবিদের ব্রত হয়ে ওঠে, তখন থেকে আবু জাহল যেন ইসলামের এক অবধারিত শত্রু। তার কূটচাল, তার শত্রুতা, পাশবিকতা যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে ইসলামের প্রচার এবং প্রসারের সাথে। মক্কার প্রাথমিক সেই সময়গুলোতে কেউ তাওহিদের বাণী প্রচারে নামবে কিন্তু আবু জাহল তাতে বাগড়া দেবে না—এমনটা যেন ভাবাই যেতো না।

একদিন আবু জাহল শপথ করে বলেছিলো, 'মুহাম্মাদ যদি আগামীকাল প্রার্থনা করতে আসে, লাত এবং উযযার কসম! আমি পাথরের আঘাতে তার মস্তক ছিন্নভিন্ন করে ছাড়বো।'

---

[১] আবু জাহিল, আবু জাহেল কিংবা আবু জেহেল—কোনোটিই পুরোপুরি শুদ্ধ নয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এমন দুঃসাহস আর ঔদ্ধত্যে সেদিন কুরাইশেরা আবু জাহলের পাশে ছিলো। তারা আবু জাহলকে অভয়বাণী দিয়ে বলেছিলো, 'এগিয়ে যাও, হে আবুল হাকাম! আমরা তোমাকে বিজয়ী দেখতে চাই।'

পরদিন আবু জাহল সত্যি সত্যিই হাতে মস্ত একখণ্ড পাথর নিয়ে কাবা চত্বরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইলো। সে অপেক্ষা করতে লাগলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য। তিনি এলে হাতের পাথর দ্বারা আঘাত করে নবিজিকে খুন করবে। ভোরবেলা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাবা চত্বরে এসে দাঁড়ালেন, পেছন থেকে আবু জাহল পাথরের আঘাতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার জন্য উদ্ধত হলো। তবে সফল হতে পারেনি আবু জাহল। সেদিন সে এমন এক ঘটনার মুখোমুখি হয়, যা দেখে সে হাতের পাথর ফেলে দিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে তার সঙ্গীসাথীদের কাছে ফিরে যায়। তারা অবাক হয়ে জানতে চাইলো, 'ওহে আবুল হাকাম! তোমার তো মুহাম্মাদের মাথা গুঁড়িয়ে দেওয়ার কথা ছিলো। কী হলো তার? আর এভাবে ছুটেই বা এলে কেন? তোমাকে তো খুব অস্থির আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে।'

সত্যিই আবু জাহল দুশ্চিন্তায় কাতর। চেহারায় তার ভীষণ ভয়ের রেখা স্পষ্ট। কোনো এক ঘোরতর বিপদের মুখোমুখি হলে মানুষ যেভাবে ঘাবড়ে যায়—আবু জাহলের অবস্থাও সেরকম।

ভীত-বিহ্বল চেহারায় আবু জাহল বললো, 'আমি কিন্তু মুহাম্মাদকে হত্যা করবার জন্যে সত্যি সত্যিই গিয়েছিলাম। যখনই পাথরের আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করতে যাবো তার মস্তক, ঠিক তখন মুহাম্মাদ আর আমার মাঝে এমন এক দৈত্যাকার উট আমি দেখতে পেলাম, বিশ্বাস করো, এমন উট আমি আগে আর কখনোই দেখিনি। আমার মনে হলো, আমি যদি আর এক পা সামনে আগাতাম, তাহলে ওই দৈত্যাকার উট আমাকে গিলে খেয়ে ফেলতো। আমি এতোখানি ভয় পেয়ে গেলাম যে, নিজের জীবন বাঁচাতেই আমি সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে এসেছি।'[১]

সেদিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজ দায়িত্বেই নবিজিকে রক্ষা করেছিলেন। আবু জাহলের এমন শত্রুতা থেকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাঁচিয়ে

---

[১] *আস-সিরাতুল হালাবিয়্যা*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৩১০; *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, ইবনু হিশাম, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৩৮৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নিতে তিনি এমন এক নিদর্শন আবু জাহলের সামনে হাজির করলেন, যা দেখে আবু জাহল রীতিমতো ভিরমি খেয়ে গেলো। নবিজিকে হত্যা তো দূর, নিজের প্রাণ বাঁচাতেই সে পলায়ন করলো।

ইসলামের একেবারে প্রথম যুদ্ধ, প্রথম যে জিহাদ, সেই বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের লড়তে হয়েছে মূলত আবু জাহল বাহিনীর বিরুদ্ধে। মুসলিমদের প্রতিপক্ষ হিশেবে শত্রুশিবিরের নেতৃত্বের আসনে ছিলো সে।

যে আবু জাহলের কারণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোটা জীবন, যার কারণে বারে বারে বাধাগ্রস্ত হয়েছে দ্বীনের দাওয়াত, মুসলিমদের পেছনে যে লেলিয়ে দিয়েছিলো পুরো মক্কাবাসীকে, তার জন্যেই কিনা নবিজি হাত তুলে দুআ করেছিলেন আল্লাহর কাছে?

আবু জাহলের এতো শত্রুতা, এতো ভয়াবহ অত্যাচার-নির্যাতন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর এতো জঘন্য মিথ্যাচারের পরও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হিদায়াতের জন্য আল্লাহর কাছে হাত তুলে দুআ করেছিলেন। তিনি খুব করে চেয়েছিলেন আবু জাহলকে যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হিদায়াত দান করেন। যেন আবু জাহলের শত্রুতার হাত ইসলামের জন্য হয়ে ওঠে বন্ধুত্বের পেয়ালা। আবু জাহলের বিষেভরা মন যেন ইসলামের জন্য ভালোবাসায় ভরে ওঠে। তার বিষাক্ত চোখে যেন শোভা পায় ভালোবাসার রংধনু। দ্বীনের জন্য বাধার প্রাচীর হয়ে ওঠা আবু জাহল যাতে ইসলামের বন্ধু হয়ে উঠতে পারে, তার জন্যে দুআ করেছিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি আল্লাহর কাছে বলেছেন, 'হে পরওয়ারদিগার! হয় আবু জাহল ইবনু হিশাম নয়তো উমার ইবনুল খাত্তাবকে আপনি ইসলামের জন্য কবুল করুন।'[১]

নবিজি যখন এই দুআ করছিলেন, তখন আবু জাহল এবং উমার ইবনুল খাত্তাব দুজনেই ছিলো ইসলামের ঘোরতর শত্রু। সবচেয়ে প্রকাশ্য, সবচেয়ে শক্তিশালী শত্রুর জন্যেও দুআ করতে কার্পণ্য করেননি নবিজি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাদের হিদায়াতের জন্য তিনি হাত উঠিয়েছিলেন আল্লাহর দরবারে।

---

[১] *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ৬৮৮১; *মুসতাদরাকুল হাকিম* : ৪৪৮৬; *জামি তিরমিযি* : ৩৬৮১; *আল-মুজামুল কাবির*, তাবারানি : ১০৩১৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

শত্রুর জন্যেও দুআ করতে পারাটা বিরাট এক গুণ। এই গুণে প্রতিবিম্বিত হয় ধৈর্যের আবরণ। একটা মানুষ কতোটা ধৈর্যশীল হলে সবচেয়ে কঠোর, সবচেয়ে শক্তিশালী শত্রুটার জন্যেও হাত ওঠাতে পারেন?

আমাদের চারপাশে আমরা যাদের জন্য দ্বীন পালনে হোঁচট খাই, যাদের কারণে আমরা লাঞ্ছিত, অবাঞ্ছিত কিংবা অপমানিত হই, কখনো কি তাদের হিদায়াতের জন্য আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করেছি? কখনো কি আল্লাহর কাছে বলেছি, 'ইয়া আল্লাহ! অমুক ব্যক্তির কারণে আমি দ্বীন পালনে বাধাগ্রস্ত হচ্ছি। আপনি তার হৃদয়ে আপনার দ্বীনের বুঝ ঢেলে দিন, যাতে সে এবং আমি উভয়ে নির্বিঘ্নে আপনার দ্বীন মেনে চলতে পারি।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃদয়টা ছিলো সাগরের মতো বিশাল আর আকাশের মতো প্রশস্ত। তাই তো ঘোরতর শত্রুর জন্যেও তিনি দুআর হাত আকাশপানে উত্তোলন করতে পেরেছিলেন। নবি-জীবন আমাদের এটা শেখায় যে, ভালোবাসা আর ঘৃণা, দুটোই হবে আল্লাহর দ্বীনের জন্য। কোনো শত্রুর মাধ্যমে যদি দ্বীনের কোনো কল্যাণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে যতো ঘৃণাই করুক না কেন, ব্যক্তি আমি তার দ্বারা যতো নির্যাতন নিষ্পেষণের স্বীকার হই না কেন, সবকিছু ভুলে গিয়ে আল্লাহর কাছে তার জন্য আমি দুআ করতে পারি। তার হিদায়াত চাইতে পারি আল্লাহর কাছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আপসহীন

নবুওয়াত লাভের পরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর দ্বীনের বাণী মানুষকে শোনাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কুরাইশেরা যে অসত্য ইলাহ আর মাবুদের উপাসনা করছে, তাদের যে কোনো ক্ষমতা, কোনো শক্তি, কোনো বোধ নেই, তা মানুষের কাছে বলে বেড়াতে আরম্ভ করলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ক্রমেই বাড়ছিলো নবিজির দাওয়াতের কার্যক্রম, আর ক্রমেই বাড়ছিলো তার শত্রুর সংখ্যা। কুরাইশদের এতোদিনকার ধর্মকর্ম, এতোদিনকার পূজিত এক ইলাহকে হঠাৎ করে কেউ একজন এসে মিথ্যা দাবি করে বসবে, তাদের পূর্বপুরুষদের রীতিনীতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কেউ একজন একেবারে নতুন ধর্ম, নতুন মতের প্রচলন করবে, তা যেন কুরাইশেরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি।

কিন্তু বাস্তবতা মাঝে মাঝে স্বপ্নকেও হার মানায়। সত্য মাঝে মাঝে রূপকথার গল্পের চাইতেও বেশি অবিশ্বাস্য হয়ে ওঠে। সম্পূর্ণ নতুন এক ধর্ম নিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব তাই কুরাইশদের জন্য চরম অস্বস্তির, চরম দুর্যোগের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। একে তো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত বংশের লোক, তার ওপর তার বিপক্ষে দাঁড় করাতে পারে এমন কোনো অভিযোগ কুরাইশদের ঝুলিতে মজুদ নেই। বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এতোদিন ধরে তারা বিশ্বস্ততার প্রতীক হিশেবে গণ্য করে এসেছে। এমন একজন মানুষের বিপক্ষে তোড়জোড় করে লেগে পড়া তাই শত্রুপক্ষের জন্যও খুব সহজ ছিলো না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কিন্তু এভাবে তো বেশিদিন চলতে দেওয়া যায় না। তারা ভাবলো, যে বাড়াবাড়ি মুহাম্মাদ শুরু করেছে, তা একেবারে সহ্য সীমার বাইরে চলে যাচ্ছে। এর একটা যথোপযুক্ত বিহিত হওয়া দরকার।

জন্মের আগেই তো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পিতাকে হারিয়েছেন। জন্মের পর মাকে। দুনিয়াকে চিনতে শেখার আগেই প্রিয়তম দাদা আব্দুল মুত্তালিবও তাকে ছেড়ে চলে যান। এরপর, তার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন চাচা আবু তালিব। তার গৃহেই নবিজির বেড়ে ওঠা। তার আদর-যত্নেই নবিজির কৈশোর আর যৌবনের বিকাশ।

কুরাইশেরা ভাবলো, 'যেহেতু মুহাম্মাদ এখন আবু তালিবের বংশে লালিত-পালিত, আর আবু তালিবও আমাদের কাছে অগাধ সম্মানিত ব্যক্তি, ফলে তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদে যাওয়ার আগে ব্যাপারটা নিয়ে আবু তালিবের সাথে বৈঠক করাটাই সবচেয়ে মঙ্গল। আমাদের বিশ্বাস, আবু তালিব তার পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করেনি এবং করবেও না। যুবক মুহাম্মাদের কথায় তাড়িত হয়ে বাপ-দাদার ধর্ম বিসর্জন দেওয়ার মতন নির্বোধ নন আবু তালিব! অতএব, আমরা আগে আবু তালিবের সাথেই বৈঠক করবো। তাকে বলবো, তার ভ্রাতুষ্পুত্রের ব্যাপারে কোনো একটা কঠিন সিদ্ধান্ত যেন সে নেয়। হয় মুহাম্মাদকে আবু তালিব নিজেই থামাবে, না হয় আমাদের কাছে তাকে হস্তান্তর করবে। বাকিটা আমরাই দেখে নেবো।'

কুরাইশদের এই ভাবনার প্রতিফলন ঘটলো পরের দিন। তারা সদলবলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবু তালিবের কাছে এসে বললো, 'শ্রদ্ধেয় আবু তালিব! আপনি বয়সে আমাদের সকলের চেয়ে প্রবীণ এবং বিবেক আর বুদ্ধিতে অন্য সবার চাইতে অভিজ্ঞ। আপনি আমাদের কাছে পরম শ্রদ্ধেয় একজন মানুষ। আপনার সামনে দাঁড়িয়ে, এভাবে কথা বলতে হবে তা আমরা কোনোদিন কল্পনাও করিনি। কিন্তু পরিস্থিতি এতোটাই ঘোলাটে হয়ে গেছে যে, আজ আমরা নিরুপায় হয়ে আপনার সামনে উপবিষ্ট হয়েছি।'

তাদের কথাবার্তা শুনে আবু তালিব বললেন, 'তোমাদের যা বলার স্পষ্ট করেই বলো, হে কুরাইশ সম্প্রদায়।'

তারা বলতে লাগলো, 'শ্রদ্ধেয় আবু তালিব! আমরা বিভিন্নভাবে ইতঃপূর্বে আপনাকে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র সম্পর্কে অবহিত করেছি। তার বাড়াবাড়ি, আমাদের ধর্ম নিয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কটূক্তি, বিষোদ্গার-সহ হেন কোনো কাজ নেই যা সে করে বেড়াচ্ছে না। আমরা বারে বারে তাকে সতর্ক করেছি, সুযোগ দিয়েছি। কিন্তু শুধরানোর লেশমাত্র চিহ্নও তার মাঝে আমরা দেখতে পাইনি, বরং দিনের পর দিন সে আরও বেশি বেপরোয়া, আরও বেশি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের আনীত, পালিত ধর্মকে সে বাতুলতা বলছে। সে বলতে চাইছে আমাদের উপাস্য দেবদেবীগুলো মাটির পুতুল বৈ আর কিচ্ছু নয়। এদের কোনো ক্ষমতা নেই। আমাদের উপাস্যদের বাদ দিয়ে, সে মানুষকে এক অদৃশ্য, অস্পর্শ্য সত্তার উপাসনা করতে প্রলুব্ধ করছে। এমতাবস্থায়, আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, হয় আপনি মুহাম্মাদের কোনো একটা বিহিত করবেন, নয়তো আমাদের হাতে তাকে সোপর্দ করে দেবেন।'

কুরাইশদের দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে আবু তালিব তেমন কিছু বললেন না। খানিকক্ষণ ভেবেচিন্তে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডেকে পাঠালেন তিনি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত হলে এতোক্ষণ ধরে কুরাইশেরা যা যা বলেছে তার বিরুদ্ধে, সবকিছু সবিস্তারে খুলে বললেন আবু তালিব। এরপর বললেন, 'ভাতিজা, বুঝতেই পারছো ঘটনা অনেকদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে। আমি বলি কী, তুমি তোমাকেও সামলে চলো, আমাকেও সামলে চলতে দাও। আমার ওপর বাড়তি কোনোকিছু চাপিয়ে দিয়ো না।'

আসলে কুরাইশ সম্প্রদায়ের অভিযোগ শুনে নবিজির চাচা আবু তালিব প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তিনি ভেবেছেন, জল অনেকদূর গড়িয়ে গেছে। এই অবস্থায় মুহাম্মাদকে যদি না আটকানো হয়, তাহলে তার জীবন তো হুমকির মুখে পড়বেই, সাথে আবু তালিবেরও জীবননাশের শঙ্কা দেখা দিতে পারে। কারণ, আবু তালিব খুব ভালোভাবেই নিজের গোত্রকে চেনেন। এরা যুদ্ধবাজ জাতি। যুদ্ধ এদের রক্ত আর অস্থিমজ্জায় মিশে আছে। স্বার্থে আঘাত লাগলে এরা নিজের রক্তের সাথেও যুদ্ধ করতে পিছপা হয় না।

আবু তালিবের এমন কথায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খানিকটা বিস্মিত আর ব্যথিত হলেন। এতোদিন ধরে মাথার ওপর ছায়া দিয়ে থাকা বৃক্ষের আজ বুঝি পতন হলো। আর বুঝি কখনোই কুরাইশদের ষড়যন্ত্রের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবেন না চাচাজান। ঘোরতর বিপদের দিনে প্রিয় চাচা আর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের তত্ত্বাবধানে রাখতে চাচ্ছেন না—এটা ভাবতেই চোখজোড়া পানিতে টলমল করে উঠলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কিন্তু তিনি যে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি জানেন, জগতের সবাই যদি তার বিপক্ষেও যায়, কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যদি তার পক্ষে থাকে, তাহলে কারও সাধ্য নেই তার একচুল পরিমাণ ক্ষতি করে। নবিজির সমস্ত নির্ভরতা, সমস্ত ভরসা তো মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ওপরে। আবু তালিবের এমন পিছিয়ে যাওয়ায় তিনি কি ঘাবড়ে যেতে পারেন? তা কি কখনো সম্ভব?

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটু সামনে অগ্রসর হলেন। সকলের মাঝামাঝি এসে, চাচা আবু তালিবের চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, 'প্রিয় চাচাজান! আল্লাহর শপথ করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ, এই কুরাইশেরা যদি আমার এক হাতে আকাশের সূর্য আর অন্য হাতে আকাশের চাঁদও এনে দেয়, তবু আমি যে সত্য এখন প্রচার করছি, তা থেকে একবিন্দু পরিমাণ সরে দাঁড়াবো না। আমি ঠিক ততোদিন পর্যন্ত আমার কাজ চালিয়ে যাবো যতোদিন না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করেন, কিংবা যতোদিন পর্যন্ত না এই কাজ করতে করতে আমার মৃত্যু আসে।'[১]

কথাগুলো বলা শেষ হলে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বুক ফেটে কান্না এলো। চোখ দিয়ে টপটপ করে গড়িয়ে পড়লো অশ্রুজল। যাদের হিদায়াতের জন্য তিনি আহাজারি করে যাচ্ছেন, সেই লোকগুলোই তাকে উৎখাত করতে উঠেপড়ে লেগেছে। স্বজাতির শত্রুতা আর এমন দুর্দিনে প্রাণাধিক প্রিয় চাচার নির্লিপ্ততা যেন নবিজিকে এফোঁড়ওফোঁড় করে ছাড়লো। বুকের ভেতর বেদনার সাগরে উথলে উঠলো বিষাদের ঢেউ। তিনি চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন। হঠাৎ পেছন থেকে আওয়াজ এলো, 'ভাতিজা, দাঁড়াও।'

থমকে দাঁড়ালেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এ যে চাচা আবু তালিবের আদেশ। তিনি কি তবে নতুন কোনো আদেশ জারি করবেন এখন? তিনি কি বলে

---

[১] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, ইবনু হিশাম, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৬৫-২৬৬

অধিকাংশ সিরাতের বর্ণনায় এভাবেই এসেছে। তবে অন্য কিছু বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি তখন আকাশের দিকে চেয়ে বলেছিলেন, 'তোমরা কি এই সূর্য দেখতে পাচ্ছ?' তারা বলেছিল, 'হ্যাঁ।' তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা যদি এই সূর্য থেকে আমাকে খানিকটা আগুন এনে দিতে পারো, তবু আমি এটা (দ্বীনের দাওয়াত) ছেড়ে দিতে পারব না।' তথ্যসূত্র—*মুসতাদরাকুল হাকিম* : ৬৪৬৭; *মুসনাদু আবি ইয়ালা* : ৬৮০৪; *দালায়িলুন নুবুওয়াহ* : ২; পৃষ্ঠা : ১৮৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বসবেন, 'আজ থেকে আমি আর তোমার পক্ষে নেই?'

না, আবু তালিব সেরকম কিছু বললেন না। তিনি অধিকতর সাহস আর শক্তি নিয়ে বললেন, 'মুহাম্মাদ, তুমি যা প্রচার করতে চাও অনায়েশে করো। তোমার যা মন চায় করতে পারো। আমি আজ সবার সম্মুখে ওয়াদা করছি, আমার প্রাণ থাকতে আমি কখনোই তোমাকে কুরাইশদের হাতে সোপর্দ করবো না।'

কাহিনির শেষ দৃশ্যপটে এসে চাচা আবু তালিবের এমন চমৎকার দৃঢ়তা আর শক্তিমত্তা দেখে অভিভূত হলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! বিস্মিত উপস্থিত কুরাইশেরা! নিজেদের পরিকল্পনাকে এভাবে ভেস্তে যেতে দেখে তারা ঘৃণা আর জিঘাংসা নিয়েই ফিরলো সেদিন।

তবে সেদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহস আর অবিচল দৃঢ়তা কি কম অবাক করেছিলো আবু তালিবকে? কুরাইশেরা তো একপ্রকার প্রাণনাশের প্রজ্ঞাপন হাতে নিয়েই এসেছিলো সেদিন। হয় থামতে হবে, নয়তো বরণ করে নিতে হবে মৃত্যুকে। হয় চুপ থাকো, নয়তো পান করো মৃত্যুর হেমলক। প্রাণনাশের এমন অবস্থা জেনেও, শিয়রে মৃত্যুর গন্ধ টের পেয়েও যে যুবক গলা উঁচু করে বলতে পারে, 'আমার এক হাতে যদি আকাশের সূর্য আর অন্য হাতে আকাশের চাঁদও এনে দেওয়া হয়, তবু যে সত্য আমি প্রচার করছি, তা থেকে একচুলও আমি সরে দাঁড়াবো না', তাকে দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যায়?

দ্বীনের ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন দৃঢ়তা আর সাহসের জন্যই সেদিন সম্ভবত আবু তালিব নিজের শিথিলতা ভেঙে হুংকার দিয়ে কুরাইশদের খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে পেরেছিলেন। যে অন্তর পান করেছে ওহির সুধা, সেই অন্তরে কি নিন্দা আর তিরস্কারের ভয় থাকতে পারে?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মানুষের জন্য ভালোবাসা

নবুওয়াতের একেবারে শুরুর দিকের কথা। তখনও মক্কায় ইসলামের তেমন নামডাক ছড়ায়নি। মুষ্টিমেয় লোক মাত্র ইসলামে প্রবেশ করেছে। কিন্তু ততোদিনে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শত্রুদের চোখের কাঁটায় পরিণত হয়ে গেছেন ঠিকই।

একদিন ইরাশ গোত্রের একলোক তার একটা উট নিয়ে মক্কায় আসে সওদার উদ্দেশ্যে। উটটা বিক্রি করার জন্যে বাজারে বাজারে ঘুরে ক্রেতা খুঁজতে লাগলো সে। আবু জাহল বাজারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় উটটাকে দেখতে পায় এবং প্রথম দেখাতেই পছন্দ করে ফেলে। যখন জানা গেলো যে, এই উট বিক্রি হবে, তখন উটটি কিনে নেওয়ার জন্য আবু জাহল ইরাশ গোত্রের ওই লোকের কাছে ব্যাপক আগ্রহ প্রকাশ করলো। আবু জাহল সম্প্রদায়ের সম্মানিত এবং প্রতাপশালী ব্যক্তি। ইরাশ গোত্রের ওই ব্যক্তিও তাকে চিনতে পারে এবং তার কাছে নিজের উট বেচতে পারাটাকে সম্মানের অংশ মনে করে।

তাদের মধ্যে দরাদরি হয় এবং একটা নির্ধারিত মূল্যে আবু জাহল উটটি কিনে নেয়। কিন্তু আবু জাহল ইরাশ গোত্রের লোকটিকে বললো, 'শোনো, আমার কাছে খুব বেশি টাকা নেই এখন। এক কাজ করো, উটটি বরং আমি আজ নিয়েই যাই। তোমাকে উটের দাম আগামীকাল দিয়ে দেওয়া হবে, কী বলো?'

সম্মানিত এক গোত্রের এতো সম্মানিত এবং প্রতাপশালী এক নেতা যখন এভাবে আবদার করে, তখন জগতের যেকেউ তা নির্দ্বিধায়, নিঃসংকোচে মেনে নেবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইরাশ গোত্রের ওই লোকটাও মেনে নিলো। বললো, 'কোনো সমস্যা নেই। আমি আজই মক্কা ছাড়ছি না। আরও কয়েকদিন আমি এখানে অবস্থান করবো। উটের দামটা আপনি না হয় পরেই আমাকে বুঝিয়ে দেবেন। আপনি এই উট নিয়ে যান দয়া করে।'

আবু জাহল উটটিকে নিয়ে এলো ঠিকই, কিন্তু সে বুঝতে পারলো যে, এই সওদাগর নিতান্তই বোকা আর নির্বোধ। কেবল তা-ই নয়, পোশাক-আশাকে বোঝা যাচ্ছে, সে অত্যন্ত দরিদ্র শ্রেণির। সুতরাং, একে ঠকানো তো একেবারে মামুলি ব্যাপার! উটের দামটা না দিলে কিংবা উট ক্রয়ের ব্যাপারটা যদি কোনোভাবে অস্বীকার করে ফেলা যায়, তাহলে এই বোকা লোকটার ক্ষমতা নেই কিছু করার।

আবু জাহল তা-ই করলো। পরদিন উটের মালিক যখন আবু জাহলের কাছে উটের দামটা চাইতে এলো, তখন তো আবু জাহলের আকাশ থেকে পড়ার মতন অবস্থা! চেহারায় নিষ্পাপ এবং গাম্ভীর্যের একটা ছাপ জিইয়ে রেখে আবু জাহল বললো, 'তুমি কে বলো তো? তোমাকে তো আগে কখনো এদিকটায় দেখিনি বাপু। আর, কীসের দাম চাইছো তুমি আমার কাছে?'

আবু জাহলের কথা শুনে হতবাক হয়ে গেলো উটের মালিক! বংশীয় মর্যাদা আর প্রতিপত্তির দিকে চেয়ে, অগাধ বিশ্বাস করে নিজের একমাত্র উটটি বাকিতে যার হাতে তুলে দিয়েছিলো গতকাল, সেই ভদ্রলোকটাই নাকি ব্যাপারটাকে অস্বীকারের পাঁয়তারা করছে?

লোকটা বললো, 'দেখুন, গতকাল বাজারে আপনি আমার উটটি কিনতে চাইলে আমি আপনার কাছে বেচতে রাজি হই। কিন্তু আপনার কাছে টাকা না থাকায় আপনি আমাকে পরে শোধ করার ওয়াদা করেন। আজ আপনি সবটা কীভাবে অস্বীকার করে যাচ্ছেন?'

আবু জাহল ক্ষিপ্ত গলায় বললো, 'দূর হও এখান থেকে! তুমি আমার নামে অপবাদ দিতে এসেছো কোন সাহসে? তুমি জানো আমি কে?'

উটের মালিক আবু জাহলকে চেনে। এই তল্লাটের ক্ষমতাধর, প্রতাপশালী একজন নেতা। এবং নিজেকেও ভালোভাবে চেনে সে। গরিব আর অসহায় এক বিদেশি যে পেটের দায়ে নিজের উটখানা ভালো দামে বেচতে এসেছিলো এই দূরদেশে। এই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তল্লাটের নেতাই যখন তার সাথে প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিলো, তখন চোখের পানি ফেলা ছাড়া তার আর কীই বা করার আছে?

কিন্তু এতো দূরে এসে, এভাবে একেবারে খালি হাতে ফিরে যেতে কেমন যেন মন সায় দিচ্ছে না তার। লোকটা কুরাইশদের একটা সভায় এলো এবং বললো, 'কুরাইশগণ! আপনাদের কেউ কি আবুল হাকামের কাছ থেকে আমার পাওনা টাকা আদায় করে দিতে পারবেন? দেখুন, আমি একজন বিদেশি। একটি উট ছিলো, তা আপনাদের তল্লাটে বেচতে এসেছিলাম। আমাকে দুর্বল এবং অসহায় পেয়ে আবুল হাকাম ইবনু হিশাম আমার পাওনা টাকা দিতে অস্বীকার করছে। দয়া করে কেউ কি আমাকে আমার পাওনা টাকা আদায়ে সাহায্য করতে পারেন?'

যে জটলার কাছে এসে উটের মালিক এই করজোড় অনুনয় করছিলো, তার অদূরে একটা খোলা জায়গায় বসে ছিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। জটলার লোকেরা নবিজিকে দেখিয়ে দিয়ে বললো, 'ওই যে এক লোক ওখানে বসে আছে, দেখতে পাচ্ছো?'

'হ্যাঁ।'

'তার কাছে যাও। একমাত্র সে-ই পারবে তোমার পাওনা টাকা আদায় করে দিতে।'

আসলে তারা যে সৎ উদ্দেশ্যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখিয়ে দিয়েছিলো সেদিন, তা কিন্তু নয়। তারা নবিজিকে বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলার জন্যেই এরূপ করেছিলো। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু জাহলের মধ্যে যে একটা বিরোধ চলছে, সেটা তারা খুব ভালোভাবেই জানতো। নবিজিকে দেখিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিলো এই—আবু জাহলের মুখোমুখি হতে নাবিজি সাহস করে কি না, তা যাচাই করা কিংবা নবিজি যদি সত্যই লোকটাকে নিয়ে আবু জাহলের কাছে যায়, তাহলে আবু জাহল আগের চাইতে আরও দ্বিগুণ রেগে যাবে। সর্বোপরি, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিব্রতকর বিপদের মুখোমুখি করিয়ে দেওয়াই তাদের মোক্ষম উদ্দেশ্য ছিলো।

কিন্তু উটওয়ালা সরল লোকটা তো আর এতো দুরভিসন্ধি সম্পর্কে জানে না। সে তাদের কথামতো, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, 'হে আল্লাহর বান্দা! আমি অমুক জায়গা থেকে এখানে সওদা করতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এসেছি। এই তল্লাটের আবুল হাকাম ইবনু হিশামের কাছে আমি আমার একমাত্র উটটি বেচে দিয়েছিলাম, কিন্তু আমার পাওনা টাকা দিতে লোকটা এখন অস্বীকার করছে। আমি ওই জটলার লোকগুলোর কাছে অনুনয় করে বলেছিলাম আমার পাওনা টাকা আদায়ে আমাকে একটু সাহায্য করতে। তারা সবাই তখন আপনাকে দেখিয়ে দিয়েছে। তারা বললো, আপনিই এর উপযুক্ত ব্যক্তি। আপনি কি আমাকে কোনোভাবে সাহায্য করতে পারেন?'

সবটা শুনে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'চলুন আমার সাথে।'

লোকটাকে সাথে নিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঠিক ঠিক আবু জাহলের গৃহে উপস্থিত হলেন। ঘরের দরজায় কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে আবু জাহল বলে উঠলো, 'কে কড়া নাড়ছে?'

নবিজি উত্তরে বললেন, 'আমি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি আব্দিল মুত্তালিব।'

'কী চাই?'

'একটু দরকার আছে। বাইরে এসো।'

আবু জাহল দরজা খুললো এবং তার চেহারা খুব অস্বাভাবিক হয়ে উঠলো সাথে সাথে। বাঘের মুখে পড়লে বনের বনেদি হরিণের যে অবস্থা হয়—ঠিক সেরকম। ভয়ার্ত চেহারা তার, যেন গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ! কোনোভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, 'কী বলতে চাও, বলো?'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটের মালিককে দেখিয়ে বললো, 'এই লোকটার কাছ থেকে উট কিনে তার দাম দিচ্ছো না কেন? এক্ষুনি তার দাম পরিশোধ করে দাও।'

আবু জাহল একদৌড়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো এবং খানিক বাদে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উটের মালিকের হাতে তার ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে দিয়ে পুনরায় ঘরের ভেতর ঢুকে ধপাস করে দরজা লাগিয়ে দিলো।

নিজের পাওনা বুঝে পেয়ে উটের মালিক কৃতজ্ঞতায় গদগদ হলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে। তার মনে দুশ্চিন্তার যে কালো ছায়া ভর করেছিলো,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তা এই অচেনা লোকটা দূরীভূত করে দিলেন। লোকটা সওদার টাকা থলেতে পুরে নিয়ে খুশিমনে আগের সেই জটলার পাশ দিয়ে হেঁটে চলে যেতে লাগলো। তাকে দেখে জটলার কেউ একজন হাঁক ডেকে জানতে চাইলো, 'কী হে পথিক, কী হলো তোমার পাওনার?'

তাদের ডাক শুনে থামলেন ইরাশ গোত্রের ওই লোক। খুশিয়াল গলায় বললেন, 'আপনাদের দেখিয়ে দেওয়া লোকটা আমাকে আবুল হাকামের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমার পাওনা আদায় করে দিয়েছেন। আল্লাহ যেন তাকে উত্তম প্রতিদান দান করেন।'

উটের মালিকের উত্তর শুনে হতভম্ব হয়ে গেলো জটলার লোকগুলো। এমন তো হওয়ার কথা না! তাদের ধারণা ছিলো, এই অসিলায় মুহাম্মাদ এবং আবু জাহলের মধ্যে একটা ভীষণ লড়াই বাধবে এবং তাতে আবু জাহল জিতে যাবে। তখন তারাও নতুন একটা সুযোগ পাবে মুহাম্মাদকে উত্ত্যক্ত করার। কিন্তু তার তো কিছু হলোই না, উল্টো লোকটা নাকি তার পাওনা টাকা বুঝে পেয়ে গেছে! ঘটনা তাহলে কী?

ঘটনা জানা যায় একটু বাদে। আবু জাহল তাদের কাছে এলে তারা জিগ্যেশ করলো, 'আজ কী হলো তোমার আবুল হাকাম? এমন তো আগে কখনো হতে দেখিনি। মুহাম্মাদ তোমার কাছে গিয়ে বললো আর তুমি একেবারে সুবোধ বালকের মতো করে তার পাওনা বুঝিয়ে দিলে?'

আবু জাহল বিমর্ষ চেহারায় বললো, 'না, ঘটনা তোমরা যেমন ভাবছো, তেমন নয়। মুহাম্মাদ আমাকে কোনো একটা আদেশ করবে আর আমি তা অবলীলায় পালন করে তার আনুগত্য মেনে নেবো—এমন বোধহীন আমাকে ভেবো না।'

'তাহলে কী কারণে তুমি মুহাম্মাদের কথায় ওই বেদুইনের পাওনা পরিশোধ করলে বলো তো?'

আবু জাহলের চোখ থেকে ভয়ের রেশ তখনও পুরোপুরি কাটেনি। সে ভয়ার্ত গলায়, ভীতসন্ত্রস্ত চেহারায় বললো, 'আজ আমার সাথে যা হয়েছে তার আপাত কোনো ব্যাখ্যা নেই। নিজের চোখদুটোকে অবিশ্বাস করতে পারলে আনন্দ পেতাম বটে, কিন্তু এই দুচোখ দিয়ে আজ আমি যা দেখেছি তা কোনোভাবে অস্বীকার করারও সুযোগ নেই।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

জটলার লোকগুলো বললো, 'ভয়ানক কিছু একটা যে ঘটেছে তা তোমার চেহারার আকৃতিই বলে দিচ্ছে। তোমাকে ভীষণ ভয়ার্ত আর বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে আবুল হাকাম। বলো তো খুলে, কী হয়েছে? মুহাম্মাদ কি তোমার সাথে খুব খারাপ কিছু করেছে?'

'খারাপ কিছু করেনি, কিন্তু খারাপ কিছু হতে পারতো।'

'যেমন?'

ঘটনার আদ্যোপান্ত বলতে শুরু করলো আবু জাহল, 'শোনো তবে। আজ বিকেলে আমার দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ পেলে আমি দরজা খুলে বেরিয়ে আসি। বিশ্বাস করো, বাইরে এসে আমি যে দৃশ্য দেখেছি, তার চাইতে ভয়ংকর, তার চাইতে অদ্ভুত জিনিস আমি এর আগে কখনো দেখিনি।'

সবাই বললো, 'আবুল হাকাম, তুমি কী এমন দেখলে যার ভয় তোমাকে এখনো তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে?'

'আমি দেখলাম—দরজার কাছে মুহাম্মাদ দাঁড়িয়ে আছে এবং তার পাশে ইরাশ গোত্রের সেই উটওয়ালা। মুহাম্মাদকে দেখে আমি বিন্দুমাত্র ভয় পাইনি, কিন্তু তার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা ওই বিশাল জন্তুটাকে দেখে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার জোগাড়! ওই জন্তুর চোয়াল এতো উঁচু যে, তা যেন আকাশ ফুঁড়ে চলে যেতে চাচ্ছে। এতো বিশাল ঘাড় ও ভয়ংকর দাঁত বিশিষ্ট কোনো জন্তু আমি আগে কখনোই দেখিনি। বিশ্বাস করো, জন্তুটা এতো বিশাল এক হা করে ছিলো যে, আমার মনে হলো, আমি যদি মুহাম্মাদের কথায় উটের মালিককে তার পাওনা পরিশোধ না করতাম, তাহলে ওই ভয়ংকর জন্তুটা আমাকে মুহূর্তের মাঝে গিলে সাবাড় করে ফেলতো।'[১]

আসলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেদিন বিশেষ সাহায্যের মাধ্যমে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবু জাহলের মুখোমুখি করেছিলেন। অবস্থা এমন করেছিলেন যে, ঘরের বাইরে এসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অপমান অপদস্থ করা তো দূর, নিজের প্রাণের ভয়েই সে তটস্থ হয়ে পড়লো।

---

[১] *সিরাতু ইবনি ইসহাক*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ১৯৬; *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, ইবনু হিশাম, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৩৮৯-৩৯০; *দালাইলুন নুবুওওয়া*, আসবাহানি, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২১০; *দালাইলুন নুবুওওয়া*, বাইহাকি, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ১৯৩-১৯৪; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ৪৫; *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, ইবনু কাসির, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৪৬৯-৪৭০; *আল-খাসায়িসুল কুবরা*, সুয়ূতি, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২১২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা বিশেষ সাহায্য ছিলো এটা। কিন্তু এই ঘটনা আমাদের সন্ধান দেয় নবিজির মহান এক গুণের। ওই সময় মক্কায় আবু জাহলের চাইতে বড়ো কোনো শত্রু নবিজির ছিলো না। নবিজির বিরুদ্ধে সারাক্ষণ কোনো না কোনো শয়তানিতে লিপ্ত ছিলো আবু জাহল। নিজের তাগিদে নয়, এক দরিদ্র বেদুইন ব্যবসায়ীর স্বার্থ রক্ষার্থে এমন এক শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারাটা এক অসীম সাহসের প্রমাণ দেয়।

এই যে অসহায় মানুষের জন্য নিজের সবচেয়ে বড়ো দুশমনের মুখোমুখি হওয়ার হিম্মত, নিজের জীবননাশের শঙ্কা আছে জেনেও অন্যের জন্য শত্রুর ডেরায় পা রাখতে পারার সাহস—এটাই একজন প্রকৃত নেতার গুণ। আর নেতা হিশেবে কতোই না উত্তম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নিজের খাবার বিলিয়ে দেবো

হন্তদন্ত হয়ে একলোক ছুটে এলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে। এসে বললো, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! সর্বনাশ হয়ে গেছে! আমি তো ধ্বংস হয়ে গেলাম।'

নবিজি বললেন, 'কী হয়েছে তোমার? কেনই বা নিজেকে ধ্বংসপ্রাপ্তদের কাতারে ভাবছো?'

লোকটা বিমর্ষ, হতাশায় বিহ্বল চেহারা নিয়ে বললো, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি সিয়াম অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছি। আমি বড়ো গুনাহের কাজ করে ফেলেছি। আমার ভয় লাগছে ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহ যদি আমার এই পাপ ক্ষমা না করেন, তাহলে তো আমি চিরদুঃখের স্থান জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবো।'

লোকটাকে অভয় দিয়ে নবিজি বললেন, 'তুমি এর কাফফারা হিসেবে একজন ক্রীতদাস মুক্ত করে দাও।'

'ইয়া রাসুলাল্লাহ, ক্রীতদাস মুক্ত করবো—এতো সামর্থ্য তো আমার নেই।', লোকটা বললো।

লোকটার কথা শুনে নবিজি বললেন, 'তাহলে টানা দু-মাস সিয়াম রাখো।

'ইয়া রাসুলাল্লাহ, এটাও তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'তাহলে ৬০ জন মিসকিনকে দুবেলা খাবার খাওয়াও। আশা করা যায়, এই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কাফফারার বদৌলতে আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দেবেন।'

লোকটি এবারও লজ্জাবনত হয়ে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার কাছে যে এ পরিমাণ অর্থ বা খাবারও নেই।'

লোকটা ছিল নিতান্তই দরিদ্র! গুনাহমুক্তির আশায় ৬০ জন মিসকিনকে দু-বেলা খাবার খাইয়ে সিয়াম ভাঙার কাফফারা যে আদায় করবে—সেই সামর্থ্য তার কোথায়? কাফফারার কথা শুনে লোকটার চেহারায় বিষণ্ণতার ছাপ যেন আরো প্রকট, আরো দীর্ঘ হয়ে উঠলো। নিজের দারিদ্র্য এবং অপারগতার কথা স্বীকার করে লোকটা গভীর অনুনয়ের সাথে নবিজিকে বললো, 'কাফফারা দেওয়ার কোনো সামর্থ্য আমার নেই, ইয়া রাসুলাল্লাহ।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোটা একটা জনপদের, বিশাল এক জনগোষ্ঠীর অবিসংবাদিত নেতা তখন। তার কাছে প্রতিদিন এরকম কতো অসংখ্য, কতো অঢেল সমস্যার ঝুলি নিয়ে মানুষেরা আসে তার হিশেব নেই। যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জায়গায় অন্যকোনো সাধারণ নেতা হতো, যদি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে দেখে থাকা জনমানুষের প্রতিনিধিরা, যারা ভোগ এবং বিলাসের মোহে বিভোর থাকার বাইরে আর কিছুই ভাবতে পারেন না, তাদের মতো কেউ থাকলে এরকম অভিযোগ, অনুযোগগুলো, মানুষের এহেন জিজ্ঞাসা এবং সমস্যাগুলোর প্রতিলিপি এ-টেবিল ও-টেবিল ঘুরে শেষ অবধি ময়লার ভাগাড়ে পরিত্যক্ত কাগজ হিশেবে জায়গা করে নিতো। কিন্তু এক বিশাল জনগোষ্ঠীর নেতা, একটা জনপদের ক্ষমতাধর ব্যক্তি হয়েও তিনি কোনোদিন কারো ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ কোনো দরকার, কোনো প্রয়োজন, কোনো সমস্যাকেই ছোটো করে দেখেননি। তার চোখে ছোটো-বড়ো, জাতপাত, ধনী-গরিব, সাদা-কালো, আরব-অনারব কোনো ভেদাভেদ ছিলো না। কি বেদুইন অথবা আরবের সম্ভ্রান্ত বংশের সর্বোচ্চ নেতা, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সবার একটাই পরিচয়—আল্লাহর বান্দা!

সেই গরিব লোক, যে তার সমস্যা নিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসেছিলো, কাফফারা আদায় করতে অপারগ হওয়াতে ভগ্ন-মনোরথে মসজিদে নববির একপাশে গিয়ে বসে পড়লো। নিজের পাপের কাফফারাটুকু করতে না পারার ভীষণ মনোযন্ত্রণা তাকে হয়তো দগ্ধ করতে লাগলো। ওদিকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও নিজের দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

যেখানে সৈন্য পাঠানো দরকার পাঠাচ্ছেন, যে অঞ্চলে দ্বীন শেখাবার জন্যে লোক নিযুক্ত করতে হবে, সেখানে কাকে পাঠাবেন তা-ও ঠিক করে নিচ্ছেন অন্যদের সাথে শলাপরামর্শ করে, পরিবারে সময় দিচ্ছেন, আত্মীয়স্বজনদের খোঁজ নিচ্ছেন। সব মিলিয়ে বেশ ব্যস্ত একটা দিন যাচ্ছে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের।

খানিক বাদে বাগান থেকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য কিছু খেজুর উপহার এলো কোনো এক সাহাবির তরফ থেকে। খেজুরের ঝুড়ি হস্তগত হতেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যদের ডেকে বললেন, 'যে লোকটি সমস্যা নিয়ে এসেছিলো, সে কোথায়?'

অদূরেই ছিলো লোকটা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনতে পেয়ে হুড়মুড় করে দৌড়ে এসে বললো, 'এই যে আমি, ইয়া রাসুলাল্লাহ!'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাতে খেজুরের ঝুড়িটি তুলে দিয়ে বললেন, 'যাও, এই খেজুরগুলো তোমার গুনাহের কাফফারা হিশেবে সাদাকা করে দাও।'

লোকটি তন্ময় হয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে তাকিয়ে থাকলো খানিকক্ষণ। এতো কাজ, এতো ব্যস্ততা, এতো ঝুট-ঝামেলার মাঝেও তার মতো এক নিঃস্ব অসহায়ের কথা তিনি মনে রেখে দিয়েছেন, এবং নিজের জন্য আসা উপহারটুকু তার হাতে তুলে দেবার ব্যাপারেও এতোটুকু কার্পণ্য যে করেননি—এতেই তার মুগ্ধতার রেশ কাটছে না। সত্যিই, এ যে মহান নবি!

নিজেকে সামলে নিয়ে লোকটা বললো, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! কার কাছে সাদাকা করবো? এ অঞ্চলে আমার চাইতে বেশি অসহায়, অতিশয় নিঃস্ব কাউকে তো আমি চিনি না।'

এরপর ধরা গলায় সে আরো বললো, 'আমার ঘরে খাওয়ার মতো কোনোকিছুই নেই, ইয়া রাসুলাল্লাহ।'

নবিজি এবার হেসে বললেন, 'তাহলে এগুলো তোমার। তুমি পরিবার নিয়ে খেলেই সাদাকা হয়ে যাবে।'[১]

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ১৯৩৬, ১৯৩৭, ২৬০০, ৫৩৬৮, ৬০৮৭, ৬১৬৪, ৬৭০৯, ৬৭১০, ৬৭১১,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী থেকে আমরা জানি, ধন-সম্পদের পাহাড় গড়ার অবারিত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তার কাছে আসা সব অর্থ, সকল হাদিয়া দান করে দিয়ে হতদরিদ্র অবস্থায় দিনাতিপাত করতেন তিনি। খেজুর পাতার চাটাইয়ে ঘুমুতেন বলে তার শরীরে দাগ পড়ে যেতো। তার সংসারে থাকতো নিত্যদিনের অভাব। এমনও হতো, টানা দু-তিন দিন নবিজির ঘরে কোনো খাবার থাকতো না। পানি খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন তিনি পরিবার-সমেত।

একদিন ফজরের সালাত পড়ে এসে তিনি আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে জানতে চাইলেন, 'খাওয়ার মতো ঘরে কি কিছু আছে?'

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জবাবে বললেন, 'না, আজকে ঘরে খাওয়ার মতো কিছু নেই।'

ঘরে খাওয়ার মতো কিছু নেই শোনামাত্র নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিচলিত হননি, বরং আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, 'ও, তাই? আচ্ছা, কোনো সমস্যা নেই। তাহলে আজ আমি সিয়াম রেখে দিলাম।'[১]

একটি শক্তিধর রাষ্ট্রের অধিপতি তিনি! একটি শক্তিশালী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক! এমন একটা মানুষের ঘরে সকাল হলে খাওয়ার মতো কিছু থাকতো না—আজকের কোনো আয়েশি বিশ্বনেতার ব্যাপারে সেটা কল্পনা করা যাবে?

কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিনগুলো কাটতো এভাবেই—মানবেতর! এমন দুঃখ আর কষ্টে ভরা যার সংসারের গল্প, সেই তিনি উপহার হিশেবে পাওয়া খেজুরের ঝুড়ি অন্য একজনের হাতে তুলে দেন কেবল তাকে একটা গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে দেওয়ার জন্যে! 'ঘরে খাবার নেই' জেনে নিজের জন্যে আসা খাদ্যদ্রব্য অন্যজনের হাতে তিনি হাসিমুখে তুলে দিলেন, অথচ তার ঘরে নিত্য টানাপোড়েন! ঘরের হাড়ি শূন্য রেখে অন্যের হাড়িতে দু-হাত ভরে দান করতে পারতেন তিনি। তিনি যে ধরণির তরেই নাযিল হওয়া এক নবি—রাহমাতুল্লিল আলামিন!

৬৮২১; *সহিহ মুসলিম* : ১১১১; *সুনানু আবি দাউদ* : ২৩৯০; *জামি তিরমিযি* : ৭২৪

[১] *সহিহ মুসলিম* : ১১৫৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইকরিমার জন্যে

ইসলামের বিরুদ্ধে আবু জাহলের শত্রুতা সর্বজনবিদিত। এমন কোনো ক্রোধ, জিঘাংসা বাকি নেই যা আবু জাহল ইসলাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেনি। মক্কায় ইসলামের একেবারে শুরুর দিকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচাইতে ঘোরতর শত্রু, সবচাইতে কঠিনতম প্রতিপক্ষ ছিলো আবু জাহল।

যদিও বদরের যুদ্ধে আবু জাহলের শত্রুতার যবনিকাপাত ঘটে, মুসলিম বীরদের হাতে তার শোচনীয় মৃত্যু হয়, কিন্তু তার শত্রুতা এবং ইসলাম-বিরোধিতার সিলসিলা সে জিইয়ে রেখে যায় তার সন্তান ইকরিমার মাঝে। সন্তানকে নিজের শত্রু চিনিয়ে দিতে একটুও ভুল করেনি আবু জাহল। বাবার অবস্থান বেশ শক্তপোক্তভাবে গ্রহণ করে নেয় ইকরিমা। আবু জাহলের যাবতীয় কূটকৌশল, যাবতীয় অপবাদ-অপপ্রচার এবং অন্যায়-অনাচারকে নিজের মধ্যে ধারণ করে ইকরিমা ইবনু আবি জাহল এবং পিতার মৃত্যুর পরে তা বেশ সফলভাবেই ইসলামের বিরুদ্ধে প্রয়োগে সমর্থ হন তিনি। উহুদের ময়দানে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের যে দলটা যুদ্ধে মেতেছিলো, তার নেতৃত্বের অগ্রভাগেই ছিলেন ইকরিমা। মদিনায় বারংবার আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ করে মুসলিমদের জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলবার নেপথ্য নায়ক তিনি। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়কালে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাথীদের মক্কায় প্রবেশ করে উমরা পালন করতে না দেওয়ার ব্যাপারে কুরাইশদের যে সম্মিলিত ঐকমত্য ছিলো, তার পেছনেও ইকরিমার জোরালো অবদান ছিলো। বাবার স্থলাভিষিক্ত হয়ে মুসলিমদের বিরোধিতায় তিনি যেন যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান হিশেবেই নিজেকে মেলে ধরেছিলেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এরপর কতোগুলো দিন পার হলো, কতো নতুন ঢেউ আরব সাগরে আছড়ে পড়েছে তার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এরই মধ্যে মুসলিমরা মক্কা বিজয় করে বীরদর্পে নিজেদের ভূমিতে প্রবেশ করলো। শত্রুরা তাদের যাবতীয় শক্তি এবং শত্রুতা-সমেত ইসলামি শক্তির কাছে পদানত হলো। মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে ইসলামের আসন্ন বিজয় আঁচ করতে পেরে এবং নিজের জীবন বাঁচানোর তাগিদে ইকরিমা মক্কা ছেড়ে একদিন বহুদূরে কোথাও পালিয়ে গেলো।

তারও বহুবছর পর, মক্কার নতুন জীবনে মুসলিমরা তখন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। জনজীবনে নেমে এসেছে প্রাণকল্লোল। গড়ে উঠেছে নতুন ইসলামি সমাজ। চারদিকে বইছে শান্তির এক সুমহান সুবাতাস। কুরআনি আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে মক্কার অলিগলি। সবদিকে এক নিশ্ছিদ্র নির্ভাবনা বিরাজ করে আছে যেন।

এমনই এক পাতাঝরা বিকেলে, সাহাবিদের সাথে কোনো এক ব্যাপার নিয়ে আলোচনায় ডুবে আছেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হঠাৎ তার কাছে সংবাদ এলো, মক্কার প্রবেশদ্বারে আবু জাহলের পুত্র ইকরিমাকে দেখা গেছে। নবিজির সাথে থাকা সাহাবিদের কেউ কেউ ইকরিমার আগমন সংবাদে বিচলিত হয়ে পড়লো। তারা জানে ইকরিমা মানেই নতুন কোনো ষড়যন্ত্র, ইসলামের বিরুদ্ধে নতুন কোনো কূটচাল। তাদের এই সন্দেহ এবং সংশয় অমূলক নয়। ইকরিমার কর্মকাণ্ড, তার চক্রান্ত এবং বিরোধিতার ব্যাপারে মুসলিম শিবিরের সকলে কমবেশি অবগত। তাই পূর্ব-শত্রুর এমন আকস্মিক উদয়ে নতুন বিপদের শঙ্কাই মনে জেগে ওঠা স্বাভাবিক। উপবিষ্ট সাহাবিদের কেউ কেউ ইকরিমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার কথাও বলে ফেললো। কেউ কেউ ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়লেও, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিদ্ধান্ত শোনার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে আছেন।

কিন্তু নবিজি একেবারে চুপচাপ। তার চেহারায় আসন্ন বিপদের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র শঙ্কা নেই। ইকরিমার মতো এমন কঠিন এবং কৌশলী শত্রুর ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন নির্ভার হয়ে থাকাটা বেশ কৌতূহলেরও বটে।

নবিজি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘শোনো, ইকরিমা আমার সাথে দেখা করতে আসছে। ওর পিতার নাম আমর ইবনু হিশাম। অসম্ভব জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অধিকারী ছিল বলে লোকে তাকে আবুল হাকাম বা জ্ঞানীদের পিতা বলেই ডাকতো। কিন্তু মুসলিমদের ব্যাপারে তার নিঃসীম ঘৃণা, অন্যায় আচরণ এবং আল্লাহর ওহির ব্যাপারে ততোধিক কূপমণ্ডূকতাপূর্ণ ব্যবহারের কারণে পরবর্তীতে মুসলিমদের কাছে সে আবু জাহল তথা মূর্খদের পিতা নামে পরিচিত হয়। তবে খবরদার—ইকরিমা যখন আমার সামনে আসবে, তোমরা ভুলেও যেন তাকে ইকরিমা ইবনু আবি জাহল বলে ডেকে বসো না। আমার মন বলছে ইকরিমা ইসলাম গ্রহণ করবে, এবং যদি সে তা করেও, তার পিতার ভুল অবস্থানের পরও তোমাদের মুখে পিতার ব্যাপারে মন্দকথা শুনলে তার অন্তর বিষিয়ে পড়তে পারে। যতো যা-ই হোক, আবু জাহল কিন্তু তার পিতা ছিলো। পিতার নিন্দা-মন্দ তোমাদের মুখে শুনতে এখনই সে প্রস্তুত নয়।'

সেবার তা-ই হলো। ইকরিমা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলো, এবং নিজের যাবতীয় কৃতকর্মের জন্য তাওবা করে, নবিজির হাত ধরে ইসলামের সুমহান ছায়াতলে প্রবেশ করলো।[১]

সেদিনকার এই ঘটনা থেকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্রের এক নতুন দিক, নতুন এক দিগন্তের দেখা আমরা পাই। ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা আর বিরোধিতায় আবু জাহলের চাইতে কোনো অংশে কম যেতো না তার পুত্র ইকরিমা। বড়ো বড়ো যুদ্ধগুলোতে মুসলিম শিবিরে বিপর্যয় ঘটানোর যত প্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করা হয়েছিলো, তার নেতৃত্বে ইকরিমার ছিলো শর্তহীন উপস্থিতি। পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবার লড়াই হিশেবেই যেন তার আবির্ভাব। ইসলামের এমন এক চরম শত্রুর আগমনকে কতোখানি সহজভাবে সেদিন নিয়েছিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তারচেয়ে বড়ো ব্যাপার হলো এই—ইকরিমার উপস্থিতিতে তাকে যেন ইকরিমা ইবনু আবি জাহল বলে সম্বোধন করা না হয়, সে ব্যাপারে সাহাবিদেরকে নবিজির বিচক্ষণ, অগ্রীম সতর্কবাণী। পিতা যতোই খারাপ হোক না কেন, পুত্রের অন্তরে তার জন্যে যে স্বাভাবিক ভালোবাসা আর আবেগ বিদ্যমান থাকে, সেই ভালোবাসা আর আবেগে আঘাত করে নতুন দ্বীনে আসতে যাওয়া ইকরিমার মন ভেঙে দিতে চাননি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

---

[১] *আল-মাগাজি*, ওয়াকিদি, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৮৫০-৮৫৩; *তারিখুত তাবারি* : ১১; পৃষ্ঠা : ৫০১-৫০২; *তারিখুল খামিস*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৯১-৯২; *সুবুলুল হুদা ওয়া-রশাদ*, খণ্ড : ৫; পৃষ্ঠা : ২৫২-২৫৩; *আস-সিরাতুল হালাবিয়্যা*, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ১৩২-১৩৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র এবং মাহাত্ম্যের এমন ঘটনা তাকে নেতা এবং নেতৃত্বের চাইতেও বড়ো একটা জায়গায় আসীন করেছে এবং তা হলো—মানবতাবোধ। মানুষের মনকে বুঝতে পারবার যে অসাধারণ ধীশক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখিয়েছেন সেদিন, মানবচরিত্র হিশেবে নবিজিকে সেটা অনন্য উচ্চতায় তুলে ধরে। তিনি যে সাধারণ কোনো নেতা ছিলেন না, সমানভাবে মনের চিকিৎসকও ছিলেন, এই ঘটনা তার এক জ্বলজ্বলে প্রমাণ। শত্রুকে ঘায়েল করতে গিয়ে তার ব্যাপারে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, অকথ্য-অশালীন মন্তব্য ছুড়ে দেওয়ার এই অস্থির সময়ে নবি-চরিত্রের এই সমুজ্জ্বল দিকটা আমাদের জন্য দারুণ এক শিক্ষা হয়ে উঠতে পারে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সম্ভাবনার খোঁজে

হুনাইনের যুদ্ধ শেষ করে মুসলিম বীরেরা মদিনা অভিমুখে রওনা করেছে। দুর্গম মরুপথ পাড়ি দিয়ে পথ চলছে তারা। সাথে আছেন মুহাম্মাদুর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

পথিমধ্যে সালাতের সময় হয়ে গেলে, সবাই সালাত আদায়ের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মুসলিম শিবির থেকে একজন সাহাবি দাঁড়িয়ে গেলেন আযান দেওয়ার জন্যে। তার সুমধুর আযানের ধ্বনিতে প্রকম্পিত হলো দুর্গম মরুভূমি। এ বিজন প্রান্তরের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো তাওহিদের মর্মবাণী—'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।'

কিন্তু বিপত্তি ঘটলো একটা জায়গায়। এই বিজন প্রান্তরে, আযানের মধুর সুর-ব্যঞ্জনার বিপরীতে, ঠিক কোনদিক থেকে যেন আরেকটা আওয়াজ ভেসে আসতে লাগলো। এমন নির্জন নিভৃত প্রান্তরের গায়ে, জনমানবহীন এমন ধু-ধু মরুভূমি-তল্লাটে মুসলিম সৈন্যবাহিনী ছাড়া আর কে থাকবে জগতে, যারা আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দিতে পারে?

তবে, কোথায় যেন ভীষণ গোলমেলে ব্যাপারটা। আযানের মতো শোনালেও, গভীরভাবে কান পাতলে বোঝা যায়, এই সুর ঠিক আযান নয়। আযানের সুরকে নকল করে কারা যেন হাসি-তামাশা আর তাচ্ছিল্যতায় মেতে উঠেছে।

সে এক ভীষণ ধৃষ্টতা!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

খোঁজ করে দেখা গেলো, পাশেই একদল যুবক মুসলিম সৈন্যদের অনুসরণ করতে করতে এদিকটায় এসেছে। মুসলিমদের বিশ্বাস, তাদের ইলাহ, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইবাদতের ধরন কোনোকিছুই সেই যুবকেরা পছন্দ করে না। মুসলিমেরা যে তাদের ইলাহকে অস্বীকার করেছে, পরিত্যাগ করেছে এবং তাদের পৈতৃক ধর্মবিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়েছে, সে ব্যাপারে যুবকদল সবিশেষ জ্ঞাত। মুসলিমদের প্রতি তাদের ঘৃণার কারণটাও সেখানে লুপ্ত। তাদের চোখে মুসলিমেরা ধর্মদ্রোহী, ধর্মচ্যুত এবং অপাঙ্‌ক্তেয়। তারা ধরে নিলো, যারা তাদের পৈতৃক ধর্মবিশ্বাসকে পায়ে ঠেলেছে, তাদেরকে উপহাস করাটা নৈতিক কর্তব্যবোধের মধ্যে পড়ে যায়। তাই মুসলিমদের আযানের কথা এবং সুরকে ইচ্ছেমতো বিকৃত করে, তারা মেতে উঠেছে এক আদিম প্রতিশোধে।

এমন ধৃষ্টতার প্রতিবাদে, এমন অবিবেচক কাজের বিপরীতে জগতের অন্য যেকোনো নেতা, অন্য যেকোনো দলপ্রধান কী করতো? যুবকদলকে ধরে এনে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতো। ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করার অপরাধে এক কঠিন মূল্য চুকাতে হতো যুবকদলটিকে।

কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে অন্য দশজন মানুষের মতো নন! তিনি অসম্ভবের মাঝেও সম্ভবের খোঁজ করেন। নিকষকালো আঁধারের মাঝে খুঁজে বেড়ান গগনবিদারী আলোকরশ্মি। হতাশার আবরণ ভেদ করে তিনি বের করে আনেন আশার প্রদীপ। মৃতপ্রায় পত্রপল্লবেও তিনি সবুজের আনাগোনা দেখতে উদগ্রীব হয়ে থাকেন। তিনি ফেরি করেন আলো, মুছে দেন অন্ধকার।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবকদলটিকে ডেকে পাঠালেন। যুদ্ধ-ফেরত এক বিজয়ী দলের সেনাপতি ডেকে পাঠিয়েছেন সাধারণ কিছু যুবককে, ব্যাপারটা রীতিমতো যেমন ভয়ের, তেমনই উৎসাহব্যঞ্জক। কী হতে পারে, কী করা হবে তাদের, কী ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে আছে তাদের জন্য। এমনই উত্তেজনাকর ভাবনা ছড়িয়ে পড়েছে তখন উভয় শিবিরে।

বনের হরিণ বাঘের থাবার মুখে পড়লে যেরকম ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, যুবক দলটির অবস্থাও তখন সেরকম। তারা যে অমার্জনীয় এক অপরাধে অপরাধী এবং মুসলিমদের সামনে তারা যে নিতান্তই অসহায় আর দুর্বল, সেটা ভাবতেই ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে যাচ্ছে তাদের সকলে। এক ভয়াবহ পরিস্থিতি তাদের দৃশ্যপটে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তখন ভীষণরকম উপস্থিত।

তারা নবিজির কাছে আসতেই তিনি মুচকি হাসলেন। মুক্তোঝরা সে হাসি আর যা-ই হোক, ভয়ংকর কোনোকিছুর ইঙ্গিত যে বহন করছে না, সে ব্যাপারে তারা নিশ্চিত হলো। কিন্তু সামনে উপবিষ্ট লোকটাকে তারা মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। সে এক ভীষণরকম ঘৃণা! মানুষ যাকে ঘৃণা করে, তার হাসি যতোই ভুবনভোলানো হোক, তাতে তারা বিভ্রান্ত হয় না সহজে। যুবকদলটিও বিভ্রান্ত হলো না। তারা চুপচাপ এবং ভীত, কিন্তু চোখেমুখে তাদের ঘৃণার বিস্ফোরণ।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক চিরচেনা সুহৃদের মতো, কোমল গলায় তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'শুনলাম, তোমরা আমাদের আযানের শব্দকে নকল করছিলে।'

ধপ করে উঠলো তাদের বুক! এই বুঝি প্রতিশোধের নেশায় মেতে উঠবে মুসলিম বাহিনী। তাদের প্রার্থনার পবিত্র সুরকে নকল আর ব্যঙ্গ করাতে এই মরুভূমি প্রান্তরে তারা বুঝি অবতীর্ণ হবে নতুন আরেক যুদ্ধে। যুবকদলের ভীত-বিহ্বল চাহনি! বুকের গভীরে তাদের আসন্ন দুর্যোগের পূর্বাভাস। মুসলিম সেনাপতি, যিনি আবার নিজেকে প্রেরিত পুরুষ বলেও দাবি করেন, তার সামনে কী উত্তর দেবে তা ভেবেই কূলকিনারা করতে পারছে না তারা।

'তোমরা কি আমাকে আরেকবার তোমাদের সুরটা শোনাতে পারো?', নবিজি বললেন তাদের উদ্দেশ্য করে।

ভয় আর বিস্ময় যখন মাখামাখি হয়ে যায়, যখন আশা আর আপদ একসাথে ধরা দেয়, সেই অবস্থায় মানুষ যেরকম দোটানায় পড়ে, যেভাবে তারা তখন বিভ্রান্ত হয়, যুবকদলের সাথে ওই মুহূর্তে ঠিক তা-ই হলো। তারা কল্পনা করেছিলো একটা বিভীষিকাময় পরিস্থিতির, কিন্তু খোদ সেনাপতির মুখে তাদের অপরাধের পুনরাবৃত্তি করবার কথা শুনে তারা দারুণভাবে চমকে গেলো! এহেন অবস্থাকে তারা ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না।

কিন্তু মুসলিম সেনাপতির আদেশ এটা। এই মরুভূমি তল্লাটে তারাই এখন অপরাজেয় শক্তি। তাদের আদেশ অমান্য করে, তাদের হুকুমের অবাধ্যতা করে, এমন দুঃসাহস যুবকদল করবে কীভাবে?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তারা পুনরাবৃত্তি করতে শুরু করলো তাদের সেই নকল সুরের, যা তারা আযানের সুর আর কথাকে ব্যঙ্গ করে তৈরি করেছে। দশজনের যুবকদলের সবাই একে একে সুরটা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গেয়ে শোনাতে লাগলো। ভয়ে প্রকম্পিত তাদের বুক। দিশেহারা চেহারা আর কম্পনরত ঠোঁটে তারা শুনিয়ে গেলো তাদের উদ্ভাবিত সুর। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গভীর মনোযোগের সাথে শুনে যাচ্ছেন তাদের কণ্ঠ-উদগিরিত সুরের ব্যঞ্জনা।

একেবারে শেষে যার পালা এলো, তার নাম ছিলো মাহযুরা। তার গলায় আযানের নকল আর বিকৃত সুরের তাল-লয় শোনার পর নবিজি ধীরপায়ে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। তবে কি আসন্ন দুর্যোগের সমস্ত ঘনঘটা মাহযুরার ওপরেই নিপতিত হতে চললো? তার প্রতি মুসলিম সেনাপতির নজর আর আকর্ষণ কি তবে এমন অশুভ কোনো কিছুর ইঙ্গিত দেয়? তবে কি মাহযুরা তার জীবনের অন্তিম সময়ে চলে এলো?

জনমনে অনেক প্রশ্ন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করে তৃষ্ণা মেটাবার উপযুক্ত সময় এটা নয়। যা ঘটছে এবং যা ঘটতে যাচ্ছে, তার দিকে জিজ্ঞাসু মন এবং তৃষ্ণার্ত নয়নে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোনোকিছু করা সম্ভব নয়।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাহযুরাকে কাছে ডাকলেন। মাহযুরা আসতেই তিনি বললেন, 'এখানটায় বসো।'

ভীত-বিহ্বল হরিণীর মতো দুরুদুরু বুক নিয়ে মাহযুরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে বসে পড়লো। সম্মুখে উপবিষ্ট এক অবাধ্য যুবক, যে তার হৃদয়ের সবটুকু দিয়ে মুসলিমদের এই সেনাপতিকে ঘৃণা করে। কিন্তু কী দারুণ মমতায়, কী কোমল স্পর্শে তার হাত দুখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলেন মুসলিম সেনাপতি! তার চোখে ঘৃণার বিপরীতে ঘৃণার লেশমাত্র নেই। নেই প্রতিশোধের বিপরীতে প্রতিশোধের কোনো আকাঙ্ক্ষা। তাতে বরং ভালোবাসার ছড়াছড়ি। মমতায় ভরা তার আঁখি-যুগল। চাহনিতে তার স্নেহের উদ্দামতা। তার শুভ্র চেহারায় মমতার এই মোহময় প্রকাশে মরুভূমির রুক্ষ তল্লাটেও যেন নেমে এসেছে ঝরনাধারার আবেশ। যেন প্রকৃতি সেখানে ভীষণ শান্ত, ভীষণ স্নিগ্ধ!

মুক্তোঝরা সেই ভুবনভোলানো হাসিটা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে তখনো লেগে আছে। তিনি পরম মমতায় মাহযুরার কপাল স্পর্শ করে আরশের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অধিপতির কাছে তিনবার তার হিদায়াতের জন্য দুআ করলেন।

এরপর? এরপর ঘটে গেলো এক অতিআশ্চর্য ঘটনা! যে যুবক খানিক আগেও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘৃণা করতো, যার বুকে একটু আগেও ছিলো নবিজির প্রতি পাহাড় পরিমাণ ক্রোধ, যার অন্তরভরা ছিলো ইসলামের জন্য বিদ্বেষ, এখন সেই যুবকের হৃদয়ভরা ঈমান। তার অন্তরে এখন নবিজির জন্য এক-আকাশ ভালোবাসা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোমল হাতের স্পর্শ, তার মুখনিঃসৃত দুআ এবং স্নেহময় আবেশ মাহযুরাকে মুহূর্তেই শত্রু থেকে বন্ধুতে পরিণত করে ফেললো।

নবিজির জায়গায় যদি পৃথিবীর অন্য কোনো নেতা হতো, এমন অপরাধের শাস্তি হিশেবে সে খড়গহস্ত না হলেও, তিরস্কার করে প্রতিপক্ষকে অন্তত দমিয়ে দিতো। যুদ্ধ না বাধুক, ভয়ভীতি দেখিয়ে পরিস্থিতিকে নিজেদের অনুকূলে রাখবার সুযোগ দুনিয়ার কোনো নেতা সম্ভবত ছাড়তো না। তার ওপর যুদ্ধক্লান্ত অবস্থা হলে তো কথাই নেই। কিন্তু নবিজি যে এখানে ভীষণ ভিন্নরকম! যেখানেই সম্ভাবনার আত্মপ্রকাশ, সেখানেই তিনি তার দরদি হৃদয় নিয়ে উপস্থিত হয়ে যান। মাহযুরার মাঝেও তিনি এক বিরাট সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন সেদিন। সেটা ছিলো, মাহযুরার অসম্ভব সুন্দর গলার সুর!

মাহযুরা আযানের সুরকে ব্যঙ্গ করে গাইছিলো ঠিক, কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অপরাধের দিকে নজর দেওয়ার বদলে তার মেধা এবং গুণের দিকে নজর দিলেন। তার কৃত অপরাধের চাইতে তার মাঝে থাকা অমিত সম্ভাবনাকে নবিজি সেদিন গুরুত্ব দিয়েছিলেন বেশি। নবিজির মনে হলো, এমন সুর আর লহরি যার গলায় ধরতে পারে, তার গলায় যদি আযানের সুর তুলে দেওয়া যায়, কতোই না উত্তম হবে তাহলে! নবিজি মাহযুরাকে ইসলামের জন্য একজন মুয়াজ্জিন হিশেবে চাইলেন যার মোহনীয় সুরে প্রকম্পিত হবে ধরণি। 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে সে যখন সুর টেনে ধরবে, তখন কী গভীর আবেশে তনুমন বিগলিত হবে তা ভাবতেই নবিজি পুলক অনুভব করছিলেন! মাহযুরার গলায় ছিলো এক মোহনীয় সুর আর নবিজি চেয়েছিলেন সেই সুরটাকে ইসলামের কাজে বিনিয়োগ করে দিতে। তাই সেদিন মাহযুরার অপরাধের চাইতে তার প্রতিভা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বড়ো হয়ে ধরা দিয়েছিলো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আযানের সুরকে ব্যঙ্গ করা দিয়ে যার আত্মপ্রকাশ, সে কিনা পরদিন পেয়ে গেলো পবিত্র কাবাঘরের মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব! সম্ভবত রূপকথাও এখানে এসে হার মেনে যায়।[১]

মাহযুরার প্রতি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেদিনের আচরণ থেকে আমাদের শিখবার আছে অনেক কিছু। চারপাশে এমন অনেকেই আছে যারা আমাদের ঘৃণা করে। আমাদের তিরস্কার করে নিজেদের আত্মাকে তুষ্ট করার লোক দুনিয়াতে কম নেই। তাদের ঘৃণার বদলে আমরাও যদি ঘৃণার চাষাবাদ করি, যদি তিরস্কারের জবাব দিই তিরস্কারে, তাহলে হয়তো কোনোদিন তাদের সামনে আমরা সেই সত্য নিয়ে দাঁড়াতে পারবো না, যে সত্য জিবরিল আলাইহিস সালাম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। সত্য ধর্মের, সত্য ইলাহর, সত্য নবির যে দাওয়াত আমরা পেয়েছি, তা দিকে দিকে, জনে জনে ছড়িয়ে দিতে আমরা অসমর্থ হবো, যদি না ধৈর্য এবং ভালোবাসার সে প্রকাশ আমাদের মাঝে না থাকে যা নবিজি আমাদের শিখিয়েছেন।

আশপাশে এমন অনেকেই আছে যারা হয়তো দৃশ্যত আমাকে, আমার ধর্মকে অপছন্দ করে। কিন্তু, তাদের মাঝে হয়তো এমন কোনো গুণাবলি আছে, তা যদি দাওয়াতের কাজে ব্যবহার করা যেতো, তাহলে আমাদের দাওয়াতের রাস্তা হয়তো আরো মসৃণ হয়ে উঠতো। এমন অবস্থায় আমাদের উচিত ধৈর্য এবং সহনশীলতার মাধ্যমে তাদের কাছে দাওয়াত নিয়ে যাওয়া। সেটা আমাদের ভালো ব্যবহার, সততা, উপকার-সহ নানা উপায়ে হতে পারে এবং সর্বোপরি আল্লাহর কাছে তাদের হিদায়াতের জন্য বারংবার দুআ করতে হবে, যেভাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাহযুরার জন্য দুআ করেছিলেন। যেভাবে তিনি দুআ করেছিলেন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য।

[১] *সহিহ ইবনু খুজাইমা* : ৩৮৫; *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ১৬৮০; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৫৩৭৬, ১৫৩৮০; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৭০৮; *আস-সুনানুল কুবরা*, নাসায়ি : ১৬০৮-১৬০৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

স্বীকৃতির আনন্দে

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উট হারিয়ে গেছে। সাহাবিরা চারদিকে তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই উট, কিন্তু কোথাও হদিস মিলছে না। চারদিকে ভালো রকমের একটা শোরগোল পড়ে গেলো ব্যাপারটা নিয়ে। কোথায় যেতে পারে নবিজির এই ব্যক্তিগত বাহন?

সবসময় যা হয়—ইসলামের শত্রুরা সুযোগের অপেক্ষায় হা করে বসে থাকে, কবে একটা মওকা হাতে আসবে আর তারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ইসলামকে একহাত নিয়ে ছাড়বে! পান থেকে চুন খসতে দেরি কিন্তু সমালোচনা, অপবাদের ঝুঁড়ি হাতে মুসলিমদের দিকে তেড়ে আসতে তাদের কোনো দেরি নেই।

নবিজির উট হারিয়ে যাওয়াতেও তারা ভালো রকমের একটা সুযোগ হাতে পেয়ে বসলো। সাহাবিরা যখন হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে উটটাকে, তখন মদিনার ইহুদিরা ব্যঙ্গ আর বিদ্রুপের সুরে বলতে শুরু করলো, 'আহারে! মুহাম্মাদের অনুসারীদের হয়েছে এক জ্বালা! মুহাম্মাদ নাকি তাদেরকে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের সংবাদ শোনায় বসে বসে, কিন্তু দ্যাখো, মুহাম্মাদের হারিয়ে যাওয়া উট কোথায় আছে তা-ই মুহাম্মাদ বলে দিতে পারছে না তাদের। বলি, এতো পরিশ্রম করে কী লাভ! তোমাদের নবির কাছে যাও না। সে তো তোমাদের কতো অদৃশ্যের ব্যাপারে জানায়। তাকে বলো নিজের উট কোথায় আছে তা তোমাদের জানাতে। তাহলে তো আর এতো কষ্ট করতে হয় না, বাপু!'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইহুদিদের এমন বিদ্রূপ আর তীর্যক মন্তব্য নবিজির দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। তিনি তার উট অনুসন্ধানে ব্যস্ত সাহাবিদের ডেকে বললেন, 'অমুক পাহাড়ের ঢালে, অমুক স্থানে, অমুক গাছের সাথে বাঁধা আছে আমার উট। তোমরা অমুক পথ ধরে সেখানে যেতে পারবে সহজে। যাও, গিয়ে নিয়ে আসো উটটা।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাতলে দেওয়া পথ ধরে সাহাবিরা উক্ত জায়গায় এসে একেবারে থ হয়ে গেলেন! ঠিক যে জায়গায়, যে পাহাড়ের ঢালে, যে গাছের সাথে উট বাঁধা আছে বলে নবিজি জানিয়েছেন, তারা দেখতে পেলেন উটটা ঠিক সেই জায়গায়, সেই গাছের সাথেই বাঁধা। তারা আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিতে দিতে উটটাকে নিয়ে মদিনায় ফিরে এলেন।

বলাই বাহুল্য, ইহুদিরা সেদিন নিদারুণভাবে অপমানিত হয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে। তারা ভেবেছিলো এই ঘটনাকে খুব সাবধানে চেপে যাবেন নবিজি। তারা মনে করেছিলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবি হওয়ার দাবি নিছক ভণ্ডামো ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, যে ব্যক্তি স্বর্গ-মর্ত্যের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান বিলিয়ে বেড়ায়, সামান্য উটের হদিস পেতে তবে কেন তার সাহাবিদের নাস্তানাবুদ হতে হবে? এখন তাদের দাবিকে ভুল প্রমাণ করে নবিজি যখন সঠিক নির্দেশনা দিয়ে ফিরিয়ে আনলেন হারিয়ে যাওয়া উট, ইহুদিদের তখন আর মুখ লুকোবার জায়গা কোথায়?

তবে এই ঘটনা বাড়তি আরেকটা ধারণার জন্ম দেয় মানুষের মনে। মানুষেরা বিশ্বাস করতে শুরু করে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চয় গায়েব জানেন। তিনি অতি অবশ্যই অদৃশ্যের খবরাখবর জানতে পারেন। গায়েব জানবার ব্যাপারে তার বুঝি অবাধ এখতিয়ার রয়েছে। কিন্তু এই ধারণা ইসলামের মৌলিক বিষয়ের সাথে মোটাদাগে সাংঘর্ষিক।

নবিজির বাতলানো পথ ধরে গিয়েই সাহাবিরা উটটাকে খুঁজে ধরে এনেছিলেন। নবিজি ঠিক যেভাবে, যেখানে, যে অবস্থায় উটটাকে পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছিলেন, ঠিক ওইখানেই, ওই অবস্থাতেই উটটাকে পাওয়া গিয়েছিলো। ঘটনার এমন সরল সমীকরণ থেকে মানুষ এটা ভেবে নিতেই পারে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়তো গায়েব জানেন। নাহলে এতো নিশ্চয়তার সাথে, একেবারে ঠিকঠাকভাবে বলে দিলেন কীভাবে?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কিন্তু এই ভুল ধারণা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথে সাথে ভেঙে দিলেন। তিনি সবার কাছে দ্ব্যর্থ গলায় বললেন, 'তোমরা ভেবো না যেন আমি গায়েব জানি। আদতে গায়েবের কোনোকিছু জানা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি কেবল ততোটুকুই জানতে পারি, যতোটুকু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে জিবরিলের মাধ্যমে জানান। এর বাইরে আর এক বিন্দু গায়েব জানার ক্ষমতা আমার নেই।'[১]

আচ্ছা, ভাবুন তো, সেদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যাপারটা খোলাসা না করলে কী হতো? নিজেকে আরো বড়, আরো ক্ষমতাবান, আরো মর্যাদাসম্পন্ন হিশেবে প্রমাণ করার একটা সুবর্ণ সুযোগ তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এমনকি মদিনার ইহুদিদের কাছেও এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, অতিপ্রাকৃত ক্ষমতাধারী এক মানবাত্মার বেশ ধারণের সুযোগও উপস্থিত। কিন্তু দেখুন, মানুষের চোখে বড়ো হওয়ার এমন লোভনীয় সুযোগকে কতো অবলীলায় তিনি পায়ে ঠেলে দিয়েছেন। কতো সহজ সাবলীল গলায় তিনি স্বীকার করলেন, 'এতে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অনুগ্রহ করে আমাকে জানিয়েছেন বলে তোমাদের জানাতে পেরেছি।'

অসাধারণ কিছু একটা করলে সেটার কৃতিত্ব নেওয়ার জন্য আমরা মরিয়া হয়ে উঠি। কতো দ্রুত আমাদের নাম, যশ, খ্যাতি ছড়িয়ে দেওয়া যায়, সে চিন্তায় বিভোর থাকি সর্বদা। মানুষের চোখে বড়ো হয়ে ওঠার জন্য আমাদের সে কী কসরত! কিন্তু নবি-জীবন আমাদেরকে এর উল্টোটাই শেখায়। যা কিছু আমার নয়, যা কিছু আমি করিনি, যাতে আমার একবিন্দু কৃতিত্বও নেই, তা নিজের বলে দাবি করে সাময়িক বড়ো হওয়া যায় বটে, কিন্তু নিজের কাছে এবং মহান রবের কাছে আমি ভীষণ ছোটো হয়ে পড়ি। নবি-জীবন আমাদের আরও শেখায়, নিজের অক্ষমতা স্বীকার করাতে লজ্জা নেই, বরং স্বীকৃতির আনন্দ আছে। যারা মিছেমিছি বড়ো আর মহান সাজে তারা সত্যিকার অর্থে বড়ো নয়। বড়ো তারাই যারা সত্যটা নিঃসংকোচে স্বীকার করতে পারে।

[১] *আল-মাগাজি*, ওয়াকিদি, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৪২৩-৪২৫; *দালায়িলুন নবুওওয়া*, আসবাহানি, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৫১৫; *দালায়িলুন নবুওওয়া*, বাইহাকি, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ৫০-৬০; *ইমতাউল আসমা*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২১১, ১৩; পৃষ্ঠা : ৩১৮-৩১৯; *সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ*, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ৩৫১-৩৫২; *আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৩৯২; *আল-খাসায়িসুল কুবরা*, সুয়ুতি, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৩৯১-৩৯২; *মারবিয়্যাতুল ইমাম জুহরি*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৪৪৩-৪৪৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

যা কিছু আছে, সবই...

সালাত শেষ করে ওই জায়গায় বসে থেকে যিকির আযকার করা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটা চিরাচরিত অভ্যাস। তিনি নিজে এটা করতেন এবং সাহাবিদেরও করতে বলতেন।

তবে একদিন হঠাৎ এর ব্যতিক্রম ঘটলো। সাহাবিরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবসময় যা করে আসতে দেখেছেন, একদিন দেখলেন তার ব্যতিক্রম কিছু করতে। যেহেতু নবিজিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করবার সর্বোচ্চ চেষ্টা তাদের মাঝে ছিলো, তাই নবিজির যেকোনো নতুন কাজ, যেকোনো নতুন আমল নিয়ে তারা সর্বদা উৎসুক থাকতেন। নতুন কোনোকিছু শিখবার তাড়না তাদের মাঝে তখন প্রবল হয়ে উঠতো।

দেখা গেলো, একদিন আসরের সালাত শেষ হওয়ামাত্র নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদ থেকে ছুটে বের হয়ে গেলেন। এতো দ্রুত তিনি মসজিদ ত্যাগ করলেন, মনে হলো, বাইরের কাজটা সালাত-পরবর্তী যিকির আযকারের চাইতেও যেন বেশি গুরুত্ববহ।

এমনটা যেহেতু ইতঃপূর্বে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো করেননি, তাই উপস্থিত সকল সাহাবি খানিকটা বিস্মিত হলেন। তারা অপেক্ষা করে আছেন নবিজির জন্য। কী এমন কাজ যা তাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ, নিয়মতান্ত্রিক আমল ছেড়ে উঠে যেতে বাধ্য করেছে?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নবিজি যখন পুনরায় মসজিদে ফিরে এলেন, সাহাবিরা তাদের আগ্রহকে আর আটকে রাখতে পারলেন না। তারা প্রশ্ন করলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা তো ইতঃপূর্বে আপনাকে সালাত শেষ করে উক্ত জায়গায় বসে যিকির আযকার করতে দেখে এসেছি। সালাত শেষ করে আপনি নিবিষ্ট চিত্তে তাসবিহ তাহলিলে মজে থাকতেন। কিন্তু আজ আমরা একেবারে ভিন্ন কিছু দেখলাম। আজকে আপনি সালাত শেষ হওয়ামাত্র একপ্রকার দৌড়েই বেরিয়ে গেলেন। সালাত-পরবর্তী সময়ে এমন তাড়াহুড়োর সাথে মসজিদ ত্যাগ করতে আমরা ইতঃপূর্বে কোনোদিন দেখিনি। দয়া করে আমাদের বলবেন কি, এমনটা আপনি কেন করেছেন?'

সাহাবিদের জিজ্ঞাসু মনের তৃষ্ণা নিবারণে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা তৎপর থাকেন। দ্বীনের ব্যাপারে নানান খুঁটিনাটি শিক্ষা দিয়ে তিনি তাদের উত্তর প্রজন্মের জন্য আদর্শ হিশেবে রেখে যেতে বদ্ধপরিকর। তারা যখন উৎসাহের সাথে দ্বীন শিখতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নানাবিধ প্রশ্ন করে, নানান কিছু জানতে চায়, তখন নবিজি পরমতৃপ্তি অনুভব করেন। তাদের উৎসাহ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিশ্চিন্ত করে, তাদের আগ্রহ নবিজির হৃদয়ে বইয়ে দেয় প্রশান্তির কল্লোল। শান্তি, সৌম্য এবং সৌন্দর্যের যে চিহ্ন তিনি দুনিয়ায় রেখে যেতে চান, তা বিকাশের জন্য যা সবচেয়ে বেশি জরুরি তা হলো জ্ঞান। আর জ্ঞানের বিকাশ সম্ভব নিরন্তর কৌতূহলের মাধ্যমে। সুতরাং, সাহাবিদের কৌতূহলকে নবিজি নতুন এক সমাজ বিনির্মাণের ভিত্তি হিশেবেই দেখতেন।

সাহাবিদের প্রশ্নের উত্তরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিন যা বলেছিলেন তার সারমর্ম এই—সালাতে আসবার আগে হাদিয়া হিশেবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু স্বর্ণমুদ্রা এসেছিলো যা তিনি ঘরে রেখে এসেছেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে হলো, যদি সালাত শেষ করে ঘরে যাওয়ার পূর্বেই তার মৃত্যু হয়, ঘরে মজুদ থাকা ওইটুকু সম্পদের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যদি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, তাহলে তখন তিনি কী উত্তর দেবেন? নিজের কাছে সম্পদ জমা রেখে তার জন্য প্রশ্নের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে ভয় পাচ্ছিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাই সালাত শেষ করামাত্রই দ্রুত ঘরে ছুটে গিয়েছিলেন। হাদিয়া হিশেবে আসা ওই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

স্বর্ণমুদ্রা গরিব-অসহায়দের মাঝে দান করে দিয়ে তবেই ফিরেছেন।'[১]

ঘটনাটা শুনতে কিংবা পড়তে যতোখানি সহজ আর সাধারণ মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা আদৌ কিন্তু ততোখানি সহজ কিংবা সাধারণ নয়। বিশেষ করে, পুঁজিবাদের এই ভরা দুনিয়ায় তা তো একেবারেই অসম্ভব। অধুনা জামানায় যেখানে মানুষ টাকা আর সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলতেই মরিয়া, সেখানে চৌদ্দ শ' বছর আগে দুনিয়ার বুকে এমন এক মহামানব এসেছিলেন, যিনি সম্পদের পাহাড় তো দূর, নিজের কাছে কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা মজুদ রাখাটাকেই ভীষণ অপছন্দ করেছেন।

একবার ভাবুন তো উপহার হিশেবে আপনার কাছে দামি কোনো জিনিস যদি আসে, সেই জিনিস আপনি কি অবলীলায় কোনো হতদরিদ্র মানুষের হাতে তুলে দিতে পারবেন দুনিয়াবি কোনো বিনিময় ছাড়া?

স্বার্থবাদের দুনিয়ায় যখন নিজের আখের গোছাতেই ব্যস্ত সকলে, সেখানে এমন কথাকে রূপকথার গল্পই মনে হবে বটে! কিন্তু সেই রূপকথার সমান নজির স্থাপন করে গেছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। স্বার্থ কোনোদিন তাকে অন্ধ করতে পারেনি। তিনি অন্ধ ছিলেন কেবল আল্লাহর প্রেমে। এতো উঁচু স্তরের তাকওয়ার অধিকারী ছিলেন, সামান্য সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখাটা তাকে আখিরাতের হিশাবের ব্যাপারে শঙ্কায় ফেলে দিয়েছিলো।

নবি-জীবনের গল্প থেকে অন্য আরেকটা ঘটনাও এখানে খুব প্রাসঙ্গিক। একদিন সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনার রাস্তায় একাকী হাঁটতে বের হলেন। ঠিক একই সময়ে হাঁটতে বের হলেন আবু যর গিফারি রাযিয়াল্লাহু আনহুও। নবিজিকে এভাবে একাকী হাঁটতে দেখে তার হাঁটার সঙ্গী হবার ভীষণ শখ জাগলো সাহাবি আবু যর গিফারি রাযিয়াল্লাহু আনহুর মনে।

কিন্তু তার এই দুরন্ত শখকে নবিজি যদি ভালোভাবে না নেন? এমনও তো হতে পারে, এই সময়টা নবিজি একেবারে একাকী, একলা, একান্তভাবে কাটাতে চাইছেন। এমন একান্ত মুহূর্তে উপযাজক হিশেবে উপস্থিত হয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিরক্ত করা কি কোনোভাবে উচিত হবে? এমন কতিপয় ভাবনা

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৮৫১, ১২২১, ১৪৩০; *সুনানুন নাসায়ি* : ১৩৬৫; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৬১৫১, ১৯৪২৬; *মুসনাদু ইবনি আবি শাইবা* : ৯০৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দোল খেয়ে গেলো আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মনে। ভাবনার এমন দোলাচলে পড়ে নবিজির সান্ধ্যসফরের সাথী হওয়ার আশা ছেড়ে দিয়ে তিনিও একা একা হাঁটতে লাগলেন।

তবে, আশপাশে কেউ যে হাঁটছে, এই অনুভূতি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গোপন থাকলো না। বাতাসের গুঞ্জরণে, ধুলোর নিশ্চুপ প্রতিধ্বনিতে কারো উপস্থিতি যে অনুভূত হচ্ছে, তা বুঝতে পারলেন তিনি।

কিন্তু, কে হতে পারে?

নবিজি হাঁক ছেড়ে বললেন, 'কে ওখানে?'

এবার আর আবু যর পালাবে কোথায়? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন কড়া হাঁকডাক, এমন হুশিয়ার-বাণী শুনে থমকে দাঁড়িয়ে আবু যর গিফারি রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আবু যর।'

নবিজি খুশিয়াল গলায় বললেন, 'ও আবু যর, তুমি! তা, তুমি এভাবে লুকোচুরি খেলছিলে কেন?'

লজ্জায় লাল হয়ে গেলেন সাহাবি আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি ভীষণ লজ্জিত মুখে আর নতস্বরে বললেন, 'আমাকে ক্ষমা করবেন ইয়া রাসুলাল্লাহ! আসলে, আমি একটু হাঁটতে বের হয়েছিলাম। রাস্তায় এসে দেখি আপনিও একাকী-মনে হাঁটছেন। একবার মনে হলো আপনার হাঁটার সঙ্গী হয়ে যাই। আপনার পাশে পাশে হাঁটি। কতোই না মধুর সেই সঙ্গ! কিন্তু পরক্ষণে মনে হলো, আপনি সম্ভবত একাকী সময় কাটাবার জন্য বের হয়েছেন। যদি তা-ই হয়, আপনার একাকী মুহূর্তে উপযাজক হয়ে আপনাকে কষ্ট দেওয়াটাকে আমি সমীচীন মনে করিনি, ইয়া রাসুলাল্লাহ।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য সাহাবিদের ছিলো এতো অপরিসীম দরদ আর ভালোবাসা! তিনি তাদেরকে অন্তর থেকে ভালোবাসতেন। তাদের সকল আবদার পূরণ করতেন। আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই কথা শুনে নবিজি বললেন, 'এটা তুমি কোনো কথা বললে, আবু যর? এসো, আমরা একসাথে হাঁটবো।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গ পেয়ে আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু যারপরনাই খুশি। তিনি এক মুহূর্তও দেরি না করে, দৌড়ে নবিজির পাশাপাশি চলে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এলেন। দু-জন মিলে শুরু হলো রাতের হন্টন অভিযান।

হাঁটতে হাঁটতে তারা দুজন একটা জায়গায় এসে দাঁড়ালেন। সামনে দেখা যাচ্ছে সুউচ্চ এক পাহাড়। মাথা কাত করে তাকালে মনে হবে পর্বত শৃঙ্গটা বুঝি আকাশ ছুঁয়েছে। এই সুবিশাল পর্বতের কাছে দাঁড়িয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আবু যর...'

'বলুন, ইয়া রাসুলাল্লাহ।'

'এই পর্বতটা দেখতে পাচ্ছো?'

'জি, আল্লাহর রাসুল।'

'জানো, যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে এই পর্বতের সমান সম্পদও দান করেন, তবুও আমি চাইব না, তিনদিনের বেশি তা আমার ঘরে জমা থাকুক। তিনদিনের ভেতরেই আমি এর সবটুকু দান করে দেবো। একটা কড়িও আমার কাছে মজুদ রাখবো না, তবে দ্বীনের জন্য যতটুকু খরচের প্রয়োজন ততটুকু ব্যতীত।'[১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সীরাহ পড়তে গেলে আমি ভীষণ আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ি। এতো চমৎকার তার জীবনদর্শন! এতো স্নিগ্ধময় তার জীবনোপলব্ধি! তিনি আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলছেন, আল্লাহ যদি তাকে পর্বত সমান সম্পদও দান করেন, তাহলে আগামী তিনদিনের মধ্যে তিনি এর সবটাই দান করে দেবেন। কী এক মহাপ্রাণের অধিকারী হলে কোনো মানবাত্মা এমনটা ভাবতে পারে!

জীবনে আমরা অনেক সজ্জন ব্যক্তির গল্প-ইতিহাস পড়েছি। ইতিহাসখ্যাত বহু দানবীরের উপাখ্যানও আমাদের জানা। কিন্তু নিজের জন্য একটা শস্যদানাও মজুদ না রেখে সবটা বিলিয়ে দেওয়ার হিম্মত দুনিয়ায় আর কজন দেখাতে পেরেছে?

তবে প্রশ্ন থেকে যায়, কোন বিচিত্র কারণে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবিক এমন উৎকর্ষতায় উন্নীত করেতে পেরেছিলেন নিজেকে? কোন সে

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ২৩৮৮, ৬২৬৮, ৬৪৪৩, ৬৪৪৪; *সহিহ মুসলিম* : ৯৪; *মুসনাদু আহমাদ* : ২১৩২৯, ২১৩৪৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অঙ্গীকার যা তাকে দু-হাত ভরে নিজের সকল সম্পদ দান করে দিতে অনুপ্রেরণা জোগাতো? কোন সে প্রতিশ্রুতি যা তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো নিজের সর্বশেষ পুঁজিটাও অকাতরে বিলিয়ে দিতে? সেটা হলো আল্লাহ তাআলার নৈকট্য। সে এমন এক নেশা, এমন এক প্রেমের সুধা যার কাছে দুনিয়ার সবকিছু তুচ্ছ, নগণ্য।

এমনই এক মহাত্মা, মহামানবকে আমরা নবি হিশেবে পেয়েছি। কিন্তু আমরা কি বলতে পারবো, শেষ কবে সাদাকা নিয়ে কোনো গরিব-দুখী মানুষের দুয়ারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি আমরা? সম্পদের সবটা না হলেও, অন্তত সামান্যতম অংশ বা সামান্য কিছু টাকা নিয়ে?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সংশোধনের সারকথা

সাহাবিদের সাথে মসজিদে নববিতে বসে আলাপে নিমগ্ন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এমন সময় দেখা গেলো, এক বেদুইন কোত্থেকে জানি এসে মসজিদে নববির মাঝখানে বসে প্রস্রাব করতে লাগলো। সে কী বিদঘুটে ব্যাপার!

প্রতিটি মুসলিমের কাছে মসজিদ সবচেয়ে পূতপবিত্র জায়গা। এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদতবন্দেগি করা হয়। এখানেই স্রষ্টা আর সৃষ্টির মাঝে সৃষ্টি হয় যোগসূত্র। বান্দা তার রবের সাথে চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনা, সুখ-সমৃদ্ধির গল্প বলতে এখানে এসে হাজিরা দেয়। এখানে তার আত্মা খুঁজে পায় অনাবিল প্রশান্তি। এখানে তার চোখ জুড়িয়ে যায় এবং তার হৃদয় বিগলিত হয়।

এমন একটা জায়গায় এসে এক বেদুইন কিনা এতো জঘন্য একটা কাজ করে বসলো! কী দুঃসাহস!

ঘটনার আকস্মিকতায় স্বাভাবিকভাবেই অবাক উপস্থিত সকল সাহাবি। তারা লোকটির ওপর বেশ ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। নিজেদের পবিত্র প্রার্থনাগৃহে এমন অন্যায় তারা কেনই বা মেনে নেবেন? একটা শোরগোল পড়ে গেলো মুহূর্তেই। বেদুইনটাকে উদ্দেশ্য করে সাহাবিরা হুঁশিয়ারি বাক্য উচ্চারণ করতে শুরু করে দিলেন, এই থামো থামো।

তবে, একেবারে সহজ স্বাভাবিক নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তার চোখেমুখে উত্তেজনার লেশমাত্র নেই। কথা ছিল, এই ঘটনায় তিনিই সবচেয়ে বেশি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ক্ষিপ্ত হবেন। মসজিদের মর্যাদা আর মাহাত্ম্য তার মতো করে অনুভব আর কেউ কি করতে পারে? যেখানে বান্দার আকুতি-মিনতি তুলে ধরা হয়, যেখানে বান্দা বিভোর হয় তার রবের ইবাদত-বন্দেগিতে, সেখানে এমন কুৎসিত কদাচার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কীভাবে সহ্য করতে পারেন?

কিন্তু, সহ্য তিনি করেছেন।

বেদুইনের ঘটনায় সবাই যখন অস্থির-অশান্ত, সবার চেহারায় যখন উত্তেজনা, রাগ আর ক্ষোভের আগুন দৃশ্যমান, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে ভোরের শিশিরের মতো স্নিগ্ধ, বয়ে চলা নদীর মতো শান্ত।

উত্তেজনায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠা সাহাবিদের থামালেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। বললেন, এ মুহূর্তে তাকে বাধা দিয়ো না। তাকে প্রস্রাব করতে দাও। প্রস্রাব করা শেষ হলে সাহাবিদের একজনকে বললেন, 'এক বালতি পানি এনে ওখানটায় ঢেলে পরিষ্কার করে দাও'।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথামতো একজন সাহাবি বালতি ভরে পানি এনে ওই জায়গায় ঢেলে পরিষ্কার করে দিলেন। এমন বিদঘুটে ঘটনা ঘটিয়ে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো বেদুইনের মনের অবস্থাও তখন বেগতিক। বেজায় বড়ো ভুল যে করে ফেলেছে, সেটা বুঝতে তার আর দেরি নেই। আসন্ন শাস্তির ভয়াবহ রূপ কল্পনা করে ভীষণ বিচলিত সে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেদুইনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। নতমুখে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে সে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, 'শোনো, এখানে আমরা আল্লাহকে স্মরণ করি। তাঁর ইবাদতবন্দেগি করার জন্যেই এই ঘর। যে কাজ তুমি করেছো, তা করার জন্যে কিন্তু এই ঘর নির্মিত হয়নি।'

কেবল এতোটুকুই! এতোটুকু শুনিয়েই বেদুইনটাকে ছুটি দিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। গভীর বিস্ময় নিয়ে সেদিন মসজিদে নববি ছেড়ে গেলো বেদুইন! বিস্মিত যে কেবল বেদুইন একা হয়েছে তা নয়, এমন কাণ্ডে রীতিমতো বিস্মিত উপস্থিত সাহাবিরাও।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বেদুইন বিদেয় হলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলাপস্থলে ফিরে এসে সাহাবিদের বললেন, 'সহজ করার জন্যে তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে, কঠিন করার জন্যে নয়।'[১]

সাধারণ যে বিষয় অন্যদের ক্ষুব্ধ করে তুলে, ওই একই ঘটনায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থাকতেন ফুলের পাপড়ির মতো কোমল, ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়ার মতন ফুরফুরে। সেদিন ইচ্ছে করলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওই বেদুইনের ওপর চড়াও হতে পারতেন। চাইলেই কঠিন বাক্যবাণে অপদস্থ করা যেতো তাকে। এই অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে শাস্তির মুখোমুখি এনে যদি তাকে দাঁড় করাতেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সেটাও খুব অন্যায্য কিছু হতো না। কিন্তু এর কোনোটাই করলেন না তিনি। প্রস্রাবে মসজিদের যে অংশটা অপবিত্র হয়েছিলো, তা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলার দায়িত্বটা পর্যন্ত তার ওপরে ন্যস্ত করেননি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাকে ধমকাননি। চোখ রাঙিয়ে তাকে জানান দেননি তার কৃত অপরাধের ভয়াবহতা। কেবল তাকে কোমল গলায় বলেছিলেন, এখানে আমরা সালাত আদায় করি। তুমি যে কাজ এখানে করেছো, তা করার জন্যে এই ঘর নয়।

বেদুইনকে এটুকু বলেই যে তিনি ক্ষান্ত হলেন তা নয়। সাথীদেরও জানিয়ে দিলেন মানবাত্মার মর্মোপলব্ধির এক অনাবিষ্কৃত উপায়। মানুষের মন জয় করার, আত্মার সাথে বন্ধন দৃঢ় করার গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে তিনি বললেন, 'সহজ করার জন্যে তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে, কঠিন করার জন্যে নয়।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাউকে কোথাও দাওয়াতের কাজে বা অন্যকোনো কাজে পাঠাতেন, তখন বিদায় দেওয়ার আগে উপদেশ দিতেন,

'তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না'।[২]

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ২২০, ৬১২৮; *সহিহ ইবনু খুজাইমা* : ২৯৭; *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ৯৮৫, ১৩৯৯, ১৪০০, ১৪০১, ১৪০২; *সুনানু আবি দাউদ* : ৩৮০; *জামি তিরমিযি* : ১৪৭; *সুনানুন নাসায়ি* : ৫৬, ৩৩০; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৫২৮, ৫২৯, ৫৩০

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৬৯, ৩০৩৮, ৬১২৪, ৬১২৫; *সহিহু মুসলিম* : ১৭৩২, ১৭৩৪; *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৮৩৫; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৯৫৭২; *মুসনাদু আবি ইয়ালা* : ৪১৭২; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ২৫৩৭৯, ২৬৪৮০; *আল-আদাবুল মুফরাদ* : ২৪৫, ৪৭৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'সহজ করো, কঠিন করো না'— কী সহজ অথচ কী গভীর!

এটাই ছিলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াহ পদ্ধতি। মানুষকে বোঝার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিলো তার! ভুলকে অন্য আরেকটা ভুল কিংবা ক্ষমতার দাপটে নয়, তিনি সেগুলো শুধরে দিতেন দারুণ ভালোবাসায়! অন্ধকারে বিচলিত না হয়ে, তাতে এক টুকরো আলো জ্বালিয়ে দিতে তিনি ছিলেন সদা তৎপর।

নবি-জীবনের এই ঘটনা আমাকে আরবের এক শাইখের একটা লেখার কথা মনে করিয়ে দেয়। মানুষকে দাওয়াহ দেওয়ার পদ্ধতি বোঝাতে গিয়ে শাইখ লিখেছিলেন, 'ধরা যাক একজন কোট-টাই পরা লোক যুহরের সালাত আদায় করতে মসজিদে এলো। সবার সাথে জামাআতে কাতারবন্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো লোকটা। সালাত শুরু হলো। সালাত কিছুদূর এগুতেই লোকটার ফোনে একটা কল চলে আসে। ভুলে লোকটা যেহেতু ফোন বন্ধ কিংবা সাইলেন্ট করেনি, সেহেতু তার ফোনের উচ্চ ভলিউম সালাতে সামান্য বিঘ্ন ঘটিয়েছে।

সালাত শেষ হলে মসজিদের বয়োবৃদ্ধ এবং মুরব্বি গোছের মুসল্লিরা একেবারে তেড়ে এলো তার দিকে। হৈহৈ রৈরৈ কাণ্ড! যে বিশাল বড়ো অপরাধ লোকটা করেছে তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ একগাদা ধমক আর তপ্ত উপদেশ বাক্য তাকে হজম করতে হলো। মানুষগুলোর সামনে একপ্রকার অসহায় হয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলো লোকটা।

আবার ধরা যাক, সে রাতে লোকটা একটা মদের বারে গেলো। এক পেগ মদ অর্ডার করে সে অপেক্ষার প্রহর গুনতে আরম্ভ করলো কবে মদ এসে পৌঁছুবে আর সে ঢগঢগ করে তা গলাধঃকরণ করবে।

একজন অতিশয় সুদর্শন ওয়েটার তার টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে গেলো মদের গ্লাস। হাত বাড়িয়ে নিতে গিয়ে আচমকা গ্লাসটা নিচে পড়ে ভেঙে যায়। হাত থেকে মদের গ্লাস পড়ে ভেঙে যাওয়াতে ভীষণ দুঃখ পায় লোকটা। দুঃখিত গলায় বলে, 'ওহ স্যরি স্যরি। ইশ, ভেঙেই গেলো। আসলে...।'

তাকে আর কোনো কথা বলতে দিলো না ওয়েটার। স্মিত হেসে বললো, 'নো প্রবলেম স্যার। আপনি বিচলিত হবেন না প্লিজ। আমি নতুন করে আপনার অর্ডার সাজিয়ে আনছি।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এতোটুকু লিখে আরবের ওই শাইখ প্রশ্ন রেখেছেন, এই যে দুটো জায়গা থেকে দু-রকম আচরণের মুখোমুখি হতে হলো লোকটাকে, এর মধ্যে কোন আচরণটা ভালো স্মৃতি হয়ে তার সারাজীবন মনে থাকবে? মসজিদের ওই মুরব্বিদের তীর্যক মন্তব্য আর ধমকগুলো, নাকি মদের বারের ওই ওয়েটারের স্মিত হাসির সাথে তাকে অভয় দেওয়ার মুহূর্তটা? নিশ্চয় লোকটা ভালো স্মৃতি হিশেবে মদের বারের স্মৃতিটাকেই সংরক্ষণ করে রাখবে এবং মসজিদের মুসল্লিদের আচরণটাকে সে মন্দ এবং দুঃসহ স্মৃতির তালিকায় তুলে রাখবে। প্রথম স্মৃতিটা তাকে মসজিদে যেতে বাধা দেবে এবং দ্বিতীয় স্মৃতিটা তাকে উৎসাহ দেবে বারংবার মদের বারে যেতে?

মুসলিম হিশেবে আমাদের কোন আচরণটা বেছে নেওয়া উচিত আসলে? মসজিদের মুসল্লিদের ওই রুক্ষ, তীর্যক আর তিক্ত আচরণ, নাকি মদের বারের ওই ওয়েটারের মতো কোমল, স্নিগ্ধ ব্যবহার।

কেউ ভুল করলে দ্বিতীয় আচরণ করার শিক্ষাটাই নবি-জীবন থেকে আমরা পাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই শিক্ষা থেকে আজ আমরা যোজন যোজন মাইল দূরে। যারা ভুল করতো নবিজি সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পরম মমতায় কাছে টানতেন। কিন্তু আমরা মেতে উঠেছি দূরে ঠেলে দেওয়ার মন্ত্রণায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বিপর্যয়ের দিনে

বদর যুদ্ধের আরো কিছুকাল পরের ঘটনা। যুদ্ধফেরত মুসলিমরা সবেমাত্র গুছিয়ে উঠতে শুরু করেছে। এমন সময় একদিন মক্কা থেকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর একটা চিঠি এসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে পৌঁছায়। চিঠিতে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু উল্লেখ করেন যে, মক্কার কাফিররা তিন হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করে মদিনা আক্রমণের ছক কষছে। মদিনার মুসলিমেরা যেন এর বিপরীতে প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

যদিও ইতঃপূর্বে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নের মাধ্যমে আসন্ন এক যুদ্ধের আভাস পাচ্ছিলেন, কিন্তু শত্রু-পরিবেষ্টিত মদিনার ঠিক কোন দিক থেকে যে আক্রমণ ঘনিয়ে আসছে, তা তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। চাচা আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই পত্র তাকে একটি সুনির্দিষ্ট পথরেখা তৈরিতে যারপরনাই সহায়তা করলো।

আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিজ্ঞ সাহাবিদের ডেকে একটি পরামর্শ বৈঠকের আয়োজন করলেন। কীভাবে শত্রুদের প্রতিহত করা যায় তা নিয়ে সকলের মতামত শুনতে চান তিনি। অনেক আলোচনা-পর্যালোচনার পরে দুটো বিকল্প সামনে উঠে এলো। হয় মুসলিমরা মদিনার অভ্যন্তরে বসে থাকবে প্রস্তুতি নিয়ে, শত্রু মদিনায় ঢুকতে চাইলে সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়বে তাদের ওপর, নতুবা মদিনার বাইরে কোনো উন্মুক্ত প্রান্তরে গিয়ে শত্রুর সাথে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সম্মুখসমরে লিপ্ত হবে মুসলিম বাহিনী।

যদিও নবিজি প্রথম মতের, অর্থাৎ মদিনার অভ্যন্তরে বসে শত্রুর মোকাবিলা করার পক্ষেই ছিলেন, তথাপি তরুণ এবং অধিকাংশ আনসার সাহাবিরা দ্বিতীয় মতের পক্ষে রায় দেওয়াতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মতটাকেই চূড়ান্ত ঘোষণা করেন। সিদ্ধান্ত হলো যে, মদিনায় নয়, বরং মদিনার সীমানার বাইরে গিয়ে শত্রুর সাথে সম্মুখসমরে লিপ্ত হবে মুসলিম বাহিনী।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত একজন রাসুল; তা সত্ত্বেও বিজ্ঞ সাহাবিদের মতামতকে তিনি কোনোদিন উপেক্ষা করতেন না। যে সকল বিষয়ে সরাসরি ওহির সিদ্ধান্ত আসতো না, সেগুলোতে নবিজি বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ সাহাবিদের ডেকে পরামর্শ করতেন, তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, এবং তাদের মতামত যদি নবিজির মতামতের চাইতেও অধিক বাস্তব আর সুদূরপ্রসারী মনে হতো, তিনি নির্দ্বিধায়, নিঃসংকোচে সেই মতটাকে নিজের মতামতের ওপরে প্রাধান্য দিতেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্রের এই অনুপম দিক থেকে আমরা নেতৃত্বের অন্যতম গুণাবলির সন্ধান পাই। যতো বড়ো নেতাই আপনি হোন না কেন, অন্যের মতামতকে যদি গুরুত্ব দিতে না পারেন, তাহলে নেতা হিশেবে আপনি কখনোই পরিপূর্ণ হতে পারবেন না। একজন ব্যক্তির মস্তিষ্ক থেকে সকল ব্যাপারে সর্বদা সঠিক সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসবে তা ভাবাটা কখনোই যৌক্তিক নয়। সাহাবিরাও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই অনুপম গুণাবলি সম্বন্ধে জানতেন। তাই ওহির সিদ্ধান্ত আসেনি, এমন ব্যাপারগুলোতে মতামত দেওয়াতে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতেন।

এক হাজার সদস্যের একটা মুসলিম বাহিনী প্রস্তুত করা হলো। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও শিরস্ত্রাণ পরে, তলোয়ার-সমেত বেরিয়ে এলেন। চারদিক থেকে তাকবির ধ্বনি শোনা গেলো। সেই ধ্বনিতে প্রকম্পিত হলো মদিনার আকাশ-বাতাস। যদিও কাফিরদের তিন হাজার সৈন্যবহরের বিপরীতে মুসলিমরা সংখ্যায় অনেক কম, কিন্তু নিকট অতীতে বদর যুদ্ধের সফলতা তাদেরকে দারুণভাবে উজ্জীবিত করে রেখেছে। ফলে মুসলিম শিবিরে আতঙ্কের বদলে আনন্দ-উদ্দীপনার ঢল দেখা গেলো।

রওয়ানা করলো মুসলিম সৈন্যরা। মরুভূমির বিস্তৃর্ণ বিরান পথ মাড়িয়ে এগিয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চললো অকুতোভয় বীর সেনানীর একটা দল যাদের চোখের তারায় শাহাদাতের তামান্না, হৃদয়ে অফুরান সাহস আর অন্তরভরা আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা। সংখ্যায় হয়তো বা কম, কিন্তু আত্মবিশ্বাসের জোরে তারা দুর্দান্তরকম বলীয়ান। তাদের চোখের সামনে কেবল বিজয় কিংবা শাহাদাতের তৃষ্ণা।

কিন্তু পথিমধ্যে বাদ সাধলো একজন—আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই। মদিনার জীবনে ইসলামের প্রতি যার দ্বিমুখী আচরণ ছিলো সর্বজনবিদিত। নামকাওয়াস্তে মুসলিম সেজে থাকা, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে সালাত আদায় করা থেকে শুরু করে ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান সম্পন্ন করেও সে ইসলামের শত্রুদের সাথে আঁতাত করে বেড়াতো। বরাবরের মতো উহুদ যুদ্ধের দিনও তার দ্বিমুখিতা প্রকাশ পেয়ে গেলো। মদিনা থেকে যুদ্ধে যোগ দিতে আসা এক হাজার সৈন্যের মধ্য থেকে তিনশ জনকে ভুলভাল বুঝিয়ে এবং এই যুদ্ধে মুসলিমরা যে নাস্তানাবুদ হবে, সে হুঁশিয়ারি শুনিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ফিরিয়ে নিয়ে গেলো। একে তো মক্কার কাফিরদের তুলনায় মুসলিমরা সংখ্যায় কম ছিলো, তার ওপর এমন মুহূর্তে ইবনু উবাইয়ের এহেন দ্বিচারিতা মুসলিম শিবিরের জন্য একটা বড়ো ধরনের ধাক্কা ছিলো।

ইবনু উবাইয়ের শত্রুতা একটা ধাক্কা হিশেবে এলো বটে, কিন্তু অন্যান্য মুসলিম বীরদের আত্মবিশ্বাসে তা এতোটুকু চিড় ধরাতে পারেনি। যে উৎসাহ, উদ্দীপনা নিয়ে মুসলিম সেনাবাহিনী এসেছিলো, তাতে একটুও ভাটা পড়েনি।

মুসলিমরা উহুদ প্রান্তরে এসে থামলো। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঠিক করলেন এখানেই মক্কার কাফির বাহিনীকে মোকাবেলা করা হবে। কোনো কোনো জায়গায় সৈন্যরা কীভাবে যুদ্ধ করবে তা তিনি সবিস্তারে বুঝিয়ে দিলেন সকলকে। উহুদ প্রান্তরের পাশে ছিলো কয়েকটা গিরিপথ যা দিয়ে শত্রুপক্ষ যেকোনো সময় আক্রমণ চালাতে পারে। ওই সকল গিরিপথে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৫০ জন দক্ষ তীরন্দাজকে নিয়োগ করলেন। তাদের সেনাপতি হিশেবে দায়িত্ব দিলেন সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুকে। তীরন্দাজদের উদ্দেশ্যে তিনি বারংবার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলে দিলেন যে, 'খবরদার, যদি দেখো আমরা কাফিরদের ওপর বিজয় লাভ করেছি, তবুও তোমরা এই গিরিপথ ছেড়ে কোথাও যাবে না। আবার যদি দেখো যে কাফিররা আমাদের ওপর বিজয় লাভ করেছে, তথাপি আমাদের সাহায্য করার জন্যেও এখান থেকে সরবে না।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নির্ধারিত সময়ে যুদ্ধ শুরু হলো। বিশাল সৈন্যবহরের কুরাইশ বাহিনীর সাথে অল্পসংখ্যক মুসলিম বাহিনীর এক অসম লড়াই। কিন্তু কী আশ্চর্য, বিপুল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এতো বড়ো একটা বাহিনী কোনোভাবেই যেন মুসলিমদের সামনে দাঁড়াতে পারলো না! মুসলিম আনসার আর মুহাজিরদের বীরত্ব, কৌশল, সাহস আর শক্তিমত্তার সামনে বিশালকায় বাহিনী যেন প্রতিমুহূর্তে পর্যুদস্ত হচ্ছে।

যদিও যুদ্ধের ফলাফল মুসলিমদের পক্ষেই, তবুও কিছু সাহাবি ইতোমধ্যেই শাহাদাতের পেয়ালা পান করে মহান রবের সান্নিধ্যে পাড়ি জমিয়েছেন। তাদের মধ্যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যন্ত প্রিয় কয়েকজন সাহাবিও ছিলেন।

আস্তে আস্তে মুসলিমদের বিজয় আরো স্পষ্ট হতে শুরু করলো। একটা পর্যায়ে দেখা গেলো, মুসলিমদের সাথে সম্মুখ লড়াইয়ে টিকতে না পেরে কুরাইশ বাহিনী সদলবলে পালাতে শুরু করেছে। প্রাণ নিয়ে পালাতে গিয়ে তারা পশ্চাতে ফেলে যায় তাদের অস্ত্রশস্ত্র, আহারাদি, ব্যবহার্য জিনিসপত্র, এমনকি মহিলারা তাদের অলংকার পর্যন্ত ছেড়েছুড়ে পলায়ন করতে শুরু করছে। মুসলিম শিবিরে বিজয়ের একটা গুঞ্জন তৈরি হতে লাগলো।

ইতিহাসের চরম বিপর্যয়ের মুহূর্তটা অবশেষে ঘনিয়ে এলো তখনই! কুরাইশ-বাহিনীকে দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে পশ্চাদগমন করতে দেখে, তাদের ফেলে যাওয়া জিনিসপত্রের বিপুল সম্ভার দেখে গিরিপথে দায়িত্বরত তীরন্দাজ বাহিনী ভাবলো যুদ্ধ বুঝি চূড়ান্তভাবে সমাপ্ত এবং মুসলিমেরা মনে হয় বিজয়মাল্য গলায় পরবার জন্যে প্রস্তুত। কুরাইশ বাহিনীকে যেহেতু তারা প্রাণ নিয়ে পালাতে দেখেছে, সুতরাং তারা ধরেই নিলো, বিপদের আর কোনো আশঙ্কা নেই। এখন চাইলেই গিরিপথ ছেড়ে দেওয়া যায়। আর তাছাড়া নতুন ইসলামে আসা এই তীরন্দাজদের তনুমনে ইসলামের ব্যবহারিক শিক্ষার সুষম বিকাশ তখনও ঘটেনি। কুরাইশদের ফেলে যাওয়া গনিমতের জিনিসপত্র দেখে তারা খানিকটা আপ্লুত হয়ে পড়ে। সেসব কুড়িয়ে নেওয়ার তীব্র বাসনাও তাদেরকে গিরিপথ উন্মুক্ত করে দেওয়াতে উৎসাহ যোগায়।

তারা যখন গিরিপথ থেকে সরে যেতে শুরু করলো, তখন তাদের দলপতি আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুশিয়ারি বার্তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, ‘তোমরা ভুল করছো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

নবিজি তোমাদের কী বলে গিয়েছিলেন মনে নেই? মুসলিমদের জয় কিংবা পরাজয় যা-ই ঘটুক, গিরিপথ উন্মুক্ত করে দিয়ে তোমাদের কোনো অবস্থাতেই সরে যেতে বারণ করেছিলেন তিনি।'

কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথাকে গ্রাহ্য করলো না তীরন্দাজের দল। তারা বেশ ফুরফুরে মন এবং মেজাজ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে এলো গিরিপথ অরক্ষিত রেখেই। এরপরেই ঘটলো ইতিহাসের চরমতম একটা বিপর্যয়!

মুসলিম তীরন্দাজরা ভেবেছিলো যুদ্ধ বুঝি শেষ। এজন্যেই তারা বিজয়ীদের সাথে যোগ দিতে গিরিপথ ছেড়ে ময়দানে নেমে এলো। এই সুযোগটাকে ভালোভাবে লুফে নিয়েছিলেন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ। তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি মুসলিম তীরন্দাজদের ছেড়ে দেওয়া গিরিপথ ধরে ঢুকে মুসলিম শিবিরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন সদলবলে। প্রতিপক্ষের এমন আকস্মিক আক্রমণের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলো না মুসলিম বাহিনী। ফলে শত্রুর পাল্টা আঘাতে ছন্নছাড়া হয়ে যায় তারা। বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে এমন বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে বিপন্ন, বেপরোয়া হয়ে পড়লো এতোক্ষণ ধরে বীরদর্পে লড়ে যাওয়া দলটি। শত্রুর সাথে কুলিয়ে উঠবার কোনো রাস্তাই যেন আর অবশিষ্ট নেই। এবার একে একে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করলেন অনেক সাহাবি। এমনকি, শত্রুর এই আক্রমণ আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্তও পৌঁছে যায়। নবিজি নিজের বাহন থেকে পড়ে গেলেন। ভেঙে যায় তার একটি দাঁত। শিরস্ত্রাণের একটা অংশ ভেঙে তার চোয়ালকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। তখন কতিপয় অসীম সাহসী সাহাবি এসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিরাপত্তা-বলয়ে আবদ্ধ করে ফেললেন, যেন শত্রুর আর কোনো আঘাতের আঁচ তাকে স্পর্শ করতে না পারে।

ওদিকে লড়াইও থেমে নেই, কিন্তু যে কৌশল এবং যে ছকে মুসলিম যোদ্ধারা এতোক্ষণ লড়েছিলো, সেটা অকার্যকর হয়ে পড়লো। কোন কৌশলে আগালে শত্রুকে পরাজিত করা যাবে, সেটা বুঝে উঠতেই হিমশিম খেতে লাগলো মুসলিম বাহিনী। কোথাও কোনো নেতৃত্ব নেই, নেই গোছালো কোনো আক্রমণ। সবখানে কেমন যেন একটা ছন্নছাড়া ভাব!

একসময় যুদ্ধ শেষ হলো। ৭০ জন সাহাবি শহিদ হলেন। শত্রুপক্ষের ২০ কিংবা ২২ জন মারা গেলো। যদিও আপাতপক্ষে যুদ্ধের ফলাফলটা শত্রুপক্ষের দিকেই ঝুলে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আছে, কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ মুহূর্তের নির্দেশনা, কতিপয় সাহাবিদের প্রাণপণ লড়াই এবং বুদ্ধিমত্তার জোরে মুসলিমরা আরো বড়ো বিপর্যয় থেকে বেরিয়ে যুদ্ধটাকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়।

শহিদ সাহাবিদের দাফন-কাফন সেরে মুসলিমরা ঘরে ফিরে এলো। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন। যে কারণে উহুদে বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে গিয়েও তাদেরকে শোচনীয় অবস্থা বরণ করে ফিরতে হয়েছে, তার সঠিক কারণ ও সেগুলো কাটিয়ে উঠবার পরিকল্পনায় মনোযোগ দিলেন তিনি।[১]

উহুদের লড়াইয়ে মুসলিমদের সার্বিক বিপর্যয়ের কারণ তীরন্দাজ বাহিনীর শেষ মুহূর্তের সিদ্ধান্তটাই। তারা ভেবেছিলো যুদ্ধ শেষ। তাছাড়া গনিমতের জিনিসপত্রের বাহার এবং ব্যাপক সম্ভার দেখে তাদের মনে তা সংগ্রহের তাড়না প্রবল হয়ে ওঠে। ফলে তাদের অধিকাংশ সদস্য যুদ্ধ শেষ মনে করে গিরিপথ উন্মুক্ত করে দেয়। কিন্তু এই পথে যে একটা আক্রমণের আশঙ্কা থেকে যাবেই, সেটা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের পূর্বেই আঁচ করেছিলেন এবং তদানুযায়ী তীরন্দাজদের নির্দেশনাও প্রদান করেছিলেন, জয় কিংবা পরাজয়, কোনো অবস্থাতেই তারা যেন গিরিপথ ছেড়ে না যায়। কিন্তু তীরন্দাজ বাহিনী তা থেকে বিস্মৃত হলো এবং আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পরেও তারা তা গ্রাহ্য করলো না। বিপর্যয়ের সূত্রপাতটা এখান থেকেই।

তবে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো এই—সেদিন যেসব তীরন্দাজের ভুলে মুসলিম বাহিনীকে কড়া মাশুল গুনতে হয়েছে। নিশ্চিত বিজয়ের দ্বারপ্রান্ত থেকে ফেরত আসতে হয়েছে রিক্ত হস্তে, যাদের একটা ভুল সিদ্ধান্তের কারণে অনেক সাহাবিকে শহিদ হতে হয়েছে, নবিজিকে হতে হয়েছে রক্তাক্ত, তাদেরকে কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটিবারের জন্যও শাসাননি। একটিবারের জন্যও তাদের সাথে কড়া ভাষায় কথা বলেননি। তাদেরকে ভর্ৎসনা করেননি। বরং যে গনিমতের মোহে তারা

---

[১] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, ইবনু হিশাম, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৬৪-৬৮, ৮৬-৯০; *জাদুল মাআদ*, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ১৭৪-১৭৮; *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭; পৃষ্ঠা : ৩৪৬, ৩৫১, ৩৬২, ৩৬৩; *আস-সিরাতুল হালাবিয়্যা*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ২৯৮-৩০৯; *ইরশাদুস সারি*, খণ্ড : ৬; পৃষ্ঠা : ৩০৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ক্ষণিকের জন্য বিভ্রান্ত হয়েছিলো, তা যে একটা আত্মিক-উন্নতির ঘাটতির কারণেই, তা পরম যত্নে তাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সদ্য ইসলাম গ্রহণ করা সেসব মুসলিম যে আত্মিকভাবে নিজেদের উন্নতি ঘটাবার তেমন কোনো সুযোগ পাননি, তা নবিজি জানতেন। নবিজি তাদের ভুলকে বড়ো করে না দেখে, তাদের আত্মত্যাগকে বড়ো করে দেখেছিলেন সেদিন।

এমন ঘটনার বিপরীতে, এমন নিদারুণ বিপর্যয়ের পর পৃথিবীর অন্য কোনো নেতা হলে ওই সকল তীরন্দাজকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে ছাড়তো, কিন্তু নিজে আহত হয়ে, নিজের প্রিয়তম সাহাবিদের হারিয়ে এবং শত্রুবাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হয়েও ধৈর্যের এক চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তিনি পরবর্তী যুদ্ধের ছক কষতে বসে পড়লেন, কিন্তু তাতে পূর্বের সাহাবিরা, যাদের ভুলের মাশুল বইতে হলো পুরো মুসলিম বাহিনীকে, তাদের জন্য ভর্ৎসনা, তিরস্কার কিংবা একদণ্ড শাস্তিও তিনি রাখেননি।

ধৈর্যের ব্যাপারে তিনি ছিলেন এক অনন্য অসাধারণ ব্যক্তিত্ব! আর ভালোবাসা দিয়ে আপন করে নেওয়া ছিলো তার এক বিস্ময়কর ক্ষমতা! যাকে মানবতার জন্য রহমত হিশেবে পাঠানো হয়েছে, তার কাছ থেকে এমন অনুপম দর্শন দুনিয়া পাবে, এটাই তো স্বাভাবিক!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ভৃত্যের সাথে আলাপন

তায়েফে বর্ণনাতীত অপমান আর নির্যাতনের স্বীকার হন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তায়েফের নেতাদের তাচ্ছিল্য, কটাক্ষ এবং তায়েফবাসীকে নবিজির ব্যাপারে উস্কে দিয়ে তাকে পাথরের আঘাতে জর্জরিত করে এক গর্হিত ইতিহাসের জন্ম দেয় তারা। সেই অকথ্য, অবর্ণনীয় নির্যাতন সয়ে শেষমেশ যায়িদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে নবিজি আশ্রয় নিলেন একটা বাগানে।

বাগানের দুজন মালিক অদূরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তায়েফবাসীরা যে দুটো লোককে তাড়া করছিলো এতোক্ষণ ধরে, তা তারা দেখছিলেন এবং সতর্ক নজরও রাখছিলেন। তাদের বাগানে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং যায়িদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ঢুকে পড়তে দেখে তারা বিচলিত হননি কিংবা তায়েফবাসীকেও তাদের শত্রুদ্বয়ের আশ্রয়স্থল সম্পর্কে জ্ঞাত করেননি।

তখন নবিজি যে ভীষণ পর্যুদস্ত এবং বিপন্ন, আঘাতে আঘাতে জর্জরিত, দুঃখে মর্মপীড়িত, তা বাগান মালিকদ্বয় বেশ ভালোভাবেই অনুভব করতে পেরেছেন। দুটো নিরীহ মানুষের এমন করুণ পরিস্থিতি তাদেরকে ব্যথিত করেছিলো সেদিন। বাগানে ঢুকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আকাশের দিকে হাত তুলে দুআ করেছিলেন, সেটাও বাগান মালিকদের চোখ এড়ায়নি। বাগানে আশ্রয় নেওয়া সেই দুটো অসহায় আগন্তুকের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল হয়ে পড়লেন উভয়ে। গাছ থেকে পাড়া কিছু আঙুর এক ভৃত্যের মাধ্যমে বাগানে আশ্রয় নেওয়া আগন্তুকদের কাছে পাঠিয়ে সেই সহানুভূতির স্বীকৃতি রেখে যেতেও ভোলেননি তারা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ভৃত্য আদ্দাস নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে আঙুর তুলে দিলে নবিজি তা হাসিমুখে গ্রহণ করেন এবং বিসমিল্লাহ বলে খেতে শুরু করেন। নবিজিকে বিসমিল্লাহ বলতে শুনে বেশ আশ্চর্য বনে যায় আদ্দাস, কারণ সে জানে, মুশরিকরা কখনো এই শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না। কৌতূহল থেকেই আদ্দাস জানতে চাইলো, 'আপনাকে একটু আগে বিসমিল্লাহ বলে খেতে দেখলাম। আমি যদ্দুর জানি, কোনো মুশরিকের তো এই শব্দ উচ্চারণের কথা নয়।'

নবিজি বললেন, 'আমি তো মুশরিক নই।'

আদ্দাসের বিস্ময়ের রেশ যেন কাটতে চায় না কোনোভাবে! এবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই তাকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কোথাকার লোক?'

আদ্দাস বললো, 'আমি নিনেভার অধিবাসী।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্মিত হেসে বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, তুমি পরম সজ্জন ইউনুস ইবনু মাত্তা আলাইহিস সালামের জনপদের লোক, তাই না?'

আদ্দাস যেন এবার একেবারে তাজ্জব বনে গেলো! বহুদূরের নিনেভায় যে একদা ইউনুস ইবনু মাত্তা নামের এক প্রসিদ্ধ নবি ছিলেন, তা আরবের এই হতদরিদ্র লোক কীভাবে জানতে পারে—সেটা যেন কোনোভাবেই বুঝে উঠতে পারছে না ভৃত্য আদ্দাস। অলৌকিক কোনো শক্তি ব্যতীত বহু প্রাচীন, বহু পুরোনো এই মহান নবি এবং তার অঞ্চলকে শনাক্ত করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

বিস্ময়ের রেশ চোখে-মুখে ধরে রেখে আদ্দাস জানতে চাইলো, 'হ্যাঁ, কিন্তু আপনার তো সেটা জানবার কথা নয়। কীভাবে জানলেন?'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় স্মিত হেসে বললেন, 'ইউনুস তো আমার ভাই। তিনি ছিলেন আল্লাহর একজন নবি এবং আমিও আল্লাহর প্রেরিত একজন রাসুল।'

এক ঘোর লাগা বিস্ময়ে বিভোর হয়ে যায় আদ্দাস! যেন বহু আকাঙ্ক্ষিত কোনো বস্তুর দেখা মিললো বলে, বহু প্রতীক্ষিত কোনো স্বপ্ন সদ্যই পূরণ হতে চলেছে তার! আদ্দাসের সামনে শুভ্র-শান্ত এবং সরলতায় ভরপুর চেহারার যে মানুষটা দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি যে কোনো সাধারণ মানুষ নন, বরং আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সে ব্যাপারে তার মনে কোনো দ্বিধা-সংশয় নেই।

আদ্দাস নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত ধরে ফেললো সাথে সাথে। এ যে সেই আকাঙ্ক্ষিত মানুষ, সেই আকাঙ্ক্ষিত নবি যার খোঁজ করে চলেছে সে! নবিজির মাথা এবং হাতে চুমু খেতে খেতে আদ্দাস বললো, 'আমি বিশ্বাস করি, আপনি অবশ্যই আল্লাহর নবি। আপনি যে তথ্য আমাকে দিলেন, আমি জানি কোনো রাসুল না হলে, কোনো অলৌকিক শক্তিবলের অধিকারী না হলে এই তথ্য সাধারণ কারো পক্ষে জানা কোনোমতেই সম্ভব নয়। আমি আপনাকে বিশ্বাস করলাম। আপনার ওপরে ঈমান আনয়ন করলাম এবং ঈমান আনয়ন করলাম সেই রবের প্রতিও যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন-সহ পাঠিয়েছেন।'[১]

তায়েফের সেই বেদনাবিধুর দিনে এই ঘটনাটাই ছিলো একমাত্র স্বস্তির। যখন গোটা তল্লাট, গোটা তায়েফবাসী নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, যখন তাদের নেতারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অপমান অপদস্থ করে তাড়িয়ে দিলো, তখন এক ভৃত্য সত্যকে আলিঙ্গান করতে মুহূর্তকাল দেরি করলো না। সত্য পয়গামের সন্ধান পাওয়ামাত্রই তা লুফে নিলো।

একবুক যন্ত্রণা আর মন খারাপ নিয়ে ফিরছিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কতো আশা আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি তায়েফ গিয়েছিলেন! কতো স্বপ্ন বুনেছিলেন তায়েফবাসীদের নিয়ে! কিন্তু সব আকাঙ্ক্ষা, সকল স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পর্যবসিত হলো সেদিন। শরীরে পাথরের আঘাতে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ আর অন্তরে আশাভঙ্গের হাহাকার! এমন দুর্দিনেও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিন্তু একজন ভৃত্যের সাথে, একজন একান্ত অপরিচিত মানুষের সাথে সদ্ভাব দেখাতে ভোলেননি। তার শরীর থেকে তখনও আঘাতের দাগ মুছে যায়নি, কাপড় থেকে দূর হয়নি নির্যাতনের চিহ্ন। তবু একজন ভৃত্যের সাথে কথা বলতে গিয়ে তার মুখ থেকে উধাও হয়ে যায়নি তার সহজাত হাসি, যে হাসি দিয়ে তিনি জয় করে নিতেন সকলের মন। এমন কঠিন অবস্থাতেও তিনি মানুষকে হিদায়াতের পথে আহ্বান করবার কথা ক্ষণিকের জন্যও ভোলেননি।

---

[১] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, ইবনু হিশাম, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৪২১; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* : ৩; পৃষ্ঠা : ১৩৬; *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, ইবনু কাসির, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ১৫০-১৫১; *আর-রাওজুল আনিফ*, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ৩৫; *ইমতাউল আসমা*, মুকরিজি, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ৩০৭; *আর-রাহিকুল মাখতুম*, পৃষ্ঠা : ১১৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমরা যারা সামান্য আঘাতে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাই, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ি—এই ঘটনা থেকে আমাদের শিখবার আছে জীবনের এক দারুণ পাঠ। যতো দুঃখ-কষ্ট আর বেদনাই ভর করুক জীবনে, আমরা কখনোই এতোটা ভেঙে পড়বো না, যতোটা ভেঙে পড়লে আমরা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। চরম দুঃখের দিনেও আমরা অন্য কাউকে তুচ্ছ ভেবে এড়িয়ে যাবো না, তাদের সাথে খারাপ আচরণ করবো না। দুঃখবোধে ক্লান্ত হয়েও সেদিন যদি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভৃত্য আদ্দাসকে ওই সময়টুকু না দিতেন, যদি না দেখাতেন ওই সৌজন্য এবং আন্তরিকতা—আদ্দাস কি কখনো নাগাল পেতো সত্য দ্বীনের?

যতো খারাপ পরিস্থিতিই সামনে আসুক, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশাবাদী হতে ভুলতেন না। বিচ্যুত হতেন না নিজের সহজাত গুণের গণ্ডি থেকে। নবি-জীবনের এমন কোমল বৈশিষ্ট্য, এমন নিপুণ চারিত্রিক মাধুর্যতা আমাদের জীবনেও যদি আমরা ধারণ করতে পারি, তাহলে সার্থকতায় ভরে উঠবে আমাদের জীবন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তিনি এক অনুপম স্বামী

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার জ্যেষ্ঠ কন্যা ছিলেন যাইনাব রাযিয়াল্লাহু আনহা। নবুওয়াতের আগেই নবিজি তাকে মক্কার আবুল আস ইবনুর রাবির সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নবুওয়াত লাভ করলেন, তখন যাইনাব-সহ তার পরিবারের সকলে তার আনীত দ্বীনের ওপর ঈমান এবং তাকে আল্লাহর নবি বলে স্বীকার করলেও, যাইনাব রাযিয়াল্লাহু আনহার স্বামী আবুল আস নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনয়ন করেননি। নিজের পিতৃধর্ম ত্যাগ করে, পূর্বপুরুষদের বিশ্বাসকে জলাঞ্জলি দিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত ধর্মের ওপর ঈমান আনতে রাজি হননি যাইনাব রাযিয়াল্লাহু আনহার স্বামী। তিনি তার আগের ধর্ম, আগের বিশ্বাসেই অবিচল থাকলেন।

শুধু নিজের ধর্ম আর বিশ্বাসের ওপর অটল অবিচল থেকেই ক্ষান্ত ছিলেন না আবুল আস; মক্কার কুরাইশদের হয়ে, নিজের স্ত্রীর সম্মানিত পিতা, নিজের শ্রদ্ধেয় শ্বশুরের বিরুদ্ধে তিনি হাতে তুলে নিয়েছিলেন তরবারি। ইসলামের একেবারে প্রথম জিহাদ, প্রথম যুদ্ধ, বদরের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিলেন আবুল আস। না, কোনো বিজয়মাল্য হাতে ওঠাতে পারেননি সেবার। বরং মুসলিম বাহিনীর হাতে ধৃত হয়ে বন্দী অবস্থায় তাকে যেতে হয় মদিনায়, যেখানে নতুন এক ইসলামি রাষ্ট্রের সূচনা করেছেন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আবুল আস মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে পারেনি শুনে খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন যাইনাব রাযিয়াল্লাহু আনহা। স্বামীর পরাজয়ে স্ত্রীর আনন্দ নয়—এটা মিথ্যের বিরুদ্ধে এক সত্য-অবলম্বনকারীর আনন্দ!

স্বামীর পরাজয়ে বিলকুল খুশি হলেও, যুদ্ধে যাওয়া স্বামীর খোঁজ নিতে ভুললেন না যাইনাব। যুদ্ধফেরত অন্যান্য কুরাইশের কাছে স্বামীর সংবাদ জানবার তাগিদে তিনি জানতে চাইলেন, 'তার কী অবস্থা এখন?'

কুরাইশেরা জানালো, আবুল আস মুসলিম বাহিনীর হাতে আটক হয়ে এখন বন্দী অবস্থায় মদিনায় আছে।

একে তো স্বামী অবিশ্বাসী, অত্যাচারী গোত্রের সদস্য, তার ওপর এখন বন্দী হয়েছে তার পরম পিতার হাতে যিনি সত্য এবং ন্যায়ের এক মূর্ত প্রতীক। পরিস্থিতি এতোটাই জটিল আর বিদঘুটে হয়ে দাঁড়ালো যে, এই মুহূর্তে ঠিক কী করা যায় সেটা ভেবেই অস্থির যাইনাব রাযিয়াল্লাহু আনহা।

শেষ অবধি ঠিক করা হলো—বন্দী স্বামীকে মুক্ত করার জন্যে তিনি মুক্তিপণ পাঠাবেন পিতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত।

যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করতে মক্কাবাসীর কাছ থেকে আসা নানান ধরনের মুক্তিপণ নবিজির সামনে রাখা। তিনি পরখ করে দেখছিলেন সবকিছু। হঠাৎ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোখ আটকালো একটা গলার হারে। তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লেন সাথে সাথে! এই হার যে তার বড্ড চেনা! এই হারের সাথে জড়িয়ে আছে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কতো স্মৃতি! আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লেন তিনি! স্মৃতির এমন মধুর যাতনায় তখন তার চোখ টলোমলো।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আশপাশে যারা ছিলেন, ঘটনার আকস্মিকতায় তারাও হতবাক! খুব হঠাৎ করে এতোটা আবেগপ্রবণ হয়ে উঠতে কখনো দেখা যায়নি নবিজিকে। একটা সামান্য হারই তো, সেটা হাতে নিয়ে এতো স্মৃতিকাতর হয়ে ওঠার কী কারণ থাকতে পারে?

কিন্তু, এই হার কি কেবল সামান্য আর সাধারণ কোনো হার ছিলো?

একদমই না। এই হার ছিলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম স্ত্রী,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রিয়তমা খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার। সেই খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা, যিনি সকল দুর্যোগ, দুর্ভোগ আর দুঃসময়ে ছিলেন নবিজির ছায়াসঙ্গী। যখন চারপাশ থেকে নবিজির দিকে ধেয়ে আসতো নানান অপবাদ আর অপমান, তখন খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য হয়ে উঠতেন সাহসের ফোয়ারা। যখন সবাই বিরক্তি আর বিড়ম্বনা ভেবে তাকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছিলো, তখন প্রবল প্রতাপে, ভালোবাসার সাথে নবিজিকে আগলে রেখেছিলেন খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা। তাকে বিশ্বাস করার মতন যখন কোথাও কেউ নেই, তখন এই মহীয়সীই হয়ে উঠেছিলেন উম্মাহর প্রথম বিশ্বাসী মানুষ। যার সাথে নবিজির এতো এতো স্মৃতি, সেই প্রয়াত স্ত্রীর গলার হার দেখে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃদ মাঝারে বিরহের তুফান বইবে—এটাই তো স্বাভাবিক।

ছলছল চোখে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিগ্যেশ করলেন, 'কার মুক্তির জন্য এসেছে এই হার?'

সাহাবিরা বললেন, 'এটা এসেছে আবু আল-'আসের মুক্তিপণ হিশেবে, ইয়া রাসুলাল্লাহ।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এটা আমার কন্যা যাইনাব পাঠিয়েছে তার স্বামীকে মুক্ত করার জন্যে। তোমরা কি জানো, এই হার কার?'

'না, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমরা জানি না।'

'এটা আমার প্রিয়তমা খাদিজার গলার হার। মারা যাওয়ার আগে এই হার সে যাইনাবকে দিয়ে গিয়েছিলো। আজ এই হার মুক্তিপণ হিশেবে আমার কাছে এসে পৌঁছেছে'—এইটুকু বলতেই যেন নবিজির গলা ধরে এলো। প্রিয় সহধর্মিণীর প্রয়াণবেদনা তার বুকের মধ্যে নতুন করে শোকের ঢেউকে জাগ্রত করে দিলো যেন।

নবিজির এমন স্মৃতিকাতরতা, এমন বিমর্ষ অবস্থা সাহাবিদেরও মনোবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। একটা থমথমে পরিস্থিতি হালকা হয়ে এলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমি তোমাদের কাছে একটি অনুরোধ করতে চাই—যদি তা তোমরা রাখো।'

সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন, 'অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসুল।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'আবুল আস আমার বড়ো মেয়ের স্বামী।[১] তোমরা কী বলো, আমার কি তাকে মুক্তি দেওয়া উচিত? আর মুক্তিপণ হিশেবে খাদিজার যে হারখানা আমার হাতে এসে পৌঁছেছে, সেটা আমি পুনরায় যাইনাবের কাছে ফেরত পাঠাতে চাচ্ছি। বড়ো শখ করে এই হার খাদিজা যাইনাবকে দিয়েছিলো একদিন। এই হার অন্যকারো হাতে চলে যাক, তা আমি চাই না। তোমরা কি আমাকে তা করতে অনুমতি দেবে?'

সবাই বিনা বাক্যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুমতি দেয়। তিনি আবুল 'আসের কাছে এসে বললেন, 'এই হারখানা তোমার মুক্তিপণ হিশেবে যাইনাব আমার কাছে পাঠিয়েছে। তোমাকে মুক্ত ঘোষণা করা হলো। এই নাও, এই হার নিয়ে মক্কায় চলে যাও এবং যাইনাবের হাতে এই হার পৌঁছে দাও।'[২]

খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা মারা যাওয়ার আরও অনেক পরের ঘটনা এটা। ততোদিনে কতো জল গড়ালো পৃথিবীর, কতো জোয়ার-ভাটায় তৈরি হলো নতুন ইতিহাস! তবুও, খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার জন্যে মনের কোণে একটা স্থান নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় রেখে দিয়েছেন সযত্নে। তার সাথে কাটানো যেকোনো স্মৃতি চোখের সামনে এলে, তার সাথে জড়িয়ে থাকা যেকোনো মুহূর্তের কথা মনে পড়ে গেলে তা রোমন্থন করে নবিজি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তেন ভীষণভাবে। নবিজি নিঃস্ব অবস্থা থেকে রাষ্ট্রনায়ক হয়েছেন, শত্রুর চেয়ে ভারী হয়েছে তার শুভাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যা। তবুও, জীবনের কঠিন সময়গুলোতে যে নারীহৃদয় তাকে ভরিয়ে রেখেছিলেন অকৃত্রিম ভালোবাসা আর মায়ার বাঁধনে, যে কোমল হস্তযুগল তাকে দিয়ে গেছেন সান্ত্বনা আর সাহসের সংবাদ—তাকে কোনোদিন, কখনোই, কোনোভাবেই ভুলতে পারেননি নবিজি। স্বামী হিশেবেও কতোই না অনুপম উদাহরণ তিনি আমাদের জন্য!

---

[১] তখনো শরিয়তে মুশরিক স্বামীর সাথে স্ত্রীর তালাকের বিধান নাযিল হয়নি। উল্লেখ্য, তিনি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

[২] *মুসতাদরাকুল হাকিম* : ৫০৩৮; *সুনানু আবি দাউদ* : ২৬৯২; *আল-আওসাত,* ইবনুল মুনযির : ৬৬০৯; *আল-মুজামুল কাবির,* তাবারানি : ১০৫০; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া,* খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ৩১২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

শোকের সাগরে দাঁড়িয়ে

সম্ভবত পৃথিবীতে এমন কোনো কষ্ট নেই, এমন কোনো দুঃখ কিংবা হারানোর ব্যথা নেই, যার ভেতর দিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেতে হয়নি। আর, একজন পিতার জন্যে দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে বড়ো ব্যথা, সবচেয়ে বড়ো শূন্যতা, সবচেয়ে বড়ো বেদনার কারণ সম্ভবত চোখের সামনে নিজের সন্তানের মৃত্যুদৃশ্য অবলোকন করা। সন্তানের লাশের ভারের চাইতে ভারী কোনো জিনিস কোনো পিতার জন্যে পৃথিবীতে আর তৈরি হয়নি হয়তো বা।

৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম নেয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিশুপুত্র ইবরাহিম। মাত্র আঠারো মাস যখন তার বয়স, একদিন হঠাৎ করে নবিজির কলিজার টুকরো সন্তান ইবরাহিম মারা গেলো! সে কী এক বিষাদের দিন, বেদনার অন্তর্দহন! কোলের সন্তান মারা গেলে পৃথিবীর সকল বাবা-মাকে যে বেদনা আর দুঃখবোধ গ্রাস করে, যে মনঃকষ্ট এসে ভর করে তাদের হৃদয়ে, তা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেলাতেও সত্য। সন্তান হারানোর ভীষণ বিষাদে তিনিও কাতর!

সেদিন ঘটলো আরও একটি ঘটনা। ইবরাহিম যেদিন মারা গেলো, সেদিন আকাশ-জুড়ে নেমে এলো অঘোর অন্ধকার। প্রকৃতিতে দিনের বেলাতেই যেন সন্ধ্যের ঘনঘটা। ঘটনা হলো—সূর্যে সেদিন গ্রহণ লেগেছিলো যার ফলে মুহূর্তে আকাশ অন্ধকারে ছেঁয়ে যায়। কিন্তু আশপাশের সকলে ভাবলো, এ বুঝি ইবরাহিমের মৃত্যুর জন্যই প্রকৃতির শোকপালন। লোকেদের ভাবনা, এ তো আর সাধারণ কারো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

পুত্রসন্তান নয়, একেবারে আল্লাহর নবির পুত্র! নবিপুত্রের প্রয়াণে প্রকৃতিজুড়ে এমন শোকের আবহ তৈরি হতেই পারে! তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে?

কিন্তু, এ যে মোটেও আশ্চর্য কোনো ঘটনা নয়, এতে যে প্রকৃতির কোনো শোক আবহ নেই, তা একমুহূর্ত দেরি না করেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত জনতাকে বুঝিয়ে দিলেন। নিজের এমন শোকের দিনে, এমন ব্যথাতুর হৃদয় নিয়েও তিনি সবাইকে উদ্দেশ্য করে সেদিন বললেন, 'তোমরা ভুল ভাবছো। চাঁদ এবং সূর্য হলো আল্লাহর নিদর্শনাবলির মধ্যে দুটো নিদর্শন। কারো মৃত্যুর জন্যে কখনোই চন্দ্রগ্রহণ কিংবা সূর্যগ্রহণ হয় না।'[১]

শোকে মুহ্যমান নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এমন কঠিন সময়ে একদল মানুষ তার পুত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে জড়িয়ে পড়ছিলো একটা কুসংস্কারে। সেদিন তিনি চাইলেই ঘটনাটাকে এড়িয়ে যেতে পারতেন। চাইলে লোকেদের কথায় সম্মতি দিলেও দিতে পারতেন। যদি তিনি সত্যিকার অর্থেই নবি না হতেন, যেমনটা মক্কার শত্রুরা তাকে বলে বেড়াতো, তাহলে সেদিন বলতে পারতেন, 'দেখো লোকসকল! আমি যে আল্লাহর প্রেরিত নবি আর দূত, তা নিয়ে তোমাদের মাঝে কি আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ আছে? আমি যে সত্যিকার অর্থেই আল্লাহর নবি, তার প্রমাণ আজ হাতেনাতে পেলে তো? যেহেতু আমি একজন নবি, তোমাদের মতন সাধারণ কেউ নই, তাই আমার সন্তানের প্রয়াণ দিবসে প্রকৃতিও আজ শোকাহত। আমার বেদনায় তারাও মর্মাহত। তাই তো দেখো, আজ আমার দুঃখভরা দিনে আকাশের জ্বলজ্বলে সূর্যটাও অন্ধকারে ডুবে গেলো। ঝলমলে দিন পরিণত হলো নিশুতি রাতে। বলো, আমি যদি নবিই না হতাম, কেনই বা প্রকৃতিজুড়ে এমন মাতম বইবে?'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জায়গায় যদি সেদিন অন্য কেউ হতো, এমন কেউ যার অন্তরে নবি হিশেবে প্রতিষ্ঠা লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, এমন লোকমাত্রই এই সুযোগ লুফে নিতো। কোনোভাবেই হাতছাড়া করতো না। নিজেকে প্রমাণের এমন মোক্ষম সুযোগ তো আর সবসময় সামনে আসে না। যদি নবিজি সেদিন নিজের কওমের কথাতে সম্মতি জ্ঞাপন করতেন, তাহলে তাকে অবিশ্বাস করার, তাকে মিথ্যেবাদী বলার, তাকে সন্দেহ করার একটা বান্দাও ওই তল্লাটে ছিলো না।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ১০৬০; *সহিহ মুসলিম* : ৯১৫; *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ২৮২৭; *আস-সুনানুল কুবরা*, নাসায়ি : ১৮৫৬; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৮১৪২, ১৮১৭৮, ১৮২১৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তারা নিজেরাই তো এই সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। তারা নিজ থেকেই বলাবলি করছিলো, 'মুহাম্মাদের পুত্রসন্তানের মৃত্যুর কারণেই প্রকৃতিজুড়ে এই শোকের আবহ।' নিজেকে প্রমাণের এমন সুযোগ কোনো পাগলেও কি হাতছাড়া করতো? কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা করলেন না। তা করার দরকার ছিলোই না। তিনি তো নবুওয়াতের মিথ্যে দাবিদার ছিলেন না। যে ঐশী বাণী তিনি ধারণ করে এনেছিলেন মানুষের জন্যে, তা তো বানোয়াট কোনো গালগপ্পো নয়। তা নয় কোনো মানুষের মনগড়া কথাও। তা ছিলো দিবালোকের মতো স্পষ্ট। অস্তিত্বের মতো সত্য আর মহাকালের মতো ধ্রুব। যিনি সত্য-সহ প্রেরিত, কেনই বা নিজেকে প্রতিষ্ঠার জন্যে তাকে আশ্রয় নিতে হবে মিথ্যের? তাই সেদিন নবিজি এক-আকাশ পরিমাণ শোক বুকে নিয়েও সকলকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, 'কারও মৃত্যুতে চন্দ্রগ্রহণ কিংবা সূর্যগ্রহণ হয় না।'

এই তো মহামানবের মহান বৈশিষ্ট্য! কতো সহজ সুযোগ, সুলভ হাতিয়ার হাতে পেয়েও যিনি সেটা পায়ে ঠেলে দিতে পারেন, যিনি শোকের সাগরে দাঁড়িয়ে সত্যকে স্পষ্ট করে বলে দিতে সংকোচ করেন না একটুও—তিনিই তো সত্যিকারের নবি! সত্যধারণকারীর বুকে থাকে না তিরস্কারের ভয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই

মক্কাবাসীর দ্বারে দ্বারে দাওয়াতের পয়গাম নিয়ে হাজির হচ্ছেন নবিজি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তারা কখনো তাকে কবি বলছে, কখনো বা জাদুকর। কখনো তিনি তাদের কাছে গণক হিশেবে আখ্যায়িত হচ্ছেন, আবার কখনো তারা তাকে 'পাগল' বলে তিরস্কার করছে। তিনি কাবা চত্বরে এলে মক্কাবাসীরা তার ওপর হামলে পড়তে চায়। কোথাও গেলে তাকে হতে হচ্ছে অপদস্থ। পিতা ইবরাহিম আলাইহিস সালাম কর্তৃক নির্মিত কাবার পানে তাকালে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃদয়-মন প্রশান্ত হয়ে যায়। যেন এখানেই রাখা আছে জগতের সকল স্থিরতা, সকল প্রশান্তি। কিন্তু মক্কাবাসীর অত্যাচারের কারণে মাঝে মাঝে কতো দীর্ঘ সময় যে তিনি কাবার কাছাকাছি ঘেঁষতে পারেন না, তা কেবল তিনিই জানেন।

এতোদিন ধরে মক্কাবাসীর সকল অত্যাচার আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথার ওপর ঢাল হয়ে বিরাজমান ছিলেন চাচা আবু তালিব। আবু তালিবের ভ্রাতুষ্পুত্রের গায়ে হাত দেওয়ার সাহস করতে পারে কোনো নরাধম? একে তো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, তার ওপর আবু তালিব ছিলেন বনু আবদে মানাফ বংশের জীবিত নেতা। মক্কাবাসীরা খুব ভালো করেই জানতো, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গায়ে হাত ওঠানো মানে পুরো বনু আবদে মানাফ গোষ্ঠীকে খেপিয়ে তোলা। আর বনু আবদে মানাফ যদি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, তাহলে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধেই যে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এর সমাধান গড়াবে, তা নিঃসন্দেহ। সুতরাং, জেনেশুনে এখনই এমন দুঃসাহস মক্কার কোনো কুরাইশ করতে পারেনি।

কিন্তু জগতের সবকিছুর নির্দিষ্ট একটা সমাপ্তি থাকে। বিপুল বিক্রমে যে ঊর্মিমালা সমুদ্রে তৈরি হয়, একটা সময় শক্তিহীন আর দুর্বল হয়ে তাকেও আছড়ে পড়তে হয় কূলে। নবিজির মাথার ওপরে বটবৃক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা চাচা আবু তালিবের ছায়াও যে একদিন মিলিয়ে যাবে, তা তো অবশ্যম্ভাবীই। হলোও তা-ই। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সারাজীবন যিনি পিতৃস্নেহ দিয়ে আগলে রেখেছিলেন, বিপদ-আপদের সময়ে নবিজির সামনে যিনি বুক পেতে দাঁড়িয়ে যেতেন, যার কাঁধে ভর দিয়ে নবিজির আস্তে আস্তে বেড়ে ওঠা—একদিন সেই প্রাণাধিক প্রিয় চাচা আবু তালিব দুনিয়ার পাঠ সম্পন্ন করে পা বাড়ালেন অনন্তের পথে। চাচা আবু তালিবের বিদায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যে কতোটা শোক আর সংযমের ব্যাপার ছিলো, তা উপলব্ধি করা যায় আবু তালিবের মৃত্যুর সময়ে নবিজির কাতর অনুনয় থেকে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো কেবল একজন চাচাকে হারাননি, হারিয়েছেন একজন অনুপম অভিভাবক। পিতার স্থলাভিষিক্ত হওয়া একজন মানুষ। বিপদের মুখে ঢাল হয়ে দাঁড়ানো একজন তেজস্বী নেতা। তাই অবধারিতভাবেই চাচা আবু তালিবের বিদায়ে তিনি কাতর হয়ে পড়লেন।

চাচা হারানোর শোকে যখন মুহ্যমান নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, এমন সময় বিদায়ের ডাক এলো তার প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার। বিবাহের পর থেকে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল কাজে, সকল পরিকল্পনায় যে মহীয়সী রমণী হয়েছিলেন নবিজির ছায়াসঙ্গী, নবুওয়াতের শুরুর কঠিন সময়গুলোতে যখন নবিজি ভয় আর আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, তখন যে মহীয়সী নারী এগিয়ে এসে বলেছিলেন, 'ভয় পাবেন না, আল্লাহ অবশ্যই আপনার সাথে খারাপ কিছু করবেন না'—সেই রমণী সাহসিকার এমন বিদায় যেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃদয়ে দুঃখের প্লাবন হয়ে আছড়ে পড়লো।

খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে দুজন প্রাণের প্রিয়জনকে হারিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একরকম একাই হয়ে পড়লেন। সময়ে অসময়ে যাদের কাছে তিনি ছুটে যেতে পারতেন, যাদের কাছে পেতেন সাহস আর অনুপ্রেরণা—তাদের অনুপস্থিতি, তাদের নিরন্তর শূন্যতা বুকে নিয়ে নবিজি তখন হতবিহ্বল। ওদিকে, মক্কাবাসীরাও সুযোগগুলো লুফে নিতে ছাড়লো না। আবু তালিবের মৃত্যু যেন তাদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

জন্যে শাপে বর হয়ে দাঁড়ালো। এতোদিন যার কারণে, যার বাধার মুখে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তারা কোনোকিছু করে উঠতে পারেনি, এখন তাদের সামনে তৈরি হয়েছে বৈরিতা বাড়ানোর অবারিত সুযোগ। একদিন এক নরাধম নবিজির পথ আগলে ধরে, রাস্তা থেকে ধুলো কুড়িয়ে নিয়ে তা নবিজির মাথায় নিক্ষেপ করলো। চোখ-মুখ-নাক ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে গেলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। কোনোরকম নিজেকে সামলে নিয়ে নবিজি সেদিন যখন বাড়ি ফিরলেন, তখন তার মাথাভর্তি ধুলোর আস্তরণ। নবিজির এই করুণ অবস্থা দেখে তার এক কন্যা একেবারে কেঁদে ফেললো। কাঁদতে কাঁদতে নবিজির কাছে এসে, মাথা থেকে ধুলোর আস্তরণ সরিয়ে দিতে দিতে নবি-তনয়া বললো, 'আব্বা! তারা আপনার সাথে এমনটা করতে পারলো?'

আদরের কন্যা কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে দেখে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু-হাতে তার চোখের জল মুছে দিয়ে বললেন, 'কাঁদিস না মা! তোর বাবা একজন নবি। তারা তোর বাবার কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। আল্লাহ ঠিক ঠিক তোর বাবাকে বাঁচিয়ে নেবেন।'

কথাগুলো বলার পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বললেন, 'চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর আগপর্যন্ত কুরাইশেরা আমার সাথে মন্দ কোনো আচরণ করার দুঃসাহস দেখায়নি।।'[১]

আবু তালিবের শূন্যতাকে এভাবেই কাজে লাগাতে শুরু করল কুরাইশেরা। সুযোগ পেলেই হায়েনার মতন ঝাঁপিয়ে পড়তো তারা নবিজির ওপর। তাদের শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচারের মাত্রা আগের চেয়ে অনেকগুণ বেড়ে যায় তখন। তবুও মুখ বুজে, শত বাধা-বিপত্তি মাথায় নিয়ে নবিজি আরও কিছুদিন মক্কাবাসীর কাছে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর চেষ্টা করলেন। তাদের আহ্বান করলেন অসংখ্য দেবদেবীর উপাসনা ছেড়ে এক আল্লাহর ইবাদত করার জন্যে। কিন্তু বরাবরের মতোই অবাধ্য মক্কাবাসী তাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলো।

---

[১] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, ইবনু হিশাম, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৪১৬; *দালাইলুন নবুওওয়া*, বাইহাকি, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৩৫০; *তারিখুত তাবারি*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৩৪৪; *আল-কামিল*, ইবনুল আসির জাজারি, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৬৮৫; *তারিখুল ইসলাম*, যাহাবি, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৩৫; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ১২২; *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, ইবনু কাসির, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ১২২-১২৩; *হায়াতুস সাহাবা*, ইউসুফ কান্ধলবি, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৩১৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

একদিকে স্বজন হারানোর ব্যথায় তিনি কাতর আর অন্যদিকে স্বজাতির কাছে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যাত। এমন অবস্থায় একদিন স্থির করলেন, এবার তিনি তায়েফ গমন করবেন। মক্কাবাসীরা যেহেতু তাদের পূর্বসূরিদের মত এবং পথের ওপর অটল-অবিচল থাকবে বলে দৃঢ়প্রত্যয়ী, তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দাওয়াতের কার্যক্রম ভিন্ন জায়গায়, ভিন্ন লোকালয়ের মানুষের কাছে তুলে ধরতে আগ্রহী হলেন। তিনি ভাবলেন, তায়েফবাসীরা হয়তো মক্কাবাসীদের মতন এতোটা কঠোরতা, এতোটা নেতিবাচকতা দেখাবে না। এমনও হতে পারে, তারা হয়তো নবিজিকে সাদর আমন্ত্রণ জানাবে। আল্লাহর নবি হিশেবে মেনে নেবে এবং ইসলামকে জীবনবিধান হিশেবে গ্রহণ করবে।

এরপর, যায়িদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে, মক্কার দুর্গম মরুভূমির পথ পাড়ি দিয়ে, একদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত হলেন তায়েফে। তায়েফের তিন সম্মানিত নেতা এবং সহোদরের সাথে আলাপ করা এবং তাদের কাছে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত হলেন তাদের সামনে। তিন ভাইয়ের কাছে ইসলাম, ইসলামের আগমনের হেতু এবং তার নবুওয়াতপ্রাপ্তির কথা বর্ণনা করলেন নবিজি। কেন একত্ববাদ গ্রহণ করা জরুরি আর তা না করলে কী ভয়াবহ শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে আখিরাতে, তা-ও সবিস্তার বোঝালেন তাদেরকে। মক্কাবাসীর নির্লজ্জ অত্যাচার, তার দাওয়াতকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান এবং তার পেছনে শত্রুতার সব কথাও উঠে এলো নবিজির আলোচনায়।

আলোচনা শেষে তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড়, সে বললো, ‘আল্লাহ যদি তোমাকে সত্যই নবি হিশেবে পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে আমি চাইবো তিনি যেন কাবার গেলাফটা খুলে ফেলেন।’

বস্তুত নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পোশাক-আশাকে তেমন কোনো আভিজাত্যের ছাপ বিদ্যমান ছিলো না। তার বেশভূষা ছিলো খুবই সাদামাটা। এমন নিতান্ত সাধারণ একজনকে আল্লাহ কীভাবে নবি বানাবেন, সেই বিস্ময় থেকেই লোকটা এই মন্তব্য ছুড়েছিলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে।

তাদের দ্বিতীয়জন বললো, ‘ও আচ্ছা, নবি বানানোর জন্যে আল্লাহ বুঝি গোটা মক্কায় তোমার চেয়ে আর ভালো কাউকে পেলেন না?’

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাদের মধ্যে যে সর্বকনিষ্ঠ, সে বললো, 'তুমি যদি সত্যিই নবি হয়ে থাকো, তাহলে তোমার সাথে উল্টাপাল্টা করতে যাওয়াটা সুবিধের হবে না। আর যদি তোমার দাবি মিথ্যে হয়ে থাকে, তাহলে তোমার সাথে তো কথা বলাই উচিত হয়নি আমাদের। যে পথ ধরে এসেছো, দয়া করে সেই পথে বিদেয় হলেই আমরা খুশি হবো।'

কতো দূর থেকে, কতো কন্টকাকীর্ণ পথ মাড়িয়ে, একবুক আশা আর স্বপ্ন নিয়ে এখানে আসা! এখন, এই যদি হয় তাদের কাছ থেকে পাওয়া প্রতিফল—তাহলে কেমন হতে পারে একজন মানুষের মনের অবস্থা? তাদের এমন জঘন্য, হেয় আচরণে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব আঘাতপ্রাপ্ত হলেন সেদিন! তিনি ভাবতেও পারেননি যে, তায়েফে এসেও তাকে এভাবে অপদস্থ, অপমানিত হতে হবে। মক্কাবাসীর আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে, তাদের অত্যাচার অনাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তায়েফবাসীকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সেই স্বপ্নের এমন অঙ্কুরে মৃত্যু দেখার জন্যে তিনি বোধকরি একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না।

তিনি সবকিছু মেনে নিলেন। তাদের অন্যায় আচরণ, তাদের রূঢ় ভাষা, কটাক্ষ আর তীর্যক মন্তব্য। ফিরে যাওয়ার জন্যে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু যাওয়ার আগে তাদের কাছে একটা শেষ আবদার, শেষ অনুনয় করে যেতে চান। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত বিনয়াবনত হয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'ভাইয়েরা, আমার দাওয়াত আপনারা গ্রহণ করেননি, এতে আমি মোটেও মনঃক্ষুণ্ণ হইনি। তায়েফের মানুষগুলোর কাছে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে আসাটা আমি দরকার মনে করেছি বিধায় সুদূর মক্কা থেকে এই পর্যন্ত এসেছি। তবে আমার সেই উদ্দেশ্য এবং প্রচেস্টা ব্যর্থ হয়েছে নিদারুণভাবে! আপনারা আমার ডাকে সাড়া দেননি, এতে আমার কোনো আপত্তি নেই। আপনাদের কথাকেই আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। এই লোকালয় ছেড়েও চলে যাচ্ছি আমি। তবে আমার একটা শেষ অনুরোধ আপনারা রাখবেন দয়া করে। আমার এখানে আগমনের সংবাদ এবং কারণ আপনারা গোপন রাখবেন। এমনকি, আপনাদের জনগোষ্ঠীকেও আমার আগমনের সংবাদ এবং তার হেতু জানাবেন না।'

নবিজি ভেবেছিলেন তার শেষ আবদারটা অন্তত রাখবেন তারা। কিন্তু জগতের সবাই কি আর কথা রাখে? তিন সহোদরও রাখেনি। তারা গোটা লোকালয়ে বিপুল উৎসাহে এই সংবাদ প্রচার করে ছাড়লো। তারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সাল্লামকে এমনভাবে উপস্থাপন করলো সবার মাঝে, যাতে সকলে তাকে পাগল, উন্মাদ ভাবতে বাধ্য হয়।

লোকেরা করলোও তা-ই। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পথে পেয়ে তারা দলবল বেঁধে উত্ত্যক্ত করা শুরু করলো। রাস্তা থেকে পাথর কুড়িয়ে নিয়ে সেগুলো একের পর এক নিক্ষেপ করতে লাগলো নবিজির দিকে। তাদের আঘাতগুলো ক্রমান্বয়ে মারাত্মক হয়ে উঠলে, যায়িদ ইবনু হারিসা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পেছনে সরিয়ে দিয়ে, নিজে সামনে থেকে পথ চলতে লাগলেন, যাতে পাথরের আঘাত নবিজির গায়ে না লাগে। নবিজি যায়িদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, 'যায়িদ, এমনটা করো না। ওরা আমার ওপর যতোই আঘাত করুক, কিন্তু আমাকে হত্যা করার দুঃসাহস কখনোই করবে না, কারণ ওরা খুব ভালো করেই জানে আমি কুরাইশ গোত্রের লোক। কিন্তু তুমি সামনে এগিয়ে গেলে ওরা তোমাকে হত্যা করতে দ্বিধা করবে না, কারণ তুমি কুরাইশ গোত্রের নও। তাই, সামনে আমাকেই থাকতে দাও। তুমি আমার পেছনেই থাকো।'

যায়িদ রাযিয়াল্লাহু আনহু চোখের পানি ছেড়ে দিলেন সাথে সাথে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ অমান্য করবার সাহস নেই, আবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আঘাতপ্রাপ্ত হতে দেখে হৃদয়টাও দুমড়েমুচড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে তার।

সারাটা রাস্তা পাথরের আঘাতে আঘাতে বিপর্যস্ত নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। রক্তের স্রোত নবিজির পা বেয়ে নেমে জুতোর তলায় লেপ্টে গেছে। তিনি বিপন্ন, বিপর্যস্ত। ইতঃপূর্বে সেদিনের মতন অপমান আর অত্যাচারের স্বীকার তাকে আর কোনোদিন হতে হয়নি। এমন বেদনাবিধুর দিন, বিষাদের এমন অন্ধকার আগে আর কখনোই তার মনকে আচ্ছন্ন করেনি। কতো আশা, কতো স্বপ্ন আর কতো সুধারণা করে তিনি তায়েফে এসেছিলেন! এই তল্লাটের মানুষগুলোকে দ্বীনের আলোয় রাঙিয়ে দিতে কতো জল্পনা-কল্পনা করেছিলেন তিনি! সবকিছু কেমন যেন দুঃস্বপ্নের মতোই শেষ হয়ে গেলো! দুঃখ এবং বিষাদে আচ্ছন্ন মন নিয়ে, দু-চোখের অশ্রু প্রবাহিত করে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর দরবারে হাত পাতলেন। মুনাজাতের আকুল ফরিয়াদে তিনি বললেন—

'পরওয়ারদিগার! আমার যাবতীয় দুর্বলতা, অক্ষমতা, নগণ্যতা এবং অবজ্ঞা-উপেক্ষার জন্য আমি আপনার বরাবর ফরিয়াদ জানাচ্ছি। ওহে দয়াবান মালিক!

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আপনি দুর্বল ও উপেক্ষিতদের প্রতিপালক। আপনি প্রতিপালক আমারও। কাদের কাছে আপনি আমাকে সোপর্দ করছেন, মালিক? আমাকে দেখে যে ভ্রূকুটি করে, এমন দূরবর্তী কারও কাছে, নাকি যে আমার ওপর পরাক্রান্ত হয়ে কর্তৃত্ব করতে চায় সেই শত্রুর কাছে? যদি আমার ওপর আপনার কোনো অসন্তুষ্টি না থাকে তাহলে আমি কোনো কিছুর পরোয়া করি না। তবে আপনার নিরাপত্তা ও অনুগ্রহই আমার অধিক কাম্য।'

তায়েফবাসীর এমন নির্লজ্জ অত্যাচার আর নির্যাতনে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আল্লাহর কাছে দু-হাত তুলে ফরিয়াদ করলেন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাও সেই দুআ কবুল করে নিলেন সাথে সাথে। প্রিয় বন্ধুর সাথে হওয়া এই জঘন্য অত্যাচারকে তিনি সহ্য করেননি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জিবরিল আলাইহিস সালামকে আদেশ করলেন পাহাড়ের ফেরেশতাকে সাথে নিয়ে নবিজির কাছে যাওয়ার জন্যে। জিবরিল আলাইহিস সালাম তা-ই করলেন। পাহাড়ের ফেরেশতাকে সাথে নিয়ে, তিনি তৎক্ষণাৎ হাজির হলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে। জিবরিল বললেন, 'সালাত এবং সালাম জানবেন, হে আল্লাহর রাসুল। আপনার ওপরে তায়েফবাসীর নির্লজ্জ আঘাত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দেখেছেন। তিনি আমাকে আদেশ করেছেন পাহাড়ের ফেরেশতাকে সাথে নিয়ে আপনার কাছে আসার জন্যে।' পাহাড়ের ফেরেশতা বললো, 'সালাম, হে আল্লাহর রাসুল। আমি পাহাড়ে নিয়োজিত ফেরেশতা। আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন আপনার কাছে আসতে। আপনার ওপরে এই তায়েফবাসীর আঘাতের প্রতিশোধ নিতেই আমার আগমন। আপনি যদি আমাকে আদেশ করেন, তাহলে আমি এখনই দুই পাহাড়ের মাঝে পিষ্ট করে গোটা তায়েফবাসীকে ধ্বংস করবো।'

জিবরিল এবং পাহাড়ের ফেরেশতার কথা শুনে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'না, কখনোই নয়। তাদের ওপর আমার কোনো অভিযোগ নেই। আমি তাদের জন্য বদদুআও করবো না। তাদের ধ্বংস কামনা করার চেয়ে আমি বরং দুআ করি আল্লাহ যেন তাদের মধ্য থেকে এমন একটা সম্প্রদায় বের করেন যারা কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং কাউকেই তার সাথে শরীক করবে না।'[১]

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩২৩১; *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, ইবনু হিশাম, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৪১৯-৪২০; *আল-*

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তায়েফবাসীর কী নির্লজ্জ আঘাত! কী অমানবিক অত্যাচার-নির্যাতন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর! অমানবিকতার চরম বিন্দুতে দাঁড়িয়ে, হাতের কাছে যখন শত্রু-নিধনের মোক্ষম অস্ত্র পাওয়া যায়, অত্যাচারীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার অনুপম সুযোগ যখন সামনে এসে দাঁড়ায়—এমন অবস্থাতেও শত্রুদের ক্ষমা করে দেওয়া, শত্রুর ক্ষতি না চাওয়া, তাদের ওপর প্রতিশোধপরায়ণ না হয়ে ওঠা এবং সর্বোপরি তাদের হিদায়াতের জন্য দুআ কামনা করা এমন এক মহানুভব হৃদয়ের সাক্ষ্য বহন করে যে হৃদয় ভালোবাসা দিয়ে গড়া! যে হৃদয়ে ঘৃণা নয়, চাষাবাদ হয় সহানুভূতির! আমাদের সামনে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক হৃদয়ের অনুপম দৃষ্টান্ত!

ইচ্ছে করলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঠিক সেদিনই তায়েফবাসীকে পাহাড়ের চাপে পিষ্ট করে ধ্বংস করে দেওয়ার হুকুম দিতে পারতেন। যারা তাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে, যারা তার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে মানুষ, যাকে পাথরের আঘাতে করা হয়েছে বিধ্বস্ত, তাদের ওপর চরম এক প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ লুফে না নিয়ে তিনি বললেন, 'না, তাদের ওপর আমার কোনো অভিযোগ নেই।'

যার হৃদয়ের প্রতিটি অণুকণা ভালোবাসার আবরণে মোড়ানো, চরম শত্রুকেও যে তিনি হাসিমুখে ক্ষমা করে দেবেন—এই তো কথা!

শত্রুর জন্য দুআ করতে পারা খুব সহজ কাজ নয়। এ এক মহাসাধনার ব্যাপার! নিজের অন্তরকে আসমানের সাথে জুড়ে দেওয়া গেলেই কেবল তা সম্ভব। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা সুনিপুণভাবে পেরেছিলেন। আমরা পারবো কি?

বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ১৩৫-১৩৬; *আর-রাওজুল আনিফ*, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ৩৩-৩৫; *ইমতাউল আসমা*, মুকরিজি, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ৩০৫-৩০৭; *আর-রাহিকুল মাখতুম*, পৃষ্ঠা : ১১৩-১১৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অপমানের জবাবে

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচাইতে কাছের বন্ধু ছিলেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু। ইসলামের একেবারে শুরুর দিকে, যখন সবেমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছেন, ঠিক সেই কঠিন এবং দুর্যোগময় সময়েই আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নবিজির আনীত দ্বীনের ওপর ঈমান এনেছিলেন। দুজনের মাঝে বন্ধুত্বের বন্ধন এতোটাই দৃঢ় ছিলো যে, যেদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন, সেদিন আর কাউকে নয়, কেবল আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকেই তিনি সঙ্গী হিশেবে বাছাই করেছিলেন।

মক্কার মুশরিকদের প্রতিনিয়ত অত্যাচার নির্যাতনের ভয়াবহতায় যখন জর্জরিত নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে নিয়ে গেলেন সাত আসমানের ওপরে। একান্ত আলাপে নবিজির দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়কে প্রফুল্ল করতেই এই আয়োজন। এটাকেই আমরা মিরাজ বলে জানি। মিরাজের সেই বিস্ময়কর যাত্রা শেষ করে, যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার নিজ গৃহে ফিরে এলেন, এবং সবাইকে তার সেই বিস্ময়কর ভ্রমণের কথা বলতে লাগলেন, তখন মক্কার মুশরিকরা হাসি-ঠাট্টায় মেতে উঠলো। বললো, 'আগেই বলেছি মুহাম্মাদের মাথা গেছে।'

মুশরিকেরা তো বটেই, অনেক মুসলিমও সেদিন দোটানায় পড়ে গিয়েছিলো। তারা ঠিক করতে পারছিলো না কোনটাকে বিশ্বাস করবে। একদিকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতন নিপাট সত্যবাদী, নির্লোভ নিরহংকারী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মানুষ, অন্যদিকে আকাশভ্রমণের মতন অসম্ভব একটা কাহিনি। তারা না পারছিলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবিশ্বাস করতে, আবার না পারছিলো আকাশভ্রমণের আপাতঅসম্ভব কাহিনিকে সত্য বলে মেনে নিতে।

সেদিন মুশরিকদের একটা দল আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে বললো, 'আবু বকর, তোমাদের নবির ব্যাপারে কোনো কিছু জ্ঞাত হয়েছো?'

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখনও ব্যাপারটা সম্পর্কে জানতেন না। মুশরিকদের এহেন কথাবার্তা যদিও নতুন কোনো ঘটনা নয়, তথাপি তাদের মুখের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যেন অবিশ্বাস্য কিংবা ভয়ানক কোনো কিছু ঘটে গেছে। তিনি কৌতূহল চেপে রেখে বললেন, 'না তো, তেমন কিছু তো জানি না। ব্যাপার কী বলো তো?'

মুশরিকদের একজন বললো, 'তোমাদের নবি দাবি করছেন, তিনি নাকি গত রাতে জিবরিলের সাথে এক জন্তুর পিঠে সওয়ার হয়ে বায়তুল মাকদিস এবং সেখান থেকে সিদরাতুল মুনতাহা হয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।'

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো—যে ঘটনা অন্য অনেক সাহাবির মনে নানান প্রশ্নের জন্ম দেয়, যা নিয়ে দোটানায় পড়ে যান আরও অনেকে, সেই একই ব্যাপারে কতো সহজ স্বাভাবিক আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু!

সবটা শুনে সেদিন তিনি বললেন, 'যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনটা বলে থাকেন, তাহলে এটাই সত্যি এবং এতে একরত্তিও মিথ্যে নেই।'

যে ঘটনা অন্যদের ভীষণভাবে ঘাবড়ে তুলেছিলো, যা অন্যদেরকে টেনে নিয়ে এসেছে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর দুয়ার পর্যন্ত, সেই একই প্রশ্নে এমন শান্ত শীতল থাকতে পারাটা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর চালাকি কিংবা অসততা নয়, এটা ছিলো আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অগাধ ঈমানের পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ। আকাশ-সমান ঈমানের এমন পূর্ণ প্রকাশের কারণেই সেদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে 'সিদ্দিক' তথা 'মহাসত্যবাদী' বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।[১]

---

[১] *মুসতাদরাকুল হাকিম* : ৪৪০৭; *আশ-শারিআতু*, আজুররি : ১০৩০, ১২৫৯; *তাফসিরু আব্দির রাজ্জাক* : ১৫৮৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তবে এমন দোস্তি যার সাথে, সেই মানুষটার সাথেও একদিন মন খারাপ করেছিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যে মানুষটা সারাক্ষণ ছায়ার মতন লেগে থাকতেন নবিজির চারপাশে, একদিন তার একটা কাজে ভীষণ দুঃখ পেয়ে প্রস্থান করেছিলেন নবিজি।

এক বিকেলে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে, এক লোক এসে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে যা-তা বলে গালাগাল করতে লাগলো। সে এক বিশ্রী অবস্থা! কিন্তু লোকটার গালাগালের পাল্টা জবাব হিশেবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু চুপ করে রইলেন। একটা কথাও তিনি বললেন না। এদিকে লোকটারও থামার কোনো বালাই নেই। মুখে যা আসছে তা-ই সে উগরে দিচ্ছে। তখনও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু চুপচাপ।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পাশে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। লোকটার খ্যাপা ষাড়ের মতন অবস্থা এবং প্রিয়তম সাথী আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ততোধিক নির্লিপ্ততা দেখে মিটিমিটি হাসছিলেন তিনি। কিন্তু ধৈর্য আর নির্লিপ্ততায় শেষ অবধি টিকে থাকতে পারলেন না আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু। ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলো তার। তিনি আর চুপ থাকতে পারলেন না। প্রতিবাদের ভাষা নিয়ে সরব হয়ে উঠলেন। সেদিন গালির জবাব হিশেবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এমন কিছু বলেছিলেন যা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কখনোই আশানুরূপ ছিলো না।

গালি এবং অপমানের জবাবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে দেখে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাসি হাসি চেহারাটা মুহূর্তেই বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেলো। পূর্ণিমার আলোময় চাঁদকে হঠাৎ করে মেঘে ঢেকে ফেললে যে দৃশ্য প্রকৃতিতে তৈরি হয়, ঠিক সেরকম। প্রিয় বন্ধুকে অপ্রিয় অবস্থায় দেখতে পাওয়া ভীষণ কষ্টের বটে! ঘটনাস্থলের এমন কদাকার পরিস্থিতি দেখে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে আর থাকতে পারলেন না। বিষণ্ণ মনে, ভীষণ চুপিসারে উঠে চলে গেলেন সেখান থেকে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন নিশ্চুপ প্রস্থান যে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টিগোচর হয়নি তা নয়। যে উৎফুল্ল মেজাজ আর হাসিখুশি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মন নিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছিলেন, যাওয়ার বেলায় তা যে উধাও হয়েছিলো, সেটাও খেয়াল করেছিলেন তিনি। কিন্তু দৌড়ে গিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মন খারাপের কারণ জানতে চাইবেন, পরিস্থিতি এমন ছিলো না।

এরপর একদিন সুযোগ বুঝে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! সেদিন আপনার উপস্থিতিতে একটা লোকের সাথে আমি বাকবিতণ্ডায় জড়িয়েছিলাম। আমার মনে পড়ে, বিতর্কের একটা পর্যায়ে আপনি বেশ বিষণ্ণ মন নিয়ে সেখান থেকে উঠে চলে আসেন। দয়া করে আমাকে বলবেন কোন সে কারণ যা আপনার মনকে সেদিন বিষাদগ্রস্ত করেছিলো?'

এমন জিজ্ঞাসার জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আবু বকর, সেদিন লোকটার অপমান আর গালির বিপরীতে যতোক্ষণ তুমি চুপ করে ছিলে, ততোক্ষণ তোমার হয়ে ওই লোকটাকে ফেরেশতারা জবাব দিচ্ছিলো। তাকে অভিসম্পাত করছিলো। আর যখনই তুমি প্রতিবাদ করে মুখ খুললে, সাথে সাথে ফেরেশতাদের দলটা অদৃশ্য হয়ে গেলো এবং সেখানে হাজির হলো একটা শয়তান। শয়তানের সাথে এক জায়গায় বসে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না।'[১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর একটা মুহূর্তও সেখানে থাকতে পারলেন না! যে মানুষটা ছায়াসঙ্গীর মতো লেগে থাকেন তার সাথে, তাকে একা রেখেই কিনা প্রস্থান করলেন নবিজি! কিন্তু এহেন প্রস্থানের নেপথ্য কারণ কী?

ওই লোকটার অপমান আর অপবাদের বিপরীতে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সেদিনকার প্রতিক্রিয়া নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটুও পছন্দ হয়নি। কেন তিনি সেদিন বিবর্ণ, বিষণ্ণ চেহারায় প্রস্থান করেছিলেন, কেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে একলা রেখে চলে এসেছিলেন তা-ও ব্যাখ্যা করেছেন।

আমাদের চারপাশে এমন অসংখ্য লোক আছে যারা আমাদের ওপর তাদের অশ্রাব্য, অসভ্য আর কুৎসিত মুখের ভাষা নিয়ে চড়াও হয়। তাদের ঘৃণা-মিশ্রিত বাক্যবাণে

[১] *মুসনাদু আহমাদ*, ৯৬২৪; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ২১০৯৬; *আল-মুজামুল আওসাত*, তাবারানি : ৭২৩৯; *মুসনাদুশ শিহাব* : ৮২০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ঝাঁজরা করে দেয় আমাদের অন্তর। নিঃসন্দেহে এতে আমরা আঘাত পাই, ভীষণ দগ্ধ হই। কিন্তু সকল আঘাতের জবাব প্রতি-আঘাত নয়। সকল দহনের প্রতিউত্তর পাল্টা দহন নয়।

এমন অবস্থাগুলোতে আমরা কেমন আচরণ করবো, কীরকম প্রতিক্রিয়া দেখাবো, তা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের শিখিয়েছেন। আঘাতের বদলে প্রতি-আঘাত নয়, দহনের বদলে পাল্টা দহন নয়, এসবের বিপরীতে অনেক সময় কেবল চুপ করে থাকাই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসৃত সুন্নাহ। অনেক সময় এটাই অধিকতর কল্যাণের। অনেক সময় প্রতিক্রিয়াবিহীন সবর দারুণ বিদ্রোহী হয়ে উঠে। কারো কটুকথা, কটুবাক্য আর অপমানের জবাবে সবরের চাইতে মোক্ষম জবাব আর কিছুই হতে পারে না।

এমন পরিস্থিতিতে যদি হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়, তাহলে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাগুলো আরেকবার ভাবুন। নবিজি বলেছিলেন, লোকটার অপমান আর গালির বিপরীতে যতোক্ষণ তুমি চুপ করে ছিলে, ততোক্ষণ তোমার হয়ে ওই লোকটাকে ফেরেশতারা জবাব দিচ্ছিলো।

কী বি-শা-ল একটা ব্যাপার! সে কী এক সৌভাগ্য! যখন কেউ অন্যায্য, অযাচিতভাবে আমাদের ওপর চড়াও হবে, গালাগাল করবে, অপমান অপদস্থ করবে, তিরস্কার করবে, আমরা তখন সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো চুপ করে থাকার। দরকারে হাসবো—গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেওয়া হাসি। কারণ, আমরা তো জানি, আমাদের হয়ে লড়ছে আল্লাহর একদল সম্মানিত বাহিনী। 'ফেরেশতারা আমার হয়ে লড়াই করছে'—দৃশ্যটাই তো চমৎকার!

একদিন আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মু জামিল, যাকে কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা লাহাবে অভিসম্পাত করেছেন, সেই মহিলা অকস্মাৎ কাবা চত্বরে এসে হাজির হলো। তখন মসজিদে হারামে কাবার পাশে বসে ছিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু। উম্মু জামিল দূর থেকেই তিরস্কারের সুরে নবিজির নাম বিকৃত করে বলতে লাগলো, 'মুযাম্মামকে (নিন্দনীয় ব্যক্তিকে) আমরা প্রত্যাখ্যান করলাম। তার আনীত দ্বীনকে পায়ে ঠেলে ছুড়ে ফেললাম। তার আহ্বানকে আমরা বুড়ো আঙুল দেখালাম।'

উম্মু জামিলের গালি-বন্যা যেন থামতেই চায় না। তার চোখেমুখে ক্রোধ আর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

জিঘাংসার দগদগে চিহ্ন স্পষ্ট। তার এহেন অশ্রাব্য আর কদাকার আচরণ দেখে ব্যথিত হৃদয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমার আশঙ্কা হয়, উম্মু জামিল আপনাকে দেখে ফেলবে।'

মুসলিমরা তখনও মক্কায় সংখ্যালঘু। তাদেরকে সহ্য করতে হচ্ছে মুশরিকদের অবর্ণনীয় অত্যাচার-নির্যাতন। এমন সংকটাপন্ন সময়ে আবু লাহাবের মতো ক্ষমতাশালী নেতার স্ত্রীর বিরুদ্ধাচরণ করবে, তার অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করবে—এতোটা শক্তিশালী মুসলিমরা তখনও হয়ে ওঠেনি।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মর্মযাতনা অনুভব করে নবিজি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'সে আমাকে কিছুতেই দেখতে পাবে না।'

তারপর তিনি কুরআন থেকে একটা আয়াত তিলাওয়াত করলেন, 'আর যখন আপনি কুরআন পাঠ করেন, তখন আমি আপনার ও পরকালে অবিশ্বাসীদের মাঝে প্রচ্ছন্ন পর্দা ফেলে দিই।[১]

আল্লাহর ওয়াদাই সত্যি হলো। উম্মু জামিল গালির বহর-সমেত তাদের অতিক্রম করে গেলো ঠিকই, কিন্তু ফেরেশতারা পর্দার আবেষ্টনী দ্বারা নবিজিকে ঘিরে রাখায় সে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পেল না।[২]

সেদিন কাবা চত্বরে এসে উম্মু জামিল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম বিকৃত করে অনেক বাজে কথা বলে গেলো। ঔদ্ধত্যপনার চরমসীমা অতিক্রম করে নবিজিকে অপদস্থ করবার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে গেলো বটে, কিন্তু পুরো ব্যাপারটায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন একেবারে স্বাভাবিক, প্রাণবন্ত। যেন কোথাও কিচ্ছুটি হয়নি। উম্মু জামিলের একটা কথারও জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি নবিজি।

উম্মু জামিলের মতো মক্কার অনেক কাফিরই নবিজির নাম বিকৃত করে ঠাট্টা-উপহাসে মেতে উঠতো। নবিজিকে চটিয়ে দেওয়ার তাদের সে কী প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা! কিন্তু

---

[১] সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ৪৫

[২] *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ৬৫১১; *মুসতাদরাকুল হাকিম* : ৩৩৮৬; *মুসনাদুল হুমাইদি* : ৩২৫; *তাফসির ইবনু কাসির*, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ৫১৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দিনশেষে তাদের সমস্ত কূটকৌশল, সমস্ত অপচেষ্টা পর্যবসিত হতো ব্যর্থতায়। তাদের সকল অপবাদ, সকল বিকৃতি দেখে নীরবে হাসতেন নবিজি। তারা তাকে অপমান-অপবাদে জর্জরিত করতো, কিন্তু কোনোদিন তিনি পাল্টা জবাব ছুড়ে দেননি; ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের স্তরে নিজেকে কখনোই নামিয়ে আনেননি।

কেউ এসে আপনাকে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে, আপনার নামে যা নয় তা বলে যাচ্ছে, আপনার ধর্মবিশ্বাস, আপনার পালিত রীতিনীতিকে অবজ্ঞা করে বেড়াচ্ছে—এমন অবস্থায় আপনার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে? আক্রমণকারীকে একেবারেই পাত্তা দেবেন না? কেবল তার গালিবর্ষণ উপভোগ করে যাবেন?

স্বভাবতই আপনি এটা করতে পারবেন না। আপনার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এসব ঘটনার বিপরীতে আপনাকে উত্তেজিত করে তুলবেই।

কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন ভীষণ ভিন্নরকম! এমন অবস্থার মুখোমুখি হয়েও তিনি হেসেছেন। চুপ করে থেকেছেন। নিভৃতে পালন করেছেন মৌনব্রত। ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেননি কখনো। কড়া জবাব নিয়ে দাঁড়াননি কখনো তাদের সামনে।

নবিজির এমন মৌনব্রত, এমন নির্বাক প্রতিউত্তর আশ্চর্যান্বিত করে তোলে সাহাবিদের। নবিজির অপমানে যেখানে তারা পর্যন্ত বিব্রত, সেখানে স্বয়ং নবিজিই কিনা একেবারে নিরুত্তর!

সাহাবিদের এই কৌতূহল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিগোচর হয়। তাদের কৌতূহল নিবারণে নবিজি খোলাসা করলেন তার এমন নিরুত্তাপ, নিরুত্তর অবস্থার কারণ।

সাহাবিদের দিকে তাকিয়ে নবিজি বললেন, 'তোমরা কি খেয়াল করোনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কীভাবে মক্কার কুরাইশদের অভিশাপ আর গালি থেকে আমাকে রক্ষা করেন? লক্ষ করে দেখো, তারা তো মুযাম্মামকে গালি দেয়, মুযাম্মামকে অভিশাপ দেয়; অথচ দেখো, আমি তো মুযাম্মাম নই, আমি হলাম মুহাম্মাদ (প্রশংসিত)।'[১]

---

[১] *সহিহুল বুখারি : ৩৫৩৩; সুনানুন নাসায়ি : ৩৪৩৮*

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এই যে ঘটনা, এই ঘটনায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিক্রিয়াটা দেখুন! মজলিসের সকল সাহাবি যেখানে মক্কার কাফিরদের ব্যবহারে বিক্ষুব্ধ, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে কতো সহজেই ব্যাপারটাকে নিতে পেরেছিলেন! চিন্তা করে দেখুন কতো দুর্দান্তভাবে তিনি ব্যাপারটাকে পাল্টে দিয়েছিলেন! তাদের গালিগালাজের বহর থেকেও তিনি সূক্ষ্মভাবে এমন একটা বিষয় খুঁজে বের করে ফেললেন, যা পুরো পরিস্থিতিটাকে মুহূর্তে শান্ত আর স্নিগ্ধ করে দিলো।

নবি-চরিত্রের অন্যতম অনুপম দিক হলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবর তথা ধৈর্য। যে ঘটনায় অন্যেরা বাকরুদ্ধ, বিক্ষুব্ধ, বিস্মিত আর বিমূঢ় হয়ে পড়ে, সেই একই ঘটনায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একেবারে শান্ত-সৌম্য আর স্নিগ্ধ থেকে সবাইকে চমকে দেন। যে জিনিস অন্যদের বেপরোয়া করে তোলে, সেই একই জিনিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখান ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা! আমাদের চারপাশে থাকা অবিশ্বাসী আর উম্মু জামিলের মতো মানুষেরা যখন আমাদের চরিত্রের অন্যায্য ব্যবচ্ছেদে নামবে, যখন আমাদের ব্যাপারে কুৎসা রটানোই হয়ে উঠবে তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তখন আমাদের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে? আমরাও কি তখন হয়ে উঠবো বিক্ষুব্ধ বেপরোয়া? নাকি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন থেকে রপ্ত করবো ধৈর্যের অনুপম পাঠ?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শুভ্র আলোর প্রথম প্রহর

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনও নবুওয়াত লাভ করেননি। তার বিয়ে হলো মক্কার অন্যতম সম্ভ্রান্ত নারী খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে। এক মহামনীষার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন আরেক মহীয়সী। তাদের সংসার জুড়ে এলো অনেক সন্তান। একসাথে, পাশাপাশি, কাছাকাছি তারা পার করলেন জীবনের অনেকগুলো বসন্ত। জীবনের পথ পরিক্রমায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হলে ঘনিয়ে আসে তার নবুওয়াত লাভের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ! কিন্তু নবিজি তখন ঘুণাক্ষরেও টের পাননি তার কাঁধে মহান রাব্বুল আলামিন অর্পণ করতে যাচ্ছেন কী এক অসামান্য দায়িত্ব! তখন তার ভাবনাতেও আসেনি যে, তিনিই হবেন সৃষ্টিকুলের জন্য রাহমাতুল্লিল আলামিন! রহমতের নিদর্শন! পৃথিবীর বুকে পদধূলি মাখানো শ্রেষ্ঠ মানুষ! শ্রেষ্ঠ নবি! ধরাকে আলোকিত করতেই যাকে বাছাই করা হয়েছে একটি অত্যুজ্জ্বল আলোর মশাল হিশেবে।

চল্লিশে পা রাখার আগের জীবন আর পরের জীবনের মধ্যে বিশাল এক তফাৎ দেখা দিলো। তখন কেন জানি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালো লাগতে শুরু করলো নির্জনতা। কোলাহলময় জীবন যেন আর তার মন টানে না। নগর থেকে দূরে, মানুষের সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার জন্য তার মন কেমন যেন আনচান করতো সর্বদা। তবে কি তার মনের বন্দরে বয়ে চলতো জিজ্ঞাসার কোনো কালবোশেখি ঝড়? তবে কি তার হৃদয়কানন স্রষ্টা আর সৃষ্টির কাছাকাছি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যাওয়ার তাড়নায় ছিলো ব্যাকুল বিভোর? জগতের কারণ-অকারণ, মানুষের কর্মের পরিণতি, মানুষের সফলতা-ব্যর্থতা নানাবিধ কৌতূহল কি উথাল-পাতাল করে রাখতো তার পুষ্পকোমল অন্তরকে? সেই প্রশ্ন আর কৌতূহলগুলোর জবাব পেতে কিংবা প্রশ্নের বাণ থেকে মুক্তি পেতে তিনি বেছে নিলেন নির্জনতা! নিস্তব্ধ একাকী অবস্থা! হেরা গুহার মধ্যে ধ্যানমগ্নতা!

এভাবেই কাটছিলো দিন। বহমান স্রোতের মতন বয়ে যাচ্ছিলো সময়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেরা পর্বতে যাওয়ার সময় সাথে করে নিয়ে যেতেন কয়েক দিনের আহার। আহারাদি শেষ হয়ে গেলে তিনি পুনরায় ফিরে আসতেন লোকালয়ে। স্ত্রী খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে। খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা নতুন খাবারদাবার তৈরি করে সাথে দিয়ে দিতেন। সেগুলো নিয়ে আবার হেরা গুহার উদ্দেশ্যে রওনা করতেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

বহতা সময়ের এমন কোনো একদিনের কথা—হেরা গুহায় নেমে এলো একঝলক ঝলমলে আলো। সেই আলোর উৎস সূর্য নয় কিংবা আলোকবর্ষ মাইল দূরের কোনো শক্তিমান নক্ষত্র থেকে বিচ্ছুরিত আলোর ঝলকানিও নয়। জাগতিক কোনো বস্তু থেকে উৎসারিত নয় সেই আলো। আলোখানি এমন এক উৎস থেকে আগত, এমন এক সত্তার নিকট হতে প্রেরিত যার ক্ষমতার বলয় জগতের সকল শক্তি, সকল আলো, সকল জ্যোতিকে আবৃত করে আছে। সেই আলো নৈসর্গিক। সেই আলো ঐশ্বরিক। দুর্গম প্রস্তরময় পাহাড়ের কোলে সেই আলোকে পরম যত্নে নিয়ে এসেছিলেন একজন সম্মানিত ফেরেশতা। জিবরিল আলাইহিস সালাম।

জিবরিল আলাইহিস সালামকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগে কখনোই দেখেননি। এই চিহ্ন, এই অবয়ব, এই চেহারা—সবকিছুই তার কাছে নতুন। বড্ড অপরিচিত। জিবরিল আলাইহিস সালাম এলেন সেই আলো নিয়ে যে আলো পাল্টে দিতে যাচ্ছে পৃথিবীর গতিপথ। যে আলোতে পৃথিবী নতুন করে রাঙিয়ে নেবে নিজেকে। জিবরিল আলাইহিস সালাম সেই আলো নিয়ে আগমন করলেন, যেই আলোর জন্য পৃথিবীর কতো অধীর অপেক্ষা!

এক অদ্ভুত, অলৌকিক, অবিশ্বাস্য আলোর ঝলকানিতে আলোকিত হেরা পর্বত! নবিজির সামনে দাঁড়িয়ে এক আগন্তুক যার নাম জিবরিল আলাইহিস সালাম। নির্জন, জনমানবশূন্য প্রান্তরে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনায় মানুষ যেমন চমকে ওঠে,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যেভাবে শিউরে ওঠে অকস্মাৎ—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেলাতেও তা-ই হলো। তিনি চমকে উঠলেন। ভয় এবং বিহ্বলতায়। সম্মুখে দণ্ডায়মান এই অপরিচিত আগন্তুককে তিনি চেনেন না। তার বেশভূষা, তার গঠন, তার আকৃতি দেখে তাকে আগে কোথাও দেখেছেন বলেও মনে হয় না।

তবে কি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনিশ্চিত কোনো বিপদের মুখোমুখি? তবে কি তার জীবন সংকটাপন্ন? নির্জন পর্বতের নির্মল এই আলো তবে কি ছেয়ে যাবে এক ঘনঘোর আঁধারে? এমন নানাবিধ চিন্তায় অস্থির নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বিপদের আশঙ্কা করছিলেন তার কোনোকিছুই ঘটলো না। আগন্তুকের চেহারায় বিপদের কোনো চিহ্ন নেই, নেই কোনো দুর্যোগের পূর্বাভাস। তার চেহারা রূঢ়, কঠিন কিংবা রুক্ষ নয়। তার চোখেমুখে বরং এক পরম নির্ভরতার ছাপ। তাতে যেন লেপ্টে আছে অমৃত সুধা! সেই সুধা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পান করানোর জন্য উন্মুখ আগন্তুক।

অবশেষে এলো সেই পরম মাহেন্দ্রক্ষণ! সেই পরম মুহূর্ত যার জন্য জগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অধীর অপেক্ষা! যে আলোতে বিলীন হবে বলে কাটেনি আঁধার, সে আলো প্রস্ফুটিত হবার সময় উপস্থিত। জিবরিল আলাইহিস সালাম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখপানে তাকালেন। সেই চাহনিতে কী এক অমিয় সুধা! সেই চাহনিতে এক নিবিড় শ্রদ্ধার স্ফুরণ যেন বিগলিত হয়ে লুটিয়ে পড়তে চাইছে। মহামহিম আল্লাহর এক পবিত্র দূত আজ উপস্থিত আল্লাহর প্রিয় হাবিবের সম্মুখে। এ যেন দুটো নক্ষত্রের মিলনক্ষেত্র! এ যেন রংধনুর সাত রঙের মধুর মিলনমেলা!

জিবরিল কোনো বাড়তি সম্বোধনে গেলেন না। এই মধুর আয়োজনকে অপ্রয়োজনীয় সম্ভাষণে উদ্বোধন করবেন, তা কি হতে দেওয়া যায়? তিনি আঁজলা ভরে যে আলো নিয়ে আজ হেরার এই দুর্গম দুর্গে আগমন করেছেন, সেই আলোটুকু মেলে ধরেই শুরু করলেন এই অভাবনীয় যাত্রার! তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'পড়ুন।'

কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো পড়তে জানেন না। কেউ এসে তাকে এভাবে কখনো পড়তে বলেনি এর আগে। কীভাবে পড়তে হয় তা-ও রপ্ত করা নেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঝুলিতে। একে তো অপরিচিত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আগন্তুক, তার ওপর নতুন কাজের আদেশ। ভয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমি তো পড়তে জানি না।' নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়তে জানেন না—এই কথাগুলোর দিকে কোনো খেয়াল নেই আগন্তুকের। নেই কোনো ভাবান্তর। তার দায়িত্ব কেবল পড়ানো। সেই দায়িত্বের ষোলোকলা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যেন তিনি থামতে চাইছেন না। তিনি আবার বললেন, 'পড়ুন।' এবারও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভীতসন্ত্রস্ত গলায় জবাব দিলেন, 'আমি তো পড়তে জানি না।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই জবাবেও গা করলেন না আগন্তুক। পুনরায় তিনি বললেন, 'পড়ুন।' এবারও একই প্রতিউত্তর ভেসে এলো বাতাসে—'আমি তো পড়তে জানি না।'

এরপর কী হলো কী জানি! যেন মহাকালের গর্ভ থেকে এক স্বর্গীয় বাণী ভেসে এলো আগন্তুকের কানে। যেন মুহূর্তের মধ্যে পাল্টে গেলো এতোক্ষণের সকল দৃশ্যপট। সকল রহস্যজট খুব সযত্নে খুলে পড়তে লাগলো একে একে। জিবরিল আলাইহিস সালাম এখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরও কাছে। যতোটুকু কাছাকাছি এলে টের পাওয়া যায় সঙ্গীর নিঃশ্বাসবায়ু। দ্যুতিময় হাত দু-খানা বাড়িয়ে তিনি তার নুরের আবরণে আচ্ছাদিত বুকে সজোরে টেনে নিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। যেন পৃথিবী আশ্রয় নিয়েছে কোনো এক নিরাপদ অভয়ারণ্যে! একটি অপার্থিব বুকের সাথে জুড়ে গেলো এক মানবহৃদয়! স্বর্গীয় এক আলিঙ্গান প্রত্যক্ষ করলো মহাকালের সময়!

একটি আলিঙ্গান বদলে দিলো পুরো দৃশ্যপট। যেই জড়তা, ভয় আর সংকোচের মুখোমুখি হয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করতে পারছিলেন না ঐশী প্রত্যাদেশ, সেই দৃশ্য কোথায় যেন বিলীন হয়েছে। জিবরিল আলাইহিস সালামের বুকের উষ্ণতা জড়তার মাঝেও যেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক ঝলক আলোর সন্ধান দিয়ে গেলো।

অপরিচিত আগন্তুককেও যেন আর অপরিচিত লাগছে না নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। মনে হচ্ছে, কতো যুগ যুগান্তর ধরে তারা একে অন্যকে চেনে।

সেই রাতে জিবরিল আলাইহিস সালাম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সুরা আলাকের শুরুর পাঁচ আয়াত শুনিয়ে গেলেন। উঁহু, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ওয়া সাল্লাম কেবল শোনেননি; গেঁথে নিয়েছেন একেবারে অন্তরের গহিনে। যে আলো রাঙাতে এসেছে ধরণিকে, সবার আগে সেই আলো ঠাঁই করে নিলো এই মহামানবের হৃদয়কোঠরে।

এরপর? এরপর চোখের পলকে জিবরিল আলাইহিস সালাম কোথায় যেন মিলিয়ে গেলেন। মধুর স্বপ্নভঙ্গের পর মানুষের যে অনুভূতি, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও ঠিক সেরকম মনে হলো। মনে হলো, জগৎসংসারের কোথায় যেন খুব বড়ো রকমের একটা শূন্যতা তৈরি হয়েছে! কোথাও রচিত হয়েছে একটা বিষাদময় বিচ্ছেদ! তার মনে ভর করলো এক নতুন ভয়। নতুন এক ভীতি তার দেহ-মনকে আচ্ছন্ন করে ফেললো মুহূর্তে। তবে কি তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন? তবে কি এটা কোনো বিপদের পূর্বাভাস? নিশ্চিত প্রাণসংকটের কোনো অশনিসংকেত?

হেরা গুহায় সেদিন আর থাকতে পারেননি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পরিবেশটাকে আর সংকুল মনে হচ্ছে না। কোথাও যেন ঘাপটি মেরে আছে বিপদ। সুযোগ পেলেই এসে হুড়মুড় করে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তিনি রওনা করলেন লোকালয়ে। থরথর করে কাঁপছে তার পুরো শরীর। উদ্দেশ্য খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা। যতো দ্রুত সম্ভব তাকে খাদিজার কাছে পৌঁছাতে হবে। তাকে খুলে বলতে হবে সব। যে ভার ও ভয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি, সেখান থেকে উদ্ধারের জন্য খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদকে তার এখন ভীষণ প্রয়োজন।

ভীতিবিহ্বল হয়ে কাঁপতে কাঁপতে নবিজি চলে এলেন প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজার কাছে। নবিজি এখন ভীষণ বিবর্ণ, বিমর্ষ, শঙ্কিত এবং ক্লান্ত। তাকে এমন অবস্থায় আগে কখনো দেখেননি খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা। নবিজির এই উদ্বিগ্ন চাহনি তার কাছে বড্ড অচেনা। খানিকটা চিন্তিত হয়ে পড়লেন তিনি। কী এমন ঘটেছে এই মানুষটার সাথে? কেনই বা তার শরীর থরোথরো? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'খাদিজা, আমাকে চাদরে আবৃত করো। আমাকে চাদরে আবৃত করো।' খাদিজা ভাবলেন, 'এ কেমন অসুখ? এ কেমন বিহ্বলতা?'

খানিক বাদে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেকটুকু স্বাভাবিক হলেন, কিন্তু মন থেকে মুছে যায়নি হেরা পর্বতের সেই বিস্ময়কর ঘটনা! তিনি বলতে চান। খাদিজাকে সব খুলে বলতে চান। এই মুহূর্তে খাদিজা ছাড়া আর কে-ই বা আছে যাকে আপন ভেবে হৃদয়ের সব কথা বলা যায়? খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহাও অধীর, উদগ্রীব নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শোনার জন্য। তিনি বারবার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

জানতে চাচ্ছেন, 'কী হয়েছে আপনার? আপনাকে তো এমন অবস্থায় আগে কখনো দেখিনি।'

এবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে ঘটে যাওয়া সব ঘটনার বিবরণ দিতে শুরু করলেন। খুলে বললেন সেই রাতের ঘটনা যে রাত রূপকথার চাইতেও অবিশ্বাস্য! এক আগন্তুকের অপ্রত্যাশিত আগমন! এক বিস্ময়কর কালাম তাকে পড়তে বলা! তার না পড়তে পারার আকুতি, আগন্তুকের বুকের সাথে তার আলিঙ্গান—আদ্যোপান্ত সব! এরপর বললেন, 'খাদিজা, আমি ভয় পাচ্ছি। মনে হচ্ছে আমার জীবন সংকটে। আমি আমার প্রাণনাশের আশঙ্কা করছি।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন কথায় ত্বরিত প্রতিউত্তর দিলেন খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা 'নাহ, কখনোই নয়। এমন তো হতেই পারে না! আল্লাহর কসম তিনি আপনাকে কোনোদিন লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখেন। মেহমানদের আপ্যায়ন করেন। তাদের সমাদর করেন। আপনি নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়ান। অসহায়দের সাহায্য করেন। অন্যের বিপদে আপদে আপনি সর্বদা তৎপর থাকেন। আপনার সাথে খারাপ কিছু হতেই পারে না।'[১]

তখন নবুওয়াতের একেবারে শুরুর সময়। মাত্রই সুরা আলাকের পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়েছে। তা-ও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনও ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারেননি তার সাথে আসলে কী ঘটতে যাচ্ছে। তিনি জিবরিল আলাইহিস সালামকেও ওভাবে চিনে উঠতে পারেননি। সুরা আলাকের ওই পাঁচ আয়াতে আত্মীয়স্বজনদের হকের ব্যাপারে কোনো আলাপ নেই, গরিব-দুখীদের ব্যাপারে কোনো আলাপ নেই। আলাপ নেই নিঃস্ব মানুষদের সাহায্য করার ব্যাপারেও। এমনকি মেহমানদের সাথে আন্তরিক আচরণ করা, তাদের সমাদর করার মতন সামাজিক দাবি নিয়েও বলা নেই এই আয়াতগুলোতে। কিন্তু কোনো ঐশী নির্দেশনা ছাড়াই, দুনিয়াবি কারো প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ব্যতীতই নবুওয়াত লাভের পূর্বেই কী পরিশুদ্ধ, কী পরিশীলিত, কী চমৎকার ব্যক্তিগুণ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাভ করেছিলেন তা কি খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার এই অভয় বাণী থেকে আমরা বুঝতে পারি না?

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩; *সহিহ মুসলিম* : ১৬০; *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ৩৩; *মুসতাদরাকুল হাকিম* : ৪৮৪৩; *মুসনাদু আহমাদ* : ২৫৯৫৯; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ১৭৭২১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তিনি আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখতেন। আত্মীয়দের কখনোই অবহেলা করতেন না। যার যা প্রাপ্য, যার যা অধিকার সেসব ব্যাপারে তিনি তৎপর ছিলেন।

তিনি মেহমানদের ব্যাপারে বিরূপ ছিলেন না। মেহমান এলে সমাদর করতেন। আপ্যায়ন করাতেন। তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করতেন। হাসিমুখে কথা বলতেন।

তিনি অসহায়, দুঃস্থ এবং গরিব মানুষগুলোর প্রয়োজন পূরণে উদগ্রীব থাকতেন। নিজের যেটুক সাধ্য ছিলো তার সবটুকু দিয়ে তিনি মানুষের পাশে দাঁড়াতেন।

নবুওয়াত লাভের আগেই তিনি যে নান্দনিক জীবন গঠন করতে পেরেছিলেন, কুরআন এবং সুন্নাহকে সামনে পেয়েও আমরা কি আজ তার সিকি ভাগও অর্জন করতে পেরেছি? আত্মীয়তার হক, পাড়া-প্রতিবেশীর হক, মেহমানদের সাথে শোভন আচরণ, দুঃস্থদের প্রয়োজনে নিজের সবটুকু উজাড় করে এগিয়ে যাওয়া—এই গুণগুলো কি আমাদের মাঝে সেভাবে উপস্থিত যেভাবে সেগুলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে নবুওয়াত-লাভের পূর্বেই বিকশিত হয়েছিলো? চলুন নিজেকে একবার দাঁড় করাই নবি-জীবনের আয়নায়। খুঁজে বের করি আমাদের শূন্যতা এবং তা পূরণ করি সেই মহামানবের আদর্শ আর অনুসরণে যিনি রাঙিয়েছেন এই ধরা, যিনি অন্ধকারে জীর্ণ অন্তরে প্রস্ফুটিত করেছেন মুক্তির আলো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ফাতিমার জন্যে ভালোবাসা

ভীষণ কষ্টের সংসার! হতদরিদ্র স্বামীর সংসারে দুটো সন্তান সমেত চারজন মানুষের দিনাতিপাতের সংস্থান করাটা মোটেই সহজ কর্ম নয়। তবুও মুখে বিরক্তি নেই, কপালে চিন্তার ভাঁজ নেই, মনে নেই বিন্দু পরিমাণ বিষণ্ণতা। নবি-তনয়া ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা যেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই এক অবিকল প্রতিবিম্ব! নবিজির দুনিয়াবিমুখতা, ইবাদতমুখরতা এবং সরল সহজ জীবনযাপনের এমন কোনো অনুষঙ্গ বাদ ছিলো না যার সুষম বিকাশ ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহার মাঝে দেখা যায়নি।

সংসারের ঘানি টেনে ক্লান্ত ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা একদিন স্বামীর কাছে একটা আবদার করে বসলেন। আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তিনি বললেন, 'যদি আমাদের একজন দাসী থাকতো, তাহলে আমার কাজ অনেকটাই হালকা হয়ে যেতো! কাজের জন্য একজন দাসী নিয়োগ করা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে কি?'

প্রিয়তমা স্ত্রীর এমন ন্যায্য আবদারে বিচলিত হয়ে পড়লেন আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু। নবি-তনয়া কোনোদিন স্বামীর কাছে মুখ ফুটে কোনো আবদার করেননি। কোনোদিন কোনো অলংকার কিংবা স্বাভাবিক মেয়েলি বায়না নিয়েও তাকে উদগ্রীব দেখা যায়নি। কিন্তু আজ যে আবদার নিয়ে তিনি হাজির হয়েছেন তা যে একান্তই বাধ্য হয়ে, শরীরের সামর্থ্যে কুলোচ্ছে না বলেই—তা বুঝতে আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বেগ পেতে হলো না। কিন্তু তিনি যে বড্ড অপারগ এই আবদার মেটাতে! যার ঘরে নুন আনতে পানতা ফুরোয়—তার ঘরে কাজের দাসী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রাখতে যাওয়াটা বিলাসিতাই বটে!

আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু সত্যিই বড়ো গরিব ছিলেন! কোনো বেলা দু-মুঠো খাবার জুটলে কোনো বেলা জুটতো না। কোনোদিন স্ত্রী-সন্তান নিয়ে কেবল পানি পান করে আছেন, আবার কখনো হয়তো বা চারটে খেজুর খেয়ে চারজন মানুষ পার করে দিচ্ছেন আস্ত দিন। কোনো কোনো সময় দীর্ঘদিন ধরে উনুন পেতো না আগুনের দর্শন। সে বড়ো কষ্টের দিন আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুর সংসারে!

এমন নিতান্ত এক গরিব লোকের ঘরে নিজের প্রিয়তম কন্যাকে কেন বিয়ে দিতে গেলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম? তিনি কি আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘরের অবস্থা জানতেন না? আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুর আর্থিক দুর্গতির ব্যাপারে ওয়াকিবহাল ছিলেন না তিনি? যার সাথে নিত্য ওঠাবসা ছিলো নবিজির, তার আদ্যোপান্ত, নাড়ি-নক্ষত্র তিনি জানবেন না, তা কী করে হতে পারে?

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন আর্থিক দিক থেকে আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু গরিব, কিন্তু তাকওয়ার দিক থেকে তিনি ছিলেন বিরাট ঐশ্বর্যশালী! তার হয়তো চালচুলোর ঠিক নেই, নুন আনতে হয়তো তার পানতা ফুরিয়ে যায়, কিন্তু ঈমানের দিক থেকে তার অন্তর যে টইটম্বুর, তার হৃদয়ে তাওয়াক্কুলের যে এক মহাসমুদ্র বিদ্যমান, চারিত্রিক মাধুর্যতার যে সৌন্দর্যে সৌন্দর্যমণ্ডিত তিনি, এসব কীভাবে চোখ এড়াবে নবিজির?

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোখ এড়ায়নি। তিনি আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুর তাকওয়াকে তার দারিদ্র্যের ওপরে প্রাধান্য দিয়েছেন। তার তাওয়াক্কুলের অসীম ফোয়ারাকে স্থান দিয়েছেন তার চাল-চুলোহীন অবস্থার ওপরে। তিনি সাহাবি আলির সাহস, জ্ঞান আর কর্মনিষ্ঠাকে বেছে নিয়েছেন তার সামাজিক অবস্থানের বিপরীতে। বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের চাইতে অন্তরের গুণাবলিকে বড়ো করে দেখতে পারতেন বলেই, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কলিজার টুকরো কন্যাকে আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে নিশ্চিন্তে, নির্ভাবনায় সোপর্দ করতে পেরেছিলেন।

আমাদের সমাজের পিতৃকুল, যারা কন্যাকে বিবাহ দেওয়ার বেলায় ছেলের সহায়সম্পত্তি, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থানকেই সবকিছুর ওপরে স্থান দেন, তারা যদি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো করে ভাবতে পারেন,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমাদের সমাজে কতোই না সহজ হয়ে যেতো বিবাহ প্রথা! যুগের জাহিলিয়াতের অন্ধকার থেকে কতো সহজেই না বেঁচে যেতো এ সময়ের তরুণ-যুবারা!

স্ত্রীর আবদার মেটাবার সামর্থ্য নেই আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুর; কিন্তু স্ত্রীকে প্রত্যাখ্যান করবেন, নিরাশায় পর্যবসিত করবেন সরল স্ত্রীর নিতান্ত সরল আবদার—এমন কঠিন, কঠোর তিনি কী করে হতে পারেন? ভালোবাসার মানুষের বায়না মেটাতে না পারার যন্ত্রণা যে কী, তা হাড়ে হাড়ে টের পান আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, 'তোমার যন্ত্রণা আমি বুঝি। ভীষণ কাজের ভারে ন্যুব্জ হয়ে আসা তোমার দেহখানা আমাকেও যন্ত্রণা দেয়। তোমার কষ্ট লাঘবের তাগিদে যে আবদার তুমি করেছো আমার কাছে, তা মেটাতে পারলে আমার চাইতে বেশি খুশি এ ধরায় আর কে হবে, বলো? কিন্তু ফাতিমা, আমার সামর্থ্যের ব্যাপারে তোমার চাইতে অধিক আর কেউ জানে না। তোমার এ আবদার রক্ষায় আমি যে একান্তই অপারগ আর অক্ষম তা নতুন করে বলবার প্রয়োজন নেই কোনো।'

আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুর অপারগতার অকপট স্বীকারোক্তিতে দমে গেলেন ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা। সত্যিই তো, স্বামীর সামর্থ্য সম্পর্কে তারচে ভালো আর কে জানে? কিন্তু তবুও, 'যদি কোনো বন্দোবস্ত করা যায়'—এমন আশাতেই এই আবদারটি তিনি পেতেছিলেন।

পুনরায় কথা বললেন আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু। তার চোখেমুখে এখন দোল খাচ্ছে সম্ভাবনার এক অমিত রেখা। কোনো এক বিচিত্র কারণে তাকে বেশ আশাবাদী, বেশ উৎসুক এবং উৎফুল্ল দেখালো। তিনি বললেন, 'আচ্ছা ফাতিমা, একটা কাজ করা যায় না?'

'কী কাজ?', জানতে চাইলেন নবি-তনয়া।

'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনেকে দাস-দাসী উপঢৌকন হিশেবে পাঠায়। উপঢৌকন হিশেবে আসা সেসব দাস-দাসীর মধ্য থেকে একটা দাসী তুমি চেয়ে দেখতে পারো তোমার বাবার কাছে। তোমার অবস্থার সবিশেষ বর্ণনা শুনবার পরে, আমার বিশ্বাস—যদি তার হাতে কোনো দাসী মজুদ থাকে, তাহলে তিনি অবশ্যই তোমাকে একটা দাসী উপহার হিশেবে প্রদান করবেন।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রস্তাবটা খুব যে মন্দ তা নয়। কিন্তু পিতার কাছে নিজের প্রয়োজনের তাগিদে দাসী উপহার চাইতে যাওয়ার ব্যাপারে ভীষণ সংকোচ কাজ করছে ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহার মনে। এমন আবদারের পর কন্যার ব্যাপারে পিতার ভাবনাটাই বা কী হবে! সে ব্যাপারেও সন্দিহান তিনি।

শেষমেশ যাওয়ার ব্যাপারেই মনস্থির করা গেলো। এক বিকেলে, যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববিতে বসে আসহাফে সুফফার সাথে দ্বীনের বিষয়াদি নিয়ে আলাপে মত্ত, সে সময় ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার আবদার পিতাকে জানানোর জন্য সেখানে এলেন। কিন্তু এক গভীর সংকোচ, দোটানা এবং লজ্জার কবলে পড়ে শেষ পর্যন্ত নবিজির কাছে তিনি নিজের আবদার খুলে বলতে পারলেন না। ফিরে গেলেন নিজের কুটিরে। যে সংকোচ এবং সংশয়ের কারণে পিতা অবধি তিনি পৌঁছাতে পারলেন না, তার সমস্তই আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুকে খুলে বললেন। তাকে আরেকবার আশ্বস্ত করলেন আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি যে মিছেমিছি ভয় পাচ্ছেন, অকারণ সংকোচে কাবু হচ্ছেন তা বুঝিয়ে দিয়ে আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'চলো, এবার তোমার সাথে আমিও যাবো। আশা করি, আমাদের দু-জনের আবদার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরো জোরালো হয়ে উঠবে।'

এবার তারা দুজন মিলে নবিজির কাছে এলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনও আসহাবে সুফফার সাথে বৈঠকে। আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং কন্যা ফাতিমাকে একসাথে দেখতে পেয়ে তিনি উঠে এসে বললেন, 'তোমাদের কি কোনোকিছু বলবার আছে?'

সসংকোচে নিজেকে গুটিয়ে গেলেন ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা। পিতার জন্য তার ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা এতো বেশি যে, নিজের জন্য কোনোকিছু মুখ ফুটে চাইবেন—সেই অভয়টুকুও তিনি পাচ্ছেন না। ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে চুপ করে থাকতে দেখে আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'জি, আমরা আসলে একটা চাহিদা নিয়ে আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি।'

হাসিমুখেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তা বেশ তো, কী চাহিদা, বলো?'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'আসলে, সংসারের কাজকর্ম একা হাতে সামলাতে ফাতিমার অনেক পরিশ্রম হয়। কিন্তু ওর জন্য একটা দাসী নিয়োগ দেবো, সেই সামর্থ্য আমার নেই। আমরা ভাবলাম, আপনার কাছে তো অনেকে উপঢৌকন হিশেবে দাসদাসী পাঠায়, তাদের মধ্য থেকে একজন দাসী যদি আপনি আমাদের দেন, তাহলে ফাতিমার পরিশ্রম অনেকটাই লাঘব হয়।'

আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথা শুনে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা বিমর্ষ হয়ে উঠলো। তার মুখাবয়বের স্বাভাবিক দ্যুতি ক্ষণকালের জন্য লুপ্ত হয়ে তাতে পরিস্ফুটিত হলো বিষাদের রেখা। এমন নিষ্প্রাণ নিরানন্দ চেহারা নিয়ে খানিক বাদে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'যদিও আমার কথায় তোমরা মন খারাপ করতে পারো, তারপরও আমাকে বলতে হচ্ছে—তোমাদের জন্য এই মুহূর্তে আমি কিছুই করতে পারছি না। ওই যে আসহাবে সুফফা দেখছো, ওদের অবস্থা তোমাদের চাইতে করুণ। ওরা তোমাদের চাইতেও গরিব। এই মুহূর্তে আমার কাছে আসা উপঢৌকনের কেউ যদি বেশি হকদার হয়ে থাকে, তা একমাত্র তারাই। সুতরাং, তোমাদের আবদার রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

সেদিন নবিজি যার মুখের ওপর 'না' বলে দিয়েছেন তিনি তার সবচেয়ে প্রিয় সাহাবিদের একজন। আর যার সম্মুখে আবদার মেটাবার ব্যাপারে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছেন তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচাইতে প্রিয় কন্যা। দুজন সবচেয়ে প্রিয় মানুষের সামনে এমন নিঃসংশয়, নিঃসংকোচ অসম্মতি তিনি জানাতে পেরেছিলেন কেবল মসজিদে নববিতে আশ্রয় নেওয়া অতি দরিদ্র আসহাবে সুফফার জন্যেই। আত্মীয়তা এবং ভালোবাসার কাছে তার দয়া হেরে যায়নি সেদিন। স্বার্থপর পৃথিবীতে এমন নিঃস্বার্থ নজির স্থাপন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেলাতেই কেবল সম্ভব।

হতাশ হয়ে ফিরে এলেন আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা। যদিও নবিজির সিদ্ধান্তে তারা মোটেও মনঃক্ষুণ্ণ নয়, কিন্তু ঘটনার আকস্মিকতায় তারা এতোটাই বিমূঢ় যে, সাময়িক বিমর্ষতায় তারা উভয়ে ভগ্নপ্রায়।

সেদিন সন্ধ্যায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কন্যা ফাতিমার ঘরে এলেন। নবিজির এমন আকস্মিক উপস্থিতিতে আলি এবং ফাতিমা উভয়ে হতভম্ব হয়ে পড়লেন! তারা তড়িঘড়ি করে উঠে নবিজিকে সম্ভাষণ জানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লে নবিজি ইশারার মাধ্যমে তাদের থামিয়ে দেন এবং বিছানায় তাদের পাশে গিয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বসেন। নবিজির দয়ার্দ্র চেহারা থেকে প্রিয় সাহাবিদের জন্য অফুরান ভালোবাসা, প্রিয় কন্যার জন্য নিঃসীম দরদ যেন উথলে পড়ছে। তিনি মায়া-ভরা গলায় উভয়কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমরা আমার কাছে যা চেয়েছো, তার চাইতে ঢের উত্তম কিছু আমার কাছে আছে। তোমরা নেবে?'

উভয়ে উদগ্রীব হয়ে জানতে চাইলো, 'জি অবশ্যই, ইয়া রাসুলাল্লাহ।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'যখন তোমরা রাত্রিবেলা ঘুমুতে যাবে, তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করবে।'[১]

ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা কাজের কষ্ট লাঘবের জন্য একটা দাসী চেয়েছিলেন, কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তা দেননি। আসহাবে সুফফা, যারা নতুন ইসলাম গ্রহণ করে ঘরবাড়ি, ভিটে-মাটি এবং পরিবার-পরিজন ছেড়ে নবিজির কাছে আশ্রয় নিয়েছেন, তাদের কষ্টটাই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তখন অধিক বড়ো হয়ে ধরা দিয়েছিলো। ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহার সংসার জীবনের বর্ণনাতীত দুঃখ-কষ্টের ব্যাপারে নবিজি জানতেন, কিন্তু তিনি এটাও জানতেন—একটা দাসী না হলেও কোনোভাবে ফাতিমার চলে যাবে, কিন্তু আসহাবে সুফফার পুনর্বাসন না করা গেলে তাদের জীবন বিপন্ন হতে বসবে। কন্যার সুখের চাইতেও নবিজির কাছে সাহাবিদের জীবন এবং নিরাপত্তা ছিলো সর্বাগ্রে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনই পরোপকারী ছিলেন। এমন এক প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন তিনি। আজকের দিনে আমরা এমন নিঃস্বার্থ ত্যাগ, নিজের রক্তের সম্পর্ক ব্যতিরেকে অন্যের দ্বারে সাহায্যের ডালা হাতে নিয়ে দাঁড়াবার মতো মহৎ অভিপ্রায় কল্পনাও করতে পারি না। যা আমাদের কল্পনারও অতীত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে তা কতোই না সহজ সরলভাবে মিশে ছিলো!

নিজের কন্যাকে নবিজি দাসীর বন্দোবস্ত করে দেননি ঠিক, কিন্তু রিক্ত হস্তেও তাদের ফিরিয়ে দেননি। সারাদিনের কর্মব্যস্ততার পরে নবিজি ঠিক ঠিক কন্যার

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩১১৩, ৩৭০৫, ৫৩৬১, ৫৩৬২; *সহিহ মুসলিম* : ২৭২৭; *সুনানু আবি দাউদ* : ২৯৮৮, ৫০৬২; *জামি তিরমিযি* : ৩৪০৮, ৩৪০৯; *মুসনাদু আহমাদ* : ৭৪০, ৮৩৮, ১১৪১, ১২২৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

গৃহে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। খানিকটা দুনিয়াবি আরাম-আয়েশের জন্য কন্যা যে প্রস্তাব পেতেছিলো সেদিন, তা তিনি নাকচ করেছিলেন, কিন্তু শিখিয়ে দিয়ে এসেছিলেন এমন কিছু আমল যা তাদের আখিরাতের আরাম-আয়েশের পথকে সুগম করে দেবে। দুনিয়ার জীবনের ওপরে আখিরাতের জীবনকে প্রাধান্য দেওয়ার এই তাগিদ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে বারংবার প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। সেটা নিজের বেলাতেই হোক কিংবা নিজের কন্যার বেলায়।

বাবা-মা হিশেবে আমরা যখন সন্তানদের জন্য ব্যাংক-ব্যালেন্স, বাড়ি-গাড়ি গড়ে যাচ্ছি, কিংবা প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যাচ্ছি সন্তানদের দুনিয়াবি আরাম-আয়েশ নিশ্চিত করতে, আমরা কি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের এই দিকটার দিকে একটিবার তাকাবো? সন্তানের আখিরাতের আরাম-আয়েশের জন্য আমরা সন্তানকে কী দিয়ে যাচ্ছি অথবা কী শিখিয়ে যাচ্ছি, তা নিয়ে ভাবতে বসার সুযোগ আমাদের হবে কি?

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে দাসী দেওয়ার বদলে একটি আমল শিখিয়েছেন যা তার আমলনামায় যোগ করবে অঢেল নেকি, আমাদের সন্তানদের আমলনামায় নেকি যোগ করবার কোনো প্রয়াস আমাদের মাঝে আছে কি?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com